নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

ছিন্নমস্তার মেলা
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১৮ পৌষ – ২৪ পৌষ, ১৪৩২ ঃ ০৩ জানুয়ারি – ০৯ জানুয়ারি , ২০২৬

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 11, 03 January - 9 January 2026

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : তারেক ফিরলেও সংখ্যালঘু বিদ্বেষ ফেরেনি বাংলাদেশে।

হিন্দু নির্যাতন চলছেই। এবার কড়া প্রতিক্রিয়া জানালো নয়াদিল্লি। বলা হয়েছে চরমপন্থীদের ক্রমাগত চলা হিংসা সংবাদমাধ্যমের বাড়াবাড়ির নামে ঢাকা দেওয়া যাবে না।

রবিবার : ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও

ডাকা হয়েছে শুনানীতে। এমন হলে তাকে ম্যাপিংয়ে প্রযুক্তির ত্রুটি বলে গণ্য করে তাদের শুনানী থেকে ছাড় দিল নির্বাচন কমিশন। নোটিশ পেয়ে থাকলে তাদের না আসার কথা জানিয়ে দেবে বিএলও।

সোমবার : দুর্বল ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট ক্রমশ মাথাব্যাথা হয়ে

উঠছে পশ্চিমবঙ্গের। যুবভারতীতে মেসি কাণ্ডের পর প্রিয় নায়ক ও গায়িকাকে দেখতে বিশৃঙ্খলার ছবি দেখা গেল বিষ্ণুপুর মেলার যদুভট্ট মঞ্চে। মেলা চত্বরে ভাঙচুর চালালো উপচে পড়া দর্শক।

মঙ্গলবার : হতে পারে জঙ্গী হানা। গোয়েন্দা সূত্রে এই খবর পেয়েই

গুলমার্গের পার্বত্য অঞ্চলে ট্রেকিংয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করল প্রশাসন। নিরাপত্তার স্বার্থে জঙ্গী দমন অভিযান চলায় এই নিয়ন্ত্রণ বলে জানানো হয়েছে।

বুধবার : মরশুমের শীতলতম দিল কাটালো কলকাতা সহ গোটা

পশ্চিমবঙ্গ। তাপমাত্রা নামলো ১২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। কনকনে ঠান্ডায় বঙ্গের জীবন এখন জুবুথুবু। বিশেষ করে কষ্ট বেড়েছে বয়স্কদের। দার্জিলিংএ রেকর্ড হয়েছে ৩.৮ ডিগ্রি।

বৃহস্পতিবার: নতুন বছরে পশ্চিমবঙ্গ পেল প্রথম মহিলা

মুখ্যসচিব। তাও আবার বাঙালি। মেয়াদ ফুরানো মনোজ পন্থের জায়গায় দায়িত্ব নিলেন ১৯৯৪ ব্যাচের আইএএস নন্দিনী চক্রবর্তী। তারই কাঁধে এবার আগামী নির্বাচনে প্রশাসন পরিচালনার গুরুভার।

শুক্রবার: নিজস্ব ছবি না থাকায় পরের ফুটেজের উপর নির্ভর করতে

হচ্ছে তদন্তে। তাই কলকাতা পুলিশের ১০টি ডিভিশনে তৈরি হচ্ছে নিজস্ব ফটোগ্রাফার দল। কোনো ঘটনা ঘটলে তারা গিয়ে যে ছবি তুলে আনবে তার উপর নির্ভর করবে তদন্তের গতি প্রকৃতি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

কলকাতায় অমিত, দিল্লিতে অভিষেক : চর্চায় দুই সফর

বাঙালির আশঙ্কা দূর করার চেষ্টা অমিতের

ওঙ্কার মিত্র

দিল্লির কাজ ছেড়ে আগামী বিধানসভা ভোটের আগে দলের অবস্থা বুঝতে ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে প্রায় ৪৮ ঘন্টা কলকাতায় কাটালেন ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। সোমবার সন্ধ্যায় পৌঁছে দলীয় স্তরে বেশ কয়েকটি বৈঠক সেরে ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে ফিরে গিয়েছেন বুধবার। আলোচনা করেছেন আরএসএস কর্মকর্তাদের সঙ্গে, মুখোমুখি হয়েছেন সাংবাদিকদের। এই সফরে বাঙালির মনে তিনি কতটা আশা জাগাতে পারলেন তা নিয়ে এখন জোর জল্পনা চলছে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। দলীয় নেতাদের সঙ্গে দলের স্ট্রাটেজি নিয়ে আলোচনা, তাদের কাজের কৌশল বাতলে দেওয়া, আসনের টার্গেট সেট করে দেওয়ার পাশাপাশি অমিত বাংলার জনগণের জন্য স্পষ্ট করে দুটি বার্তা দিয়ে গেলেন। প্রথমটি হল বাঙালি অস্মিতা ও দ্বিতীয়টি রাজ্যের জনপ্রিয় প্রকল্প নিয়ে বাঙালির মনে চলতে থাকা দোলাচল। বাঙালি বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী উচ্চবিত্ত বাঙালী চিরকালই বিজেপিকে নিয়ে কিছুটা ব্যাকফুটে। তাদের বদ্ধ ধারণা বিজেপি এ রাজ্যে ক্ষমতায় এলে তাদের বাঙালীয়ত্ব খর্ব হবে, হাত পড়বে বাঙালির সংস্কৃতিতে। বাংলায় ঢুকে পড়বে

হিন্দি বলয়ের কালচার। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ বোসের নাম করে এবারের সফরে এদেরকেই বার্তা দিয়ে গেলেন অমিত। বললেন বিজেপি এলে ফের পুনর্জাগরণ হবে বাংলায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

তালিকা চুরির নতুন ফর্মুলা অভিষেকের

শক্তি ধর

কলকাতায় অমিত শাহ যখন বিজেপির বাজনায় ভোটের সুর বাঁধছেন তখন বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ

অভিষেক বন্দোপাধ্যায় দিল্লি গেলেন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন তৃণমূল সাংসদ। দেড় ঘন্টার সাক্ষাৎ, কিছু প্রশ্ন, কিছু বাদানুবাদ ও কমিশনের কিছু নির্দেশিকা ছিল এই সফরের নির্যাস। তবে কমিশনকে অভিষেকের করা প্রশ্নগুচ্ছের বেশিরভাগ অতীতে তৃণমূল নেতাদের মুখে শোনা গেলেও একটি নতুন উপলব্ধিতে অভিষেক বাজিমাত করেছেন বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

অভিষেক কমিশনার সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের বলেন ইভিএমে নয় কমিশন চুরি করছে ভোটার তালিকায়। বিভিন্ন রাজ্যে যারা ভোটে লড়েছেন তারা এটা ধরতে পারেনি। পারলে দিল্লি, মহারাষ্ট্র, বিহারে বিজেপি জিততে পারতো না। বলা বাহুল্য এই অভিযোগ করে তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছেন রাহুল গান্ধীকেও। রাহুল এর আগে ভোট চুরির অভিযোগে বারবার সোচ্চার হয়েছেন। অভিষেক বলছেন ভোট নয়, চুরি হচ্ছে আসলে ভোটার তালিকার নাম। তাই পশ্চিমবঙ্গে এই তালিকা নিয়েই এখন যুদ্ধে নেমেছেন অভিষেকরা। তারা একই তিরে বিঁধতে চাইছেন নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে। কারণ চলতি এসআইআরএ বাঙলায় বাদ যেতে চলেছে লক্ষ লক্ষ নাম যা কোটি ছুঁয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা। আর এতেই প্রমাদ গুনছে তৃণমূল।

এরপর পাঁচের পাতায়

মেঘ কেটে আশার আলো মতুয়া মহলে

কল্যাণ রায়চৌধুরি : এসআইআর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মতুয়াদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। কারণ নির্বচন কমিশন যে প্রয়োজনীয় ১১টি নথির উল্লেখ করেছিল, তার কোনওটাই অধিকাংশ মতুয়া তথা সনাতনী হিন্দুদের কাছে নেই। এমতাবস্থায় খসড়া তালিকায় তাদের নাম উঠলেও আতঙ্কের নিরসন হয়নি। ফলে মতুয়ারা স্বাভাবিকভাবে একটা

দোলাচলে ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি অমিত শাহ কলকাতায় এসে মতুয়াদের উদ্দেশ্যে ও সিএএ নিয়ে যে মন্তব্য দিয়ে গেলেন, তাতে মতুয়া সহ উদ্বাস্তু সনাতনী হিন্দুরা আশ্বস্ত হয়েছেন। এমনটাই মন্তব্য করলেন সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি প্রতিবেদককে বলেন, 'এখন এসআইআর-এ সিএএ-র সার্টিফিকেটের যে প্রতিফলন ঘটেছে, তাতে সমস্যার সমাধান হয়েছে। অমিত শাহজী কলকাতায় এসে এবার যে কথা বলেছেন, সেই কথা তিনি আগেও বলেছেন। অর্থাৎ আগের কথার সঙ্গে তার এবারের কথার কোনও নড়চড় হয়নি। তিনি বলেছেন, মতুয়া সহ উদ্বাস্তু মানুষদের কোনও অসুবিধা নেই। তারা সিএএ-র মাধ্যমে ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিজেপি-আরএসএস সমন্বয় কি বাংলায় পরিবর্তন আনবে?

কুনাল মালিক

সম্প্রতি বাংলায় তিন দিনের সফরে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা শীর্ষ বিজেপি নেতা অমিত শাহ। তিন দিনের এই সফরে বঙ্গ বিজেপিকে একপ্রকার ঝাঁকিয়ে দিলেন। অমিত শাহের কড়া নির্দেশ, এবার জিততেই হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বঙ্গ বিজেপিকে অলআউট আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। নেতাদের উদ্দেশ্যে বললেন, শহরে এবং গ্রামের বুথে বুথে সকলকে যেতে হবে। বুথ সংরক্ষণ করতে হবে এবং নিজের এলাকায় জনসংযোগ বাড়াতে হবে। শুধু কলকাতায় বসে থাকলে হবে না। বিশেষ করে যে কয়েকজন বিধায়ক এবং সাংসদ আছেন তাদের আরো

তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেন। এবারের এই বঙ্গ সফরে অমিত শাহ আরও একটি মাস্টার স্ট্রোক দিলেন।

বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতাদের এক ছাতার তলায় আনার জন্য তিনি বিশেষ উদ্যোগ নেন।দেখা গেল দীর্ঘ আট মাস পর একসময়ের দাবাং নেতা রাজ্যের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষকেও ডেকে নিলেন মিটিংয়ে। এমনকি মধ্যাহ্ন ভোজের এক টেবিলে বসিয়ে দিলেন বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা বর্তমানের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এবং পূর্বের পূর্বতন রাজ্য সভাপতি তথা সংসদ দিলীপ ঘোষকে। সকলকে বললেন, এখন থেকে পাখির চোখকে টার্গেট করুন আগামী বিধানসভা নির্বাচন ভেবে। এমএলএ ও এমপিদের বললেন, সপ্তাহে চারদিন করে নিজের এলাকায় থাকতে হবে এবং সপ্তাহে পাঁচটি করে পথ সভা করতে হবে। যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে তবেই টিকিট পাওয়া যাবে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যে ভুল বিজেপি করেছিল সেই ভুল পুনরায় ২০২৬ সালে করতে নারাজ বিজেপি।

এরপর পাঁচের পাতায়

গঙ্গাসাগর পুণ্যার্থীদের জন্য আলাদা প্ল্যাটফর্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি : গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষ্যে ২ জানুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিয়ালদহের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার জানালেন, 'বিগত কয়েক বছরের প্রেক্ষিতে ২০২৬-এর মেলায় ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২৩টি ট্রেন চলবে মেলার দিনগুলিতে। ১০ জানুয়ারি থেকে ১৬ জানুয়ারি শিয়ালদহ থেকে ১৮টি বিশেষ ট্রেন চালানো হবে। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে শিয়ালদহ ১৫ এবং ১৬ নং প্ল্যাটফর্ম থেকে শুধুমাত্র গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে ট্রেন ছাড়বে। এছাড়া নামখানা এবং কাকদ্বীপ থেকে ফিরতি ট্রেনের নির্দিষ্টভাবে ২নং প্ল্যাটফর্ম রাখা হয়েছে। প্রত্যেক ১ ঘণ্টা অন্তর যাতায়াতের ট্রেন ছাড়বে সে কারণে সব জায়গাতেই থাকছে পুণ্যার্থীদের অপেক্ষা করার বিশেষ জায়গা। সেখানেই রেল কর্তৃপক্ষ পৌঁছে যাবে টিকিট নিয়ে, সেখান থেকেই যাত্রীরা টিকিট কাটতে পারবে। ওষুধ এবং ফার্স্ট এড সহ পর্যাপ্ত বায়ো টয়লেটের ব্যবস্থা হচ্ছে।'

এছাড়াও রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ৪০০ আরপিএফ মোতায়েন করা হবে। তারা বিশেষত নজর রাখবে ভিড় নিয়ন্ত্রণে। ট্রেনে বেশি ভিড় করতে দেওয়া হবে না এবং ট্রেন খালি করে প্ল্যাটফর্ম যাত্রীশূন্য করার পরেই অপেক্ষারত যাত্রীদের ট্রেনে ওঠানো হবে। আরপিএফের সাথে থাকছে স্কাউট এবং সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবকেরা। মেলার ক'দিন বাবুঘাট, প্রিন্সেপঘাট, বালিগঞ্জ, দক্ষিণেশ্বর স্টেশনগুলিতে বিশেষ নজরদারিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাড়বে তীর্থযাত্রী, বাড়তি পরিষেবার পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গতবার উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগে মহা কুম্ভ ছিল। তা সত্ত্বেও গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এবারে কুম্ভ বা মহাকুম্ভ অন্যত্র না থাকায় আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থযাত্রীর সংখ্যা গতবারের থেকেও বেশি হবে এটা ধরে নিয়েছে জেলা প্রশাসন। তাই অনেক আগে থেকেই গঙ্গাসাগরের মেলার সময় তীর্থযাত্রীদের বিভিন্ন পরিষেবা দিতে বাড়তি উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য ও জেলা প্রশাসন। ৩১ ডিসেম্বর আলিপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও এবং সব অতিরিক্ত জেলাশাসক। এদিন জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা বলেন, ২০২৬ সালের ৮ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত সাগরদ্বীপে গঙ্গাসাগর মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। মকর সংক্রান্তির পূণ্য স্নান হবে ১৪ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। তীর্থযাত্রীদের বেশি আগমন ঘটবে এই কথা ভেবে পরিবহন ব্যবস্থাতেও আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। **ছবি : অরুণ লোধ**

এরপর পাঁচের পাতায়

ভুয়ো চিতাভস্ম নিয়ে তদন্তের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অখন্ড ভারতবর্ষের আজাদ হিন্দ সরকারের ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। নেতাজী আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ দুটির নামকরণ করেন শহীদ

ও স্বরাজ দ্বীপ। এই দিনটিকে তথা শহীদ স্বরাজ দিবস স্মরণ করতে আজাদ হিন্দ পিপলস মিশন সংগঠনের তরফে কলকাতার রেড রোডে আজাদ হিন্দ স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন, আজাদ হিন্দ সরকারের পতাকা উত্তোলন করে এবং জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি ও দেশের মুক্তি সাধক শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয়। এছাড়া, সংগঠনের পক্ষ থেকে আজ প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজীর নানান অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন সংগঠনের সভাপতি নেতাজী গবেষক ড: জয়ন্ত চৌধুরী। তিনি নানা তথ্যপ্রমাণ দিয়ে বলেন ১৯৪৫ এর ১৮ আগস্ট আদৌ পৃথিবীতে কোন বিমান ভেঙে পড়েনি। সম্প্রতি উপরাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান ড: মোহন ভাগবত জানিয়েছিলেন নেতাজি ১৯৪৫ সালে নেতাজি অন্তর্ধান করেছিলেন। উল্লেখ্য, জাপানের রেনকোজি বৌদ্ধ মন্দির ১৯৮৯ সালে আগুনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে কেউ বা কারা কাঠের বাক্সে কিছু আধপোড়া হারগোড় রেখে আসে এবং ডিএনএ টেস্টের দাবি তোলা হচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফের অধীনেই সুরক্ষিত থাকবে

রাজ্য সরকার নতুন ওয়াক্‌ফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছে। রাজ্য ওয়াক্‌ফ বোর্ড, ওয়াক্‌ফ সংশোধনী আইন ২০২৫-এর বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেছে [W.P.(C) No. 331/2025], যা বর্তমানে বিচারাধীন। পাশাপাশি, আইনের শাসন বজায় রাখার স্বার্থে ৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে রাজ্য বিধানসভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে ওয়াক্‌ফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। অতএব, কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক।

এদিকে, ওয়াক্‌ফ-সংক্রান্ত বিষয়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশ মেনে রাজ্য সরকার নতুন UMEED পোর্টালে তথ্য নথিভুক্ত করতে সম্মত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যমান সকল ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি (অর্থাৎ প্রায় ৮২,৬১৬টি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি) ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা রক্ষিত পুরোনো ওয়াক্‌ফ পোর্টাল (WAMSI পোর্টাল)-এ নথিভুক্ত রয়েছে। অতএব, নতুন পোর্টাল (UMEED পোর্টাল)-এ সম্পত্তির বিবরণ নথিভুক্ত করলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তর বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে — এই ধরনের প্রচারের কোনও সত্যতা নেই।

WAMSI পোর্টাল ও UMEED পোর্টালের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল তথ্য নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়ায়। পুরোনো পোর্টালে ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত তথ্য সরাসরি রাজ্য ওয়াক্‌ফ বোর্ডের মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হত, কিন্তু নতুন পোর্টাল (UMEED পোর্টাল)-এ সংশ্লিষ্ট মুতাওয়াল্লিরা ব্যক্তিগতভাবে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিবরণ নথিভুক্ত করবেন।

রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে তথ্য নথিভুক্তির কাজে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করেছে এবং জেলা ও ব্লক-স্তরে অতিরিক্ত ডাটা এন্ট্রি ডেস্ক স্থাপন করেছে। এর ফলে ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে ২৩,০৮৭টি নথিভুক্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তথ্য UMEED পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে।

আবার, ৫ ডিসেম্বরের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ওয়াক্‌ফ-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য আপলোড করার ক্ষেত্রে সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে রাজ্য ওয়াক্‌ফ বোর্ড মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে আরেকটি আবেদন দাখিল করে সময় বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছিল (I.A. No. 310474 of 2025)।

মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মোতাবেক, সকল মুতাওয়াল্লির পক্ষে রাজ্য ওয়াক্‌ফ ট্রাইব্যুনালের কাছে রাজ্য ওয়াক্‌ফ বোর্ড নিবন্ধিত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিবরণ UMEED পোর্টালে আপলোড করার সময় বৃদ্ধির আবেদন জানায়। মাননীয় রাজ্য ওয়াক্‌ফ ট্রাইব্যুনাল ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে একটি আদেশ জারি করে অবশিষ্ট ৫৯,৫২৯টি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তথ্য UMEED পোর্টালে আপলোড সম্পন্ন করার জন্য আরও ছয় মাস সময় মঞ্জুর করেছেন।

এছাড়াও, ১৯৮০-র দশকে কিছু ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি — যার মধ্যে মসজিদ, কবরস্থান, ঈদগাহ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত — এবং তৎসহ সমাজে এই ধরনের অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ভুল শ্রেণিবিন্যাস বা ত্রুটিপূর্ণ নথিভুক্তির কারণে জেলা কালেক্টরের নামে রেকর্ড অব রাইটস (RoR)/খতিয়ান-১-এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি রাজ্য সরকার পর্যালোচনা করেছে এবং এই ঐতিহাসিক ত্রুটি সংশোধন করে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যাতে এই ওয়াক্‌ফ/ধর্মীয়/সামাজিক সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত থাকে এবং আইনগতভাবে তাদের প্রকৃত মালিকানাও যথাযথ ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনার অধীনেই বজায় থাকে।

"এ রাজ্যে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফের অধীনেই সুরক্ষিত থাকবে।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কাজের খবর

অর্থনীতি

নতুন বছরের শুরুতে ছুটির মেজাজে বাজার

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

নতুন বছরকে সামনে রেখে বাজারে কেনাকাটা প্রায় বন্ধের কাছাকাছি। সবাই এখন ছুটির মেজাজে। আর এই কারণে বাজারে ভলিউম যেমন অনেক কম তেমনি মুভমেন্টও ভীষণ কম। একটা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে বাজার আটকে আছে যা ট্রেডারদের পক্ষে সত্যিই খুব বিরক্তিকর। তবে বাজার সম্পর্কে আশার কথা এটাই যে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২৬ হাজারের উপরে এবং এই মুহূর্তে আমি যখন লিখছি অর্থাৎ বুধবার বাজার ২৬,১৫০ এর কাছাকাছি। তবে ২৬,২০০-এর উপর যদি ক্লোজিং হয় তাহলে পরবর্তীতে গ্যাপ আপের সম্ভাবনা রয়েছে। যদি বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের বিষয়টাকে সরিয়ে রাখি তবে বাজার নিচের দিকে আসলেই কেনাকাটা করতে হবে এরকম টেকনিক্যাল ভিউ শো করছে। ২৬,২০০ এর উপর পরপর দুদিন বন্ধ হলে এবার অন্তত: সর্বকালীন হাই কে টপকানো সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণ দেখা যাচ্ছে। যদি নেগেটিভ কিছু না থাকে তাহলে জানুয়ারি থেকেই বাজারকে আমরা উপরের দিকে দেখতে পারি এবং সে ক্ষেত্রে ২৬,৮০০ লেভেল টপকানোর সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি সেটা না হয় তাহলে বাজার আবার নিচের দিকে ২৫,৮০০ লেভেল বা তার কাছাকাছি আসার সম্ভাবনা তবে বড় নিচের দিকে যাবার কোন সম্ভাবনা এখনই নেই। যদি না কোন ফান্ডামেন্টাল বড় কারণ সামনে চলে আসে। আগামী সপ্তাহের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে নিচের দিকে ২৫,৮০০ এবং উপরের দিকে ২৬,৫০০ এই আপাতত রেঞ্জ। এখন দেখার নতুন বছর নতুন কি সম্ভাবনা তৈরি করে!

৭১৪ মাল্টি টাস্কিং স্টাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি: দিল্লি সরকারের অধীন বিভিন্ন সংস্থায় কাজের জন্য দিল্লি সাব-অর্ডিনেট সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড মাল্টি টাস্কিং স্টাফ পদে ৭১৪ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৫-১-২০২৬"এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (ও.বি.সি. হলে ১৩, তপশিলী হলে ১৫) বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ১৮,০০০-৫৬,৯০০ টাকা। কোন দফতরে ক"টি শূন্যপদ: শূন্যপদ: (১) এক্সাইজ, এন্টারটেইনমেন্ট অ্যান্ড লাক্সারি ট্যাক্সেস ডিপার্টমেন্টে ৩১টি (জেনাঃ ১৪, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসঃকঃ ৩। (২) লেবার ডিপার্টমেন্টে ৯৩টি (জেনাঃ ৩৩, ও.বি.সি. ২৮, তঃজাঃ ১৬, তঃউঃজাঃ ৬, ইব্রু. এস. ১০)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৪, প্রাঃসঃকঃ ১০। (৩) ড্রাগস কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টে ৬টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ২)। (৪) ডিপার্টমেন্ট অফ আরবার ডেভেলপমেন্ট ৯টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ৩, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। (৫) পাব্লিক গ্রিভানসেস ডিপার্টমেন্টে ৫টি (জেনাঃ ৪. ও.বি.সি ১)। (৬) এন.সি.সি. ডিপার্টমেন্টে ৬৮টি (জেনাঃ ৩১, ই.ডব্রু.এস. ৭)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৪, প্রাঃসঃকঃ ৭, মেধাবী খেলোয়াড় ৪। ও.বি.সি. ১৯, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৩, (৭) রেজিস্ট্রার কো-অপারেটিভ সোসাইটিজে ২৩টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৩, তঃ উঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ২, মেধাবী খেলোয়াড় ১।

(৮) জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টে ৯৯টি (জেনাঃ ৪০, ও.বি.সি. ২৭, তঃজাঃ ১৫, তঃউঃজাঃ ৮, ই.ডব্লু. এস. ৯)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৪, প্রাঃসঃকঃ ১০, মেধাবী খেলোয়াড় ৫।

(৯) অফিস অফ দ্য লোকাযুক্ত বিভাগে ৬টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ৩, ই.ড.এস. ১)। (১০) ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে ২৩১টি (জেনাঃ ১০০, ও.বি.সি. ৭৭, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২১, ই,ব্রু.এস. ৩০)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১২, প্রাঃসঃকঃ ৩০, মেধাবী খেলোয়াড় ১৫। (১১) ডিপার্টমেন্ট অফ ফুড, সাপ্লাইজ অ্যান্ড কনজিউমার অ্যাফেয়ার্সে ১৪০টি (জেনাঃ ৫৭, ই.ডব্লু.এস. ১৪)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৬, প্রাঃসঃকঃ ১৪, মেধাবী খোলোয়াড় ৭। (১২) সাহিত্য কলা পরিষদে ৩টি (জেনাঃ)। এই পদের বিজ্ঞপ্তিনং: 07/25, পোস্ট কোড: 803/25.

প্রার্থী বাছাই করবে দিল্লি সাব-অর্ডিনেট সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড Combined Examination, 2025 for Multi Tasking staff (MTS) পরীক্ষার মাধ্যমে। এজন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড অনলাইন পরীক্ষা হবে। ২০০ নম্বরের ২০০টি এম.সি.কিউ. টাইপের প্রশ্ন হবে। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং এবিলিটি, অ্যারিথমেটিক্যাল অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, টেস্ট অফ হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড কমপ্রিহেনশন, টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড কমপ্রিহেনশন। প্রতিটি পার্টে থাকবে ৪০ নম্বর। নেগেটিভ মার্কিং আছে। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.dsssb.delhigovt.nic.in সফল হলে স্কিল টেস্ট।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৫ জানুয়ারির মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://dsssbonline.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট কবে নেবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা অনলাইনে দিতে হবে। মহিলা, তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। এবার স্ক্যান করা যাবতীয় প্রমাণ পত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

জেনে রাখা দরকার

ইনট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ (ভারত)

নভরোজ (২০১৬)

২১ মার্চ পার্সিদের নববর্ষ। ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় পালিত হয় পার্সি নববর্ষ। বিভিন্ন জায়গায় এই নববর্ষকে নানা নামে অভিহিত করা হয়- নউরিজ, নতরুজ, নেভরুজ, নুরুজ, ন্যাভরুজ, নওরুজ, নভরোজ ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দেরই অর্থ এক- নতুন দিন। নানান আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রায় দু-সপ্তাহ ধরে নভরোজ পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানের একটি অন্যতম আচার হল, শুদ্ধতা, ঔজ্জ্বল্য, প্রাণোচ্ছল ও সম্পদের প্রতিভু নানান জিনিসে টেবিল সাজানো এবং সবাই মিলে সেই টেবিলের চারধারে জড়ো হয়ে আপনজনের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করা।

১২. যোগাভ্যাস (২০১৬)

যোগাভ্যাস প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য। শরীর ও মনের মধ্যে সংযোগ তৈরি করে মানসিক, দৈবিক ও শারীরিক সুস্থতা গড়ে তুলতে যোগাভ্যাস জরুরি। নানান শারীরিক কসরত- আসন, ধ্যান, নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ, ঈশ্বর বন্দনা যোগের অংশ। প্রাচীনকালে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় যোগাভ্যাসের শিক্ষা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে পৌঁছিয়ে যেত।

১৩. কুম্ভ মেলা (২০১৭)

বিশ্বে পুণ্যার্থীদের বৃহত্তম সমাবেশ হল কুম্ভ মেলা। প্রতি ৪ বছর অন্তর একাদিক্রমে এলাহাবাদ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিকে কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কুম্ভ মেলায় পুণ্যার্থীরা পবিত্র গঙ্গায় অবগাহন করে। জাতি-লিঙ্গ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ কুম্ভমেলায় অংশ নেয়।

১৪. দুর্গা পুজো (২০২১)

বাঙালিদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গা পুজো। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ছাড়াও দেশ ও বিশ্বের নানা প্রান্তে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দেবী দুর্গার মর্ত্যে আগমন এবং মহিষাসুরমর্দিনী রূপ পূজিত হয়। গোটা বাঙালি সমাজ উন্মুখ হয়ে থাকে দুর্গা পুজোর অপেক্ষায়।

১৫. দীপাবলি (২০২৫)

দীপাবলি ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় উৎসব। এই উৎসব অন্ধকারের উপর আলোর জয় এবং অশুভ শক্তির পরাজয়ের প্রতীক। দিওয়ালির সময় মানুষ ঘর সাজায়, প্রদীপ জ্বালায় ও একে অপরকে শুভেচ্ছা জানায়।

শরীর নিয়ে নানা কথা

শীতকালে স্ট্রোক থেকে সাবধান

ডাঃ মানস কুমার সিংহ

জমিয়ে শীত পড়া শুরু হয়েছে। তাপমাত্রা প্রায়ই ১৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নিচেই থাকছে। এই সময় স্ট্রোকের সংখ্যা হঠাৎ করে অনেকটাই বেড়ে যায়। বিশেষ করে যারা ডায়াবেটিস, ডিসলিপিডিমিয়া অথবা হাইপারটেনশনে ভুগছেন তাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

শীতকালে কেন স্ট্রোক বেশি হয় :

* রক্তনালীর সংকোচন : ঠাণ্ডায় রক্তনালি সংকুচিত হয়ে ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়।

* রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধি : ঠাণ্ডায় রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে ক্লট হওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

* কম জলপান : ঠাণ্ডায় জল

কম গ্রহণ করার ফলে ডিহাইড্রেশনে রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

* শীতকালে কম সক্রিয় থাকার ফলে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে।

কাদের ঝুঁকি বেশি :

যাদের হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, কার্ডিয়াক ডিজিজেস, ডিসলিপিডিমিয়া রয়েছে। বয়স্ক রোগী বা আগে যাদের স্ট্রোক হয়েছে সেই সব মানুষদের স্ট্রোকের সম্ভবনা বেশি হয় এই সময়।

স্ট্রোকের লক্ষণ :

এর জন্য FAST কথাটি মনে রাখা জরুরী।

* এফ(FACE) মুখের এক পাশ ঝুলে পড়া।

* এ (ARM) হাত দুর্বল হয়ে যাওয়া।

* এস (SPEECH) কথা জড়িয়ে যাওয়া।

* টি (TIME) সময় নষ্ট না করে রোগীকে ইমারজেন্সিতে নিয়ে যাওয়া।

প্রতিকার :

* রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ।

* কায়িক পরিশ্রম করা অর্থাৎ হালকা ব্যায়াম এবং সক্রিয় থাকা।

* পর্যাপ্ত জলপান।

* সময় মত ওষুধ খাওয়া।

* গরম থাকার চেষ্টা করা।

বিশেষজ্ঞদের মতে সাধারণত ভোর সাড়ে তিনটে থেকে সকাল ছটা অবধি রক্তচাপ বেড়ে থাকে। তাই সাধারণত ভোরের দিকে স্ট্রোকের ঘটনা বেশি ঘটে থাকে।

সাবধানে থাকুন সুস্থ থাকুন।

গার্ডেনরীচে ২২০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, চিত্তরঞ্জন : গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (এক্স-আই.টি.আই.), ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ফ্রেশার), টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস ও গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ২২০ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য: ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (এক্স-আই.টি.আই.): আই.টি.আই. থেকে ফিটার, ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই), ইলেক্ট্রিশিয়ান, মেশিনিস্ট, পাইপ ফিটার, কার্পেন্টার, ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল), প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক, পেইন্টার, মেকানিক (ডিজেল), ফিটার (স্ট্রাকচারাল), সেক্রেটারিয়েল, অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইংলিশ), মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স, ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, সিস্টেম মেন্টেন্যান্স, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং মেকানিক ট্রেডে এন.সি.ভি.টি.র দেওয়া ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট বা, অল ইন্ডিয়া ট্রেড টেস্ট পাশ করে থাকলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। তবে ফিটার ট্রেডের প্রার্থীরা ফিটার (স্ট্রাকচারাল), পেইন্টার (জেনারেল) ট্রেডের প্রার্থীরা পেইন্টার ট্রেডে, কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডের প্রার্থীরা প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডের জন্যও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৪ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। ১২ মাসের ট্রেনিং। শূন্যপদ: ৮০টি।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ফ্রেশার): মাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে : ফিটার, ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক), ইলেক্ট্রিশিয়ান, পাইপ ফিটার, মেশিনিস্ট। বয়স হতে হবে ১৪ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ৪০টি।

গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস : মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। মেকানিক্যাল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা মেকানিক্যাল শাখার জন্য, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা ইলেক্ট্রিক্যাল শাখার জন্য, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার টেকনোলজি, ইনফর্মেশন টেকনোলজির প্রার্থীরা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন ইলেক্ট্রিক্যাল শাখার জন্য, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার টেকনোলজি, ইনফর্মেশন টেকনোলজির প্রার্থীরা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি, সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা সিভিল শাখার জন্যও যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। ২০২৩, ২০২৪, ২০২৫ সালে যাঁরা পাশ করেছেন, তাঁরাই যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৪ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ৪০টি।

টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট শাখার জন্য যোগ্য। মেকানিক্যাল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা সিভিল শাখার জন্যও যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। ২০২৩, ২০২৪, ২০২৫ সালে যাঁরা পাশ করেছেন, তাঁরাই যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৪ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ৬০টি।

ওপরের সব ক্ষেত্রেই বয়স গুণতে হবে ১-১২-২০২৫"এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। ট্রেনিং হবে কলকাতা ও রাঁচিতে। ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাবেন। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ফ্রেশার) দের বেলায় প্রথম বছর মাসে ৮,২০০ টাকা ও দ্বিতীয় বছর মাসে ৯,০২০ টাকা। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (এক্স-আই.টি.আই.) ট্রেডের বেলায় মাসে ৯,৬০০-১০,৫৬০ টাকা। গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেডের বেলায় কলকাতা কেন্দ্রে কাজ করলে মাসে ১৫,০০০ টাকা ও রাঁচি কেন্দ্রে কাজ করলে মাসে ১২,৫০০ টাকা। টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস পদের বেলায় মাসে ১০,৯৫০ টাকা। এই কাজ করলে মাসে ১৫,০০০ টাকা ও রাঁচি কেন্দ্রে কাজ করলে মাসে ১২,৫০০ টাকা। টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস পদের বেলায় মাসে ১০,৯৫০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: APP: 01/25.

শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে মেধা তালিকা তৈরি হবে। এরপর হবে ডাক্তারি পরীক্ষা।

আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস পদের বেলায় এই ওয়ে বসাই টে www.apprenticeshipindia.gov.in আর গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ও টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: https://nats.education.gov.in এই ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রথমে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। নাম নথিভুক্ত করার পর এস্ট্যাবলিশ আই.ডি. কিংবা রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাবেন। এরপর গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্সের নিচের ওয়েবসাইটে গিয়ে আবার অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে, ১০ জানুয়ারির মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.grse.in, https://jobapply.in/grse 2025 app এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

जी आर एस ई GRSE

৭১৪ মাল্টি টাস্কিং স্টাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনি পদে ১২৫ জন লোক নিচ্ছে। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বা, কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সির ইন্টারমিডিয়েট কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২৮ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ১৫ মাসের ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ২২,০০০ টাকা। শূন্যপদ ১২৫টি (জেনাঃ ৫১, ও.বি.সি. ৩৪, তঃজাঃ ১৯, তঃউঃজাঃ ৯, ই.ডব্লু.এস. ১২)। এর মধ্যে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের কলকাতা অফিসে ৭টি, ভারত কোকিং কোল লিমিটেডের ধানবাদ অফিসে ১২টি, সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেডে রাঁচি অফিসে ১৫টি, সি.এম.পি.ডি.আই.এল.-এর রাঁচি অফিসে ৭টি, ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের সাঁকতোরিয়া অফিসে ১২টি, মহানদী কোলফিল্ডস লিমিটেডে সম্বলপুর অফিসে ২০টি, নর্দার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডে সিংগ্রাউলি অফিসে ২০টি, সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের বিলাসপুর অফিসে ২০টি, ওয়েস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের নাগপুর অফিসে ১২টি। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 01/2025/HRD. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৬ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.coalindia.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

০৩ জানুয়ারি – ০৯ জানুয়ারি, ২০২৬

মেষ রাশি : অভিজ্ঞ ব্যক্তির নির্দেশনায়, কিছু কাজ সম্পন্ন হবে। পরিবারের সাথে আনন্দের সাথে সময় কাটাবেন। কোথাও আটকে থাকা অর্থ পুনরুদ্ধারের পরে আর্থিক পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে। ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। ছোট ভাইবোনের সাথেও বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃষ রাশি : সন্তানের শিক্ষা বা বিবাহ সম্পর্কিত কিছু ইতিবাচক অগ্রগতিও ঘটবে। ব্যক্তিগত কার্যকলাপও অনুকূল হয়ে উঠবে। অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা সময় নষ্ট করতে পারে। কথা এবং রাগের নিয়ন্ত্রণ দরকার। কাউকে সাহায্য করার আগে আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করা দরকার। ব্যবসায়িক বিষয়ে বাইরের লোকের হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : বাইরের কিছু পরিচিতদের সাথে দেখা করার সুযোগ থাকবে। বেশিরভাগ সময় কেনাকাটা এবং বিনোদনমূলক কার্যকলাপে ব্যয় হবে। সন্তানদের নির্দেশনা তাদের আত্মবিশ্বাস এবং মনোবল বৃদ্ধি করবে। একাতিত্ব সময় জটিল প্রশ্নের উত্তর দেবে।

কর্কট রাশি : পআর্থিক পরিকল্পনা বিবেচনা করে এবং বিনিয়োগ সম্পর্কিত কিছু পরিকল্পনা করা দরকার। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করবে। ছোটখাটো বিষয়ে রাগ ভালো নয়। আর্থিক কার্যকলাপে মনোনিবেশ করাও গুরুত্বপূর্ণ। অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির পরামর্শ নতুন মাইলফলক অর্জনে সাহায্য করবে।

সিংহ রাশি : হৃদয়ের চেয়ে মনকে অগ্রাধিকার দিন। হঠাৎ করে কোনও মুলতুবি পেমেন্ট বা কোনও কাজ সম্পন্ন হলে প্রচুর স্বস্তি আসবে। অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে ক্ষতি হতে পারে। এই সময়ের মধ্যে যেকোনো লেনদেন বা বিনিয়োগ ক্ষতির কারণ হতে পারে। অপরিচিতদের সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম ভাগাভাগি করবেন না।

কন্যা রাশি : সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন সম্ভব। আর্থিক পরিকল্পনাও সফল হবে। ক্রমবর্ধমান ব্যয় উদ্বেগের কারণ হতে পারে। বন্ধু বা ভাইবোনদের সাথে সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। ছাত্র এবং তরুণদের কঠোর পরিশ্রম দরকার। ব্যবসায় কিছু বাধা-বিপত্তি অব্যাহত থাকবে। চাকরিজীবীদের উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকবে।

তুলা রাশি : ব্যবহারিক এবং কর্মমুখী হওয়া প্রয়োজন। প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় সন্তানের শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হবে। সন্তানের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ব্যাহত হতে পারে। বিনিয়োগ করার জন্য এটি অনুকূল সময় নয়। ব্যবসার তথ্যও ফাঁস হতে পারে। যদি কোনও বিদেশী কোম্পানি থেকে চাকরির প্রস্তাব আসলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বৃশ্চিক রাশি : বাড়ির পরিবেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে। কোনও সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে। শিক্ষার্থীদের তাদের ক্যারিয়ার সম্পর্কে নির্দেশনা প্রয়োজন। ব্যবসায়ী মহিলাদের জন্য সময়টি বিশেষভাবে অনুকূল হবে। অংশীদারিত্বের কথা ভাবলে তা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করুন।

ধনু রাশি : : কিছু লোক ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে আপনার জীবনকে ব্যাহত করার চেষ্টা করতে পারে। আর্থিক পরিকল্পনা উন্নত করার প্রচেষ্টা সফল হবে। অর্থ আসবে, ব্যয়ের সুযোগও তৈরি হবে। কোনও আত্মীয়ের অপ্রত্যাশিত আগমন আপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। ব্যবসায় ভালো লাভের আশা করা যাচ্ছে।

মকর রাশি : একটি নতুন আর্থিক পথ খুলে যাবে। যেকোনো অমীমাংসিত কাজও সম্পন্ন হতে পারে। কিছু ভ্রমণ পরিকল্পনাও করা যেতে পারে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে আনা আর্থিক সমস্যার অনেকাংশে সমাধান করতে পারে। অতিরিক্ত সাফল্যের জন্য ভুল পথ বেছে নেবেন না। ব্যবসায় প্রতিযোগীদের কার্যকলাপ উপেক্ষা করবেন না।

কুম্ভ রাশি : নিজের কাজের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দেখতে পাবেন এবং আপনার আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে তরুণরা শীঘ্রই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করবে। অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ মানহানির কারণ হতে পারে। যেকোনো ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন।

মীন রাশি : সমস্ত কাজ সময়মতো সম্পন্ন হবে। যদি কোনও সমস্যা দেখা দেয়, তবে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয়ের পরামর্শ কার্যকর প্রমাণিত হবে। যুবক এবং ছাত্রদের ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ তাদের যেকোনো পরিস্থিতিতে সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করবে। আদালত-সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ে অবহেলা এড়িয়ে চলুন। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখুন।

শব্দবার্তা ৩৭৩

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২. ক্রমাগত, অবিরাম ৪. পরিকল্পনা ৫. ব্যয় ৭.রেহাই, অব্যাহতি ৯. কমানো, হ্রাসকরণ ১০. পিতামহ।

উপর-নীচ

ঠিকুজি-কোষ্ঠী ২.হুকুম, আদেশ ৩. যে শিখা বন্ধন করেছে ৬. হাবভাব ৮. জোড়হস্তে করুন ৯. কেনাকাটা।

সমাধান : ৩৭২

পাশাপাশি : ১. অবরোধ ৪. নামকরণ ৫.সবাকার ৭. আকবত ৯. রদবদল ১০.নটবর।

উপর-নীচ : ১. অবভাস ২.ধনাগার ৩. জোরতলব ৬. বাজারদর ৭. আকলন ৮. তকরার।

দাবি না মেটায় আশা কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দাবি রয়েছে ৮ দফা। সেই দাবি না মিটলে ২৩ ডিসেম্বর থেকে লাগাতর কর্মবিরতির হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন ক্যানিং মহকুমা এলাকার আশাকর্মীরা। চলছে কর্মবিরতি। দাবি না মেটায় বুধবার দুপুরে আবারও জোরদার আন্দোলন শুরু করলেন তারা। এদিন দুপুরে কয়েক হাজার আশাকর্মী জড়ো হয়ে কানিং মহকুমার মাতৃমা হাসপাতাল চত্বরে। সেখান থেকে হাতে প্লাকার্ড নিয়ে শুরু হয় বিক্ষোভ মিছিল। মিছিল পৌঁছায় ক্যানিং থানায়। সেখানে অভিযোগ এবং দাবি সম্মিলিত পত্র ক্যানিং থানার আইসি'র হাতে তুলে দেন আশাকর্মীরা। সেখান থেকে মিছিল সহযোগে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে। এমন আগুন জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে দীর্ঘ প্রায় ১ ঘন্টা অবস্থান বিক্ষোভ চলে। ফলে ক্যানিং–বারুইপুর রোডে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সেখান থেকে ক্যানিং বিডিও অফিসে গিয়েও অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করে আশাকর্মীরা। পরে দাবি সম্মিলিত অভিযোগ পত্র তুলে দেন সরকারি আধিকারীকদের হাতে। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্য অমিতা সরকার, রহিমা খাতুন, অনিমা পাত্র, চৈতালি মণ্ডল, রীণা পাইক, রিংকু সাঁফুই, সুকন্যা সাঁফুই, শ্রাবন্তী বিশ্বাস'দের দাবি, আমরা মা ও শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা দিয়ে থাকি। এছাড়াও আমাদেরকে বাধ্যতামূলক ভাবে জল পরীক্ষা, খেলা, মেলা, ডোট, স্কুল পরীক্ষায় ডিউটি এমনকি দুয়ারে সরকারেও আমাদের কাজ করতে হয়। কাজ করার পর মাসের পর মাস উৎসাহ ভাতা সহ বিভিন্ন কাজের টাকা পাওয়া যায় না। রাজ্য সরকার সমস্ত বিষয়ের উপর শ্রী যোগ করছে। পথশ্রী, কন্যাশ্রী ইত্যাদি। অথচ আশাকর্মীদের ভাগ্য পরিবর্তন হয়নি। এমনকি ৪ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত টাকা বাকি রাখা হয়। আশাকর্মীদের বেতন দেওয়া হয় মাত্র ৫২৫০ টাকা। যা বেঁচে থাকার মতো পর্যাপ্ত নয়। সেখানে আমাদের বেতন নুন্যতম ১৫০০০ টাকা করতে হবে। এছাড়াও বিগত দিনের ৪ মাসের ইন্সেন্টিভ, এক বছরের পিএলআই সহ সমস্ত পরিষেবার টাকা অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। মোবাইলের কোন অ্যাপে কাজ করানো যাবে না। এছাড়াও কর্মরত অবস্থায় কোন কর্মীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবার কে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সরকার ঘোষিত সমস্ত ছুটি দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত ইন্সেন্টিভ দ্রুত কার্যকরী করতে হবে। তা নাহলে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতিতে সামিল হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে বাধ্য থাকবো।'

দক্ষিণ রায়পুর শ্মশানের বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ – ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ডি–রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ রায়পুর গ্রামে অবস্থিত হুগলি নদীর তীরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের নির্মিত শ্মশানের বেহাল অবস্থা। ২০০৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর বাম আমলে ডায়মণ্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৎকালীন সাংসদ শমিক লাহিড়ী এই শ্মশানটি উদ্বোধন করেছিলেন। একটি চুল্লি করা হয়েছিল সেখানে কাঠের মাধ্যমে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে শব দাহ হতো। শ্মশান যাত্রীদের জন্য একটি পাকা শেডও নির্মাণ করা হয়েছিল। সেইসঙ্গে পানীয় জল ও টয়লেটেরও ব্যবস্থা ছিল। শ্মশানের মধ্যে লাইটেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শ্মশানে একজন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রেজিস্ট্রি মেনটেন করার জন্য। দক্ষিণ রায়পুর, মধ্য রায়পুর, গদাখালি গ্রামের অধিকাংশ মানুষরা এই শ্মশানেই শবদাহ করতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে এই শ্মশানটির অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে।

সম্প্রতি ওই শ্মশানে গিয়ে চোখে পড়লো, যাত্রী শেডের অবস্থাটাও ভালো নয়, টয়লেটগুলির দরজাগুলো ভেঙে গেছে এবং জলেরও সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। শ্মশানের মধ্যে থাকা লাইট পোস্টগুলির লাইটগুলিও ভেঙে পড়েছে। শ্মশানটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ছে। অথচ এখনো অনেক গরিব মানুষ এই শ্মশানে শবদাহ করে থাকে। এলাকার সাধারণ মানুষরা জানিয়েছেন যদি এই শ্মশানটির সংস্কার করা হয় তাহলে স্থানীয় মানুষদের খুব উপকার হয়। তা না হলে অনেক মানুষকেই অনেক দূরবর্তী বজবজ ইলেকট্রিক চুল্লিতে শব দাহ করতে যেতে হয়। এই প্রসঙ্গে ডি–রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা ডি–রায়পুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজকুমার পরামানিক বলেন, যেহেতু এই শ্মশানটি নির্মাণ করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, তাই আমরা ঠিক করেছি শীঘ্রই জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায় কে লিখিতভাবে আমরা জানাবো। আমরাও চাইছি শ্মশানটিকে সামগ্রিকভাবে সংস্কার করে গ্রামবাসীদের দাবিকে মান্যতা দিতে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

স্কুলগুলির শুধু সাইনবোর্ডটি থাকবে পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

কাকদ্বীপ থানার প্রায় শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আজ ভগ্নদশা। বিদ্যালয়ের ভাঙ্গা ঘরেই শিক্ষক মহাশয়রা ক্লাস নিচ্ছেন। জানা গেল, সংশ্লিষ্ঠ শিক্ষাদপ্তরকে জানানো সত্ত্বেও কোন ফল হয়নি। আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সরকারী বলে স্থানীয় জনসাধারণও বিদ্যালয় মেরামতের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন না। কাকদ্বীপ বিডিও অফিসের সাথে যোষাযোগ করে জানা গেল, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ কেয়ারের মাধ্যমে কাজের বিনিময়ে মজুরি পরিকল্পনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে এই পরিকল্পনার আওতার আনা হলে বিদ্যালয় ভবনগুলির সংস্কার সহজেই হতে পারে। এ সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ নস্করের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

১০ম বর্ষ, ০৩ জানুয়ারি ১৯৭৬, শনিবার, ০৮ সংখ্যা

মগরাহাটে এসআইআর শুনানি পদ্ধতি নিয়ে বিক্ষোভ

অরিজিৎ মণ্ডল, মগরাহাট : ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের শুনানি পদ্ধতি নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামবাসীরা। ২৯ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে এসআইআরের শুনানি কেন্দ্রে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সি মুরুগান বিক্ষোভের মুখে পড়েন। মগরাহাট শিরাকোল হাইস্কুলে গড়ে ওঠা ওই শুনানি কেন্দ্রে নথি যাচাইয়ের কাজ খতিয়ে দেখতেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। রাজ্য জুড়ে প্রতিদিন 'নো ম্যাপিং' ভোটারদের ডেকে এনে তথ্য ও নথি সংগ্রহ করছে নির্বাচন কমিশন। তবে এই শুনানি পদ্ধতি নিয়েই ক্রমশ অসন্তোষ বাড়ছে বিভিন্ন এলাকায়। অভিযোগ, শুনানির নামে সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। বিশেষ করে বয়স্ক ও অসুস্থদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। শুনানি কেন্দ্রে পৌঁছনোর পরই বিশেষ পর্যবেক্ষক সি মুরুগানকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করেন ভোটারদের একাংশ। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন মহিলা। তাদের অভিযোগ, নিয়ম অনুযায়ী বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কাজ না করে স্কুলে বসে এসআইআরের শুনানি করা হচ্ছে। ফলে গ্রামবাসীদের ডেকে পাঠানো হচ্ছে এবং দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে।

এদিন বিক্ষোভকারীরা আরও প্রশ্ন তোলেন, কেন বিএলএ–২ দের হেয়ারিং সেন্টারের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বিক্ষোভের মধ্যেও বিশেষ পর্যবেক্ষক সি মুরুগান মাইক্রো অবজারভারদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানতে চান, সমস্ত নথি ঠিকভাবে যাচাই করা হচ্ছে কিনা এবং কোথাও কোনও সমস্যা হলে কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেন। শুনানি কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসার সময় পরিস্থিতি ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সভাপতি তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বিক্ষোভকারীরা আবারও পর্যবেক্ষককে ঘিরে ধরে একই দাবিতে সরব হন।

নির্বাচন কমিশনের নিয়মানুযায়ী, শুনানিতে বিএলএ–দের থাকার কথা নয়। সেখানে শুধুমাত্র মাইক্রো অবজারভারদের থাকার বিধান রয়েছে। এরপরই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল নেতৃত্ব সক্রিয় হয়ে ওঠে। ডানকুনিতে বিধায়ক অসিত মজুমদার একই দাবিতে হেয়ারিং বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। সমস্ত ঘটনার পর নির্বাচন কমিশন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, হিয়ারিং সেন্টারে বিএলএ–২ রা থাকতে পারবে না। অন্যদিকে, মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকেও হিয়ারিংয়ের কাজ পর্যালোচনায় এসে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদল বিক্ষোভের মুখে পড়ে। এসআইআরের শুনানি পদ্ধতি ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে মগরাহাটের ঘটনা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক উসকে দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিএলএ ২–দের শুনানির দাবিতে তৃণমূলের বিক্ষোভ

সুমন আদক, হাওড়া : বিএলএ ২–দের শুনানিতে রাখার দাবিতে এবার হাওড়ার ডোমজুড়ে তৃণমূলের বিক্ষোভ। ৩০ ডিসেম্বর সকালে ডোমজুড় বিডিও অফিসের সামনেই বিএলএ ২–দের নিয়ে বিক্ষোভ হয়। এখানে শুনানি কেন্দ্রের বাইরে নির্বাচন কমিশনের এসআইআরের শুনানি নিয়ে হয়রানির প্রতিবাদে স্লোগান দেন তারা। জগৎবল্লভপুরের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সুবীর চ্যাটার্জি, ডোমজুড়ের যুব তৃণমূল ব্লক সভাপতি নুরাজ মোল্লা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূলের দাবি, অবিলম্বে বিএলএ ২–দের শুনানি কেন্দ্রের মধ্যে ঢুকতে দিতে হবে। ডোমজুড় ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি নুরাজ মোল্লা বলেন, 'বিজেপির সাথে যুক্ত হয়ে নির্বাচন কমিশন বাংলার মানুষের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলছে। বাঁকড়া, কোরলা, পার্বতীপুর সহ দূর–দুরান্ত থেকে বৃদ্ধ–বৃদ্ধা, মহিলা, অসুস্থ মানুষ সহ অনেকেই অনেক টাকা খরচ করে এখানে আসছেন শুনানির জন্য। নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাব চাই নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও কেন এই বয়স্ক মানুষকে শুনানির জন্য লাইন দিতে হচ্ছে। শুনানি ভিতরে চলছে। আমরা সেখানে ঢুকিনি। আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কোনও ব্যাঘাত না ঘটিয়ে মানুষের অসুবিধা যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছি। আমরা ইআরওর সঙ্গেও কথা বলব।' এদিন জগৎবল্লভপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুবীর চট্টোপাধ্যায় বলেন, সারা বাংলা জুড়েই নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি এক হয়ে রয়েছে। বাংলার মানুষকে প্রতিটি পদক্ষেপে হয়রানি করা হচ্ছে। ১ মাস ধরে বিএলওদের সঙ্গে বিএলএ–২–রা অক্লান্ত পরিশ্রম করলো কিন্তু হেয়ারিং–এর সময় তাদের বাদ দিয়ে দেওয়া হল। হেয়ারিংয়ের সময় বিএলএ–২–দের কেন ডাকা হবে না? আমাদের দাবি সর্বদলের বিএলএ–২ দের হেয়ারিংয়ের সময় থাকতে দিতে হবে। এছাড়াও ৮০ বছরের ঊর্ধ্বে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে হেয়ারিং করতে হবে। প্রতিদিন নির্বাচন কমিশন এক একটা ফিরিস্তি বের করছে। এর জন্য আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। হাওড়া ডোমজুড় ব্লকের ইআরওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমরা চাই মানুষ হেয়ারিংয়ে অংশগ্রহণ করুন। হেয়ারিংয়ে আগত মানুষদের যেন কোনও হয়রানি না হয়। এইরকম যদি চলে তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। এর জন্য আমাদের দল প্রস্তুত।

শাস্তির দাবীতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ২৭ ডিসেম্বর থানার পিছনে পুলিশ আবাসনের মধ্যেই ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছিল থানার মহিলা হোমগার্ড গুলজান পারভীন মোল্লা ওরফে রেশমীর(২২) দেহ। সেই ঘটনায় মৃতার পরিবারের লোকজন রবিবার ক্যানিং থানার সাব–ইন্সপেক্টর সায়ন ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত সাব ইন্সপেক্টরের নামে খুনের মামলা রুজু করেছে। অভিযুক্তকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ঘটনা তদন্তের জন্য বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(জোনাল) রুপান্তর সেনগুপ্তের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের একটি সিট গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে পুলিশের তরফে। এমনকি ওই এসআই–এর উত্তর ২৪ পরগণার স্বরুপনগরের বাড়িতে পুলিশ হানা দেয়। খোঁজ মেলেনি। এমনকি ফোন ও বন্ধ। অভিযুক্ত ফেরার। পরবর্তীতে ৩১ ডিসেম্বর ক্যানিং থানার বিশেষ পুলিশের দল গোবরডাঙা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার তাকে আলিপুর আদালতে তুলে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়।

উল্লেখ্য বুধবার দুপুরে এসইউসিআই দলের শাখা সংগঠন এআইডিওয়াইও, এআইডিএসও, এআইএমএসএস সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল হয়। এদিন ক্যানিং বাস ষ্ট্যান্ড থেকে ক্যানিং থানা পর্যন্ত মিছিলে অংশগ্রহণ করে সংগঠনের কর্মী সমর্থকেরা। এমনকি থানার সামনে দীর্ঘক্ষণ চলে অবস্থান বিক্ষোভ।

সেখান থেকে দাবি করা হয়, 'রাজ্যের কোথাও মহিলাদের কোন নিরাপত্তা নেই। থানার মধ্যেই পুলিশ আবসনে মহিলা হোমগার্ডের মৃত্যুর ঘটনা সকলকেই হতবাক করেছে। যে বা যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। আইনিভাবে কঠোর সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যে পুলিশ প্রশাসন নিরাপত্তা দেবে তাদের কাছে কি ভাবে এমন অমানবিক ঘটনা ঘটে। ক্যানিং থানার ঘটনা নিয়ে ধামা চাপা দিলে হবে না। ঘটনার সঠিক তথ্য সামনে আনতে হবে পুলিশ প্রশাসন কে।'

দুই স্কুলের আধুনিক পরিকাঠামো

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন উপকূলবর্তী এলাকায় শিক্ষার প্রসারে এক বড়সড় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল। সম্প্রতি সাগরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান– সুন্দরবন জনকল্যাণ সংঘ বিদ্যানিকেতন এবং রুদ্রনগর দেবেন্দ্র বিদ্যাপীঠ স্কুলে নবনির্মিত অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ ও সাইকেল স্ট্যান্ডের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদঘাটন সম্পন্ন হল। গ্রামীণ শিক্ষার মানোন্নয়ন ও পড়ুয়াদের সুবিধার্থে এই উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। গঙ্গাসাগর উপকূলবর্তী সুন্দরবন জনকল্যাণ সংঘ বিদ্যানিকেতনে এদিন ছিল উৎসবের মেজাজ। বিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে নতুন অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ। ফিতে কেটে ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই কক্ষগুলির উদ্বোধন করেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার এবং সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি, সহ–সভাপতি স্বপন কুমার প্রধান এবং জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের মতে, এই নতুন পরিকাঠামো পঠন–পাঠনের পরিবেশে এক নতুন গতি আনবে। অন্যদিকে, সাগর ব্লকের অন্যতম প্রাচীন ও প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রুদ্রনগর দেবেন্দ্র বিদ্যাপীঠ স্কুলেও এক বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সাংসদ ও মন্ত্রীর হাত ধরে এদিন এখানেও অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষের পাশাপাশি একটি আধুনিক সাইকেল স্ট্যান্ডের শুভ উদ্বোধন করা হয়। প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আসা সাইকেল আরোহী পড়ুয়াদের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে এই সাইকেল স্ট্যান্ডটি বিশেষ ভূমিকা নেবে। এই অনুষ্ঠানে স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকা, পরিচালন সমিতির সদস্য এবং কয়েক হাজার ছাত্র–ছাত্রীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত প্রান্তের প্রতিটি শিশুর কাছে আধুনিক শিক্ষা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার দায়বদ্ধ। কেবল ভবন নয়, শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নে আমরা কাজ করে চলেছি। অন্যদিকে, সাংসদ বাপি হালদার ছাত্র–ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে জানান, গ্রামীণ এলাকার স্কুলগুলোর পরিকাঠামো শক্তিশালী হলে তবেই গ্রাম ও শহরের শিক্ষার ব্যবধান দূর হবে। উপকূলবর্তী এলাকার এই দুই স্কুলে নতুন পরিকাঠামো যুক্ত হওয়ায় স্থানীয় অভিভাবক ও পড়ুয়াদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরণের ধারাবাহিক উন্নয়ন আগামী দিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রান্তিক পড়ুয়াদের শিক্ষার মূল স্রোতে আরও দৃঢ়ভাবে যুক্ত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিজেপি কর্মী সমর্থকের বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী : ৩০ ডিসেম্বর রাতে বাসন্তী থানার অন্তর্গত উত্তর মোকামবেড়িয়া পঞ্চায়েতের আমড়াতলা সংলগ্ন তেঁতুলতলা আদিবাসী গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এক বিজেপি কর্মী সমর্থকের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তীর আমড়াতলা সংলগ্ন তেঁতুলতলা আদিবাসী পাড়ার বাসিন্দা ভারতী মণ্ডল। তিনি বাসন্তী ব্লকের ২ নম্বর মণ্ডলের বিজেপির মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা। তার শ্বশুর ফকির নস্কর ও শাশুড়ি সাবিত্রী নস্কর তেঁতুলতলা গ্রামেই বসবাস করেন। তাদের দুই ছেলে প্রবীর ও প্রশান্ত নস্কর কাজের সূত্রে বাইরে থাকেন। অভিযোগ বিজেপি করার অপরাধে সোমবার দুপুরে নস্কর দম্পতির সাথে বচসা হয় স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সমর্থক কাশীনাথ নস্করের। অভিযোগ বচসার সময় কাশীনাথ নস্কর বৃদ্ধ দম্পতিকে উৎখাত করে দেওয়ার হুমকি দেয়। এমনকি ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলার মতো হমকি দেয় বলে অভিযোগ।

মঙ্গলবার গভীর রাতে বৃদ্ধ দম্পতি যখন ঘরের মধ্যে ঘুমে অচেতন, সেই সময় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনের লেলিহান শিখা সমস্ত কিছুই গ্রাস করে নেয়। দমকলকে খবর দেওয়া হলেও মুহূর্তে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় সমস্ত কিছুই। স্থানীয়রা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে কোন প্রকারে অক্ষত অবস্থায় বৃদ্ধ নস্কর দম্পতিকে উদ্ধার করে প্রাণে বাঁচায়। নস্কর পরিবারের অভিযোগ, 'ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ঘরের মধ্যে রাখা নগদ দেড় লাখ টাকা, সোনার গহনা, টিভি, বাড়ির আসবাপত্র, মূল্যবান নথী সহ দু–কুইন্টাল চাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অবশিষ্ট কিছুই নেই।এমনকি কাশীনাথ নস্কর চক্রান্ত করে এই ঘটনা ঘটিয়েছে।'

ঘটনা প্রসঙ্গে বাসন্তী ২ নম্বর মণ্ডলের মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা ভারতী মণ্ডল জানিয়েছেন, 'আমার শ্বশুর শাশুড়ি বিজেপি করে বলে এলাকার তৃণমূল কর্মী কাশীনাথ সহ অন্যান্যরা হুমকি দিতে থাকে। এমনকি বিগত দিনে মারধরও করা হয়েছিল। সোমবার কাশীনাথ বচসা করে। তারপর ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে উৎখাত করার হুমকি দেয়। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘরে আগুন দেয়। সমস্ত কিছু পুড়ে ছারখার হয়ে গেলেও শ্বশুর শাশুড়ি কোন প্রকারে প্রাণে বেঁচে যায়।'

বিজেপি নেতা সঞ্জয় নায়েক জানিয়েছেন, 'বিজেপি করার অপরাধে বিজেপি পরিবারের সদস্যদের ঘরে যে ভাবে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন জঘন্য নিন্দনীয় কাজ তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ করতে পারে না। যে বা যারা এই ঘটনায় যুক্ত তাদের কঠোর শাস্তির দাবী জানাচ্ছি।'

সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল জানিয়েছেন, 'মঙ্গলবার গভীর রাতে তেঁতুলতলায় যে ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ে বিজেপি যা যা অভিযোগ করছে তা ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা অভিযোগ। এটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত। পুলিশকে অনুরোধ করেছি, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

ইতিমধ্যে ঘটনায় অভিযুক্ত কাশীনাথ সরদারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে এমন ভয়াবহ ঘটনায় সরকারিভাবে সাময়িক সাহায্য করা হয়েছে। পাশাপাশি বুধবার রাতে অসহায় পরিবারের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সুন্দরবন স্নেহাশীষ সেবা কেন্দ্রের কর্ণধার ধনপতি নস্কর ও ভারতীয় হিন্দু শক্তি ফাউন্ডেশনের কর্ণধার সুমন দত্ত। এদিন তারা ওই অসহায় পরিবারের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য, বস্ত্র, ত্রিপল সহ অন্যান্য সামগ্রী তুলে দেয়। এছাড়াও ভবিষ্যতে অসহায় পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রদীপ থেকে ঘরে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধী, চম্পাহাটি : নতুন বছরের প্রথম দিনেই উত্তর ব্যাঁটরায় প্রদীপের শিখা থেকে ঘরে আগুন লেগে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় বৃদ্ধার মৃত্যু। ১ জানুয়ারি দুপুরে ঘটনাটি ঘটে রথতলা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আভারানী পাল(৬৫) এবং তার ছেলে একসঙ্গেই বাড়িতে থাকতেন। এদিন ১২টা নাগাদ ছেলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেলে মা ঘরে একাই ছিলেন। তখনই সম্ভবত ঘটে ওই ঘটনা। তিনি প্রদীপ জ্বেলে পুজো করার সময় হঠাৎই প্রদীপ উল্টে ঘরে প্রদীপের শিখা থেকে আগুন ধরে যায়। গোটা টালি চালের ঘর আগুনের গ্রাসে চলে যায়। ঘর থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। তাঁরা বালতি বালতি জল ঘরের বাইরে থেকে ঢালতে থাকেন। খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে। তবে, সরু গলির কারণে ভেতরে ঢুকতে সমস্যা হয়। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ওই বৃদ্ধাকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ব্যাঁটরা থানার পুলিশ।

কয়েক কোটি মানুষের সমাগমের আশা করছেন সন্ন্যাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেলার জন্য প্রস্তুত কপিলমুনি আশ্রম কতৃপক্ষ। কয়েক কোটি মানুষের সমাগমের আশা করছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই উত্তর প্রদেশ থেকে মহন্তজী এসে উপস্থিত হয়েছেন শেষ সময়ের কাজ খতিয়ে দেখতে। পৌষ মাস পড়তে না পড়তেই পুণ্যার্থীদের ভিড় জমতে শুরু করেছে সাগরতটে কপিলমুনিকে পুজো দিয়ে মেলার ভিড় এড়াচ্ছেন তারা। কেমন ভাবে প্রস্তুত কপিলমুনি আশ্রম তা আমাদের একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী মোহিত দাস, 'প্রত্যেক বছর গঙ্গাসাগর মেলা হয় কিন্তু আগের বছর ছিল মহাকুম্ভ মেলা। যার কারণে প্রচুর মানুষ সেখানে গিয়েছিল। সময়ের অভাবে সাগরে তারা আসতে পারে নি। এই কারণে এই বছর আমাদের যা পরিকল্পনা তা অনুযায়ী প্রচুর মানুষ সাগরে আসবেন। এই সংখ্যাটা প্রায় ২–৪ কোটিও যেতে পারে। মেলা তো এখন থেকেই প্রায় শুরু হয়ে গিয়েছে। ২০২৬–এ ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জানুয়ারির মধ্যে প্রায় ১০ কোটি মানুষের সাগর সঙ্গমে আসার আশা রাখছি আমরা। তাদের পূজা, খাবার ও যাঁরা রাত কাটাতে চান তাদের রাত কাটানোর ব্যবস্থা মন্দির কমিটি যতটা সম্ভব চেষ্টা করছে করবার। আশ্রম এবং ৪টি তাঁবু মিলিয়ে আমরা প্রায় দেড় লক্ষ মানুষের থাকার ব্যবস্থা করেছি। শ্রী জ্ঞানদাসজী মহারাজ আসার পর মেলার জৌলুস আরো বেড়ে যাবে। মহন্তজী আসার পর এখানে ভিআইপি কার্যকলাপ আরোও বেড়ে যায় এবং তারা যাতে সব রকম সুবিধা পান সেটা উনি লক্ষ্য রাখে। মহন্তজী আমাদের সবাইকে নিজেদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের অখণ্ড কীর্তন হয়েছে, শেষে সাধু ভাণ্ডারা ও যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে। মেলাকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও আমাদের সাহায্য করে প্রত্যেক বছর। পুলিশি ব্যবস্থাও ভালো থাকে মেলার সময়। মেলার মুখ্য দিনটি হল পৌষ সংক্রান্তির দিন। সেই দিনই মা গঙ্গা সাগরের সাথে মিশেছিল। তাই মানুষের মধ্যে এই মান্যতা আছে যে যদি সংক্রান্তির দিন তারা স্নান করে তবে তাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে যাবে। গঙ্গাসাগরে পুরো ভারতবর্ষ থেকে লোক আসেন, স্নান করেন, কপিলমুনি মন্দিরে পুজো দেন তাদের নিজেদের আস্থা নিয়ে। সবার পক্ষে মেলা চলাকালীন আসা সম্ভব হয় না। তাই মেলার আগে পরেও প্রচুর লোক আসে। সাধারণ মানুষ ছাড়াও প্রচুর সাধুও আসেন মেলার সময়। এই সময় মন্দির পরিষদের আশ্রম শুধুমাত্র সাধুদের জন্যই থাকে বাকি ভক্তদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়। মন্দিরে প্রায় ৫০০০ সাধুদের থাকা এবং খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

তিনি আরও জানান, 'আমরাও মেলা নিয়ে প্রচুর উৎসাহিত থাকি প্রতি বছর, এই বছরও তার অন্যথা হয়নি। আমাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে কপিলমুনি আশ্রমে আগত প্রত্যেক মানুষই যেন ভগবানের দর্শন করতে পারে, কেউ যাতে খালি হাতে ফেরত না যায়। শুধু আশা করবো এই বছরের মেলাও সরকারের সাহায্যে ভালো ভাবে সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন হোক।'

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ০৩ জানুয়ারি – ০৯ জানুয়ারি, ২০২৬

'স্যার' পরবর্তীতে অনলাইন হোক

'স্যার' নিয়ে হয়রানি চলছেই। অন্যান্য রাজ্যে 'মৃত্যু' নিয়ে বিতর্ক না উঠলেও পশ্চিমবঙ্গে 'স্যার' কেন্দ্রীক মৃত্যু নিয়ে যে বিতর্ক বিবাদ শুরু হয়েছে তা ছিল অনভিপ্রেত। এমনিতেই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক–শিক্ষিকার অভাবে পঠনপাঠন অত্যন্ত খারাপভাবে প্রভাব পড়েছে। বিএলও ডিউটির মেয়াদ বৃদ্ধিতে নতুন শিক্ষাবর্ষে এক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এমনকি ফেব্রুয়ারি মাসে মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও আরো বড় অসুবিধা তৈরি হতে পারে। নির্বাচন কমিশনের নতুন নতুন ফরমান এবং অতি দ্রুত কাজ শেষ করার বাধ্যবাধকতা পরিস্থিতি কিছুটা জটিল করে তুলেছে। প্রায় প্রতিদিন মানুষের মধ্যে কমবেশি ক্ষোভকে রাজনৈতিক দলগুলি যেমন কাজে লাগাতে পারে তেমনি বাস্তব ক্ষেত্রেও প্রকৃত ভোটার ও বয়স্ক ভোটারদের হয়রানির দায়িত্ব বিএলওদের ওপর চাপিয়ে দেবার প্রবণতা ও আদেশ সামাজিকভাবে ক্ষতি ও এক ক্ষত সৃষ্টি করছে। বিএলওদের কিংবা শুনানির আশঙ্কা প্রাণহানি যদিও একটিও ঘটে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। নির্বাচন কমিশনকে আরো বেশি দায়িত্ব এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সময় নেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

আগামীদিনে অনলাইনে ভোট ব্যবস্থা চালু করার ভাবনা চিন্তা করা জরুরী। অর্থ ব্যয়, সামাজিক ভারসাম্যে বিঘ্ন এবং রক্তক্ষয় রোধ করতে অনলাইনে ভোটগ্রহণ অনেক বেশি বিজ্ঞান সম্মত ছিল। একমাস ধরে ধীরে সুস্থে চিহ্নিত নাগরিকদের বাড়িতে বসে কিংবা ই–বুথে গিয়ে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করলে এত প্রাণহানি হত না। কোন রাজনৈতিক দলই হয়ত এই অনলাইন ভোটগ্রহণ ব্যবস্থায় সহমত হবে না। ডিজিটাল ইণ্ডিয়াতে বর্তমানে টাকা–পয়সা আদান–প্রদান বহু। এই অনলাইন ব্যবস্থা সার্থকভাবে চলছে।

ব্যাঙ্ক, পণ্য পরিষেবা, সর্বত্রই ই–ট্রানজাকশান চলছে। তবু ভারতের মত সবচেয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেন অনলাইন ভোট চালু করা যাবে না তা বিস্ময়কর।

কোটি কোটি টাকা প্রতিটি নির্বাচনে ব্যয় হয়। একসঙ্গে সব নির্বাচন করলে ব্যয় সংকোচ হবে এমনটাই ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে প্রকৃত নাগরিক প্রমাণ করতে গিয়ে দেশজুড়ে কোথাও যেন অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। রাজনীতিবিদরা এবং জনপ্রতিনিধিরা এই পরিস্থিতির সুযোগ নেবেন এটাই স্বাভাবিক। নির্বাচন কমিশনের যথেষ্ট পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের অভাব ছিল তা আজ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সুষ্ঠভাবে নির্বাচন কমিশনের এই ভোটযজ্ঞ যাতে সফলভাবে শেষ হয় যেদিকে উদার এবং সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আগামীদিনে তাদের রাজনৈতিক দলের মধ্যে পড়ে। আগামীদিনে তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ নিয়ে যাতে ভোটারদের মধ্যে বিরূপ ভাবনা না হয় 'স্যার' এর পরবর্তী কালে যাতে দেশজুড়ে একই সে ব্যাপারে বিরোধী ও শাসকদলকে সহমতে অগ্রসর হওয়া জরুরী।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

কারণ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য সত্তা সমূহ যে নিতান্তই অনিত্য ও অসত্য এই বোধে জাগরিত হয়ে অন্য সত্তা সমূহের অভাব হয়ে একমাত্র ভাব বা বস্তু পরমাত্মাই জ্ঞাতার অন্তরে স্থায়ী ভাবে অবস্থান করে। পরমাত্মার সত্যতা সম্পর্কে শত শত যুক্তি আছে, কিন্তু কুতর্ক ভিন্ন অন্য সত্তার কোন স্বীকৃত যুক্তি হতে পারে না। এই যে ত্রিজগৎ তুমি দেখছ, তা পরমাত্মা স্বরূপের সংবিত। জগতের যে চমৎকারিত্ব ও বিভিন্নতা দেখা যায়, তা সেই চিৎশক্তির কিরণ। সূর্য্য ও তার কিরণ অভিন্ন, তাই কিরণস্বরূপ জগৎ সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। এই প্রতীয়মানতা পরমাত্মার মলস্বরূপ, পরমাত্মার স্বরূপ বিজ্ঞাত হলে ঐ মল অপসারিত হয়ে নির্মল পরমাত্মাই স্থায়ীভাবে বোধে স্থিরীকৃত হয়ে যায়। বস্তুতঃ অহংভাব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হলে নিরহংভাব হওয়া অবশ্যাম্ভবী। মিথ্যা অহং যে আত্মজ্ঞানের বিকার বা দুঃখের জনক, তাতে আর সন্দেহ কি? আত্মাই যখন সত্য, পূর্ণ, নিত্য, আনন্দ, তখন মিথ্যা, পরিচ্ছিন্ন, অনিত্য ও দুঃখের সমূলে অপসারণ করতে আত্মজান ভিন্ন অন্য কোন উপায় হতে পারে না। সুতরাং হে রাম! পরিচ্ছিন্ন অহংভাবের উচ্ছেদে তুমি যত্নবান্ হও।

রাম বললেন, হে গুরো। কি উপায় অবলম্বনে অহংকার আর বর্ধিত হবে না, তা সবিস্তারে উপদেশ করুন, উপদেশ গ্রহণ করে আমি সংসারভীতি দূর করি। বশিষ্ঠ বললেন,–আত্মা যদি আত্মভাবে ভাবিত হয়, তবে অহংকার আর বর্ধিত হবে না। এই সংসার যখন ইন্দ্রজালের মত মায়াময়, মিথ্যা, তখন এহেন মোহজনক সংসারে অনুরাগ বা বিরাগ মূর্খতার পরিচায়ক। এই ভাবে ভাবিত হলে অহংকার নিরুদ্ধ হবে। আত্মাতে কোন দৃশ্য বা অহংভাব নেই, এই ভাব অন্তরে স্থির রেখে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করলে আর অহংকার বর্ধিত হবে না।

রাগ–দ্বেষ বা প্রিয়–অপ্রিয়বোধ দূর হয়ে সমতা দৃষ্টি এলে অহংকার আর বর্ধিত হবে না। দ্রষ্টা–দৃশ্য–দর্শন এই তিন ভাবের বিলোপ হলে অহংকার বিদূরিত হবে। রাম বললেন, প্রভো! অহঙ্কারের আকৃতি কি? তা পরিত্যাগের উপায়ই বা কি? বশিষ্ঠ বললেন, হে রাঘব! অহংকার তিন প্রকারের হয়, তার মধ্যে দুটি শ্রেষ্ঠ, অপরটি নিকৃষ্ট এবং তা পরিত্যাজ্য। আমিই সমগ্র বিশ্ব, আমিই পরমাত্মা, আমি এক ও অদ্বিতীয় এই বোধ শ্রেষ্ঠ অহংকার। এই অহংকার মুক্তিপ্রদ, জীবন্মুক্তগণ এই প্রকার অহংভাবসম্পন্ন। আমি সমগ্র দৃশ্যপদার্থ হতে ভিন্ন, এই ভাব দ্বিতীয় প্রকারের অহংভাব।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

প্রশ্নের অলিগতিতে উন্নয়ন–পাঁচালি

নরেন্দ্রনাথ কুলে

উন্নয়ন পাঁচালি"র প্রচার চলছে বাংলার পাড়ায় পাড়ায়। শব্দযন্ত্রের প্রক্ষেপণের প্রচারে বাংলার মানুষকে রাস্তাঘাটে মোড়ে মোড়ে তা শুনতে হচ্ছে। বাংলার ধর্মপ্রাণা নারীগণ পরিবারের শুভ কামনায় দেব–দেবীর উদ্দেশ্যে উপবাসে ব্রত পালন করে সেই দেবদেবির গুনগান কাহিনীর মাধ্যমে এক ভিন্ন সুরে পাঠ করে যা পাঁচালি"র নিজস্ব সুর। সেই সুরে বাংলার উন্নয়ন কাহিনী র প্রচার চলছে। বাংলার উন্নয়ন মানুষের উন্নয়ন। অথচ বাংলার মানুষের কাছে সেই উন্নয়নের প্রচার করতে হচ্ছে। মানুষের উন্নয়ন মানুষের কাছে উপলব্ধ হলে মানুষ তো জানেই। তাহলে আলাদা করে প্রচার করতে হচ্ছে কেন? সেই প্রচার পাড়ায় পাড়ায় যেমন চলছে, তেমন বিভিন্ন মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়ে তার প্রচার চলছে। এমনকি সরকারি ও সরকার পোষিত এই শীতকালীন অনুষ্ঠানে তার প্রচার চলছে। মানুষের জন্য সরকার সরকারিভাবে কোষাগার থেকে ব্যয় করে উন্নয়নের প্রচার করতে হচ্ছে।

এমনভাবে উন্নয়ন–পাঁচালি"র পরিবেশন মানুষের মঙ্গলকামনায় মাননীয়া তাঁর প্রচার করছেন তা নয়। এই প্রচারের লক্ষ্য অবশ্যই ভোটদেবী। ভোটদেবীর কাছে মানুষের মঙ্গল প্রার্থনা পাওয়া যায় যাতে নিজের ক্ষমতার ধারাবাহিকতায় ছেদ না ঘটে। আসলে ভোটদেবীর কাছে সর্বসমক্ষে নিজের ঢাক নিজে পেটানোর এ এক নতুন প্রচার– উন্নয়ন পাঁচালি। এই প্রচার বলে উন্নয়নে এগিয়ে বাংলা। পাশাপাশি এটাও বলা যায় যে উন্নয়ন প্রচারেও এগিয়ে বাংলা। সত্যিই যে এগিয়ে থাকে তাকে আলাদা করে প্রচার করতে হয় না, সে এমনিতেই প্রচার পেয়ে যায়। তবু প্রচার নিয়ে কোন ঝুঁকি নেওয়া যায় না। কে প্রচার দেবে সেই আশায় বসে থাকা যায় না। তাই নিজের ঢাক নিজেকেই বাজাতে হয়।

একসময় মানুষের কাছে উন্নয়নকে এগিয়ে দিতে উন্নয়ন পথে দাঁড়িয়েছে। তারপর সরকার পৌঁছে গেছে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে। তবুও পাঁচালি গাইতে হচ্ছে। পাঁচালির বিজ্ঞাপনের একটি বিষয়– নারীর সহায় লক্ষীর ভাণ্ডার। সত্যিই কি এই ভান্ডার নারীর সহায় হতে পেরেছে? নারীকে সহায়তা দিতে পেরেছে? নারীকে মর্যাদা দিতে পেরেছে? লক্ষীর ভান্ডার নারীর সহায় হয়ে ওঠার বিজ্ঞাপন একদিকে। আর একদিকে নারীর সম্মান লুণ্ঠনকারীদের সহায়ক হয়েছে এই সরকার বলে অভিযোগের অন্ত নেই, তা ও কি উন্নয়ন?

আর এক বিজ্ঞাপন–শিক্ষায় এগিয়ে বাংলা। অথচ এই এগিয়ে থাকা বাংলায় আট হাজার স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির পাঁচালি আলাদা করে আর বলার প্রয়োজন নেই। যে পাঁচালি বলে দেয় শিক্ষায় বাংলা এগিয়ে কিনা।

চোখে পড়ার মত আর এক বিজ্ঞাপন–স্বচ্ছ বাংলায় সবল অর্থনীতি। বাংলার সবল অর্থনীতি করতে ঋণের বোঝা সাড়ে সাত লাখ কোটি টাকার বেশি। পশ্চিমবঙ্গবাসীর মাথাপিছু ঋণ ষাট হাজার টাকার বেশি। অথচ পাঁচালি"র কথায় মানুষের আয় তিন গুন বেড়েছে। উন্নয়ন মানেই কি ঋণ বাড়বে?

উন্নয়ন পাঁচালি"র আর এক বিষয়–চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে সরকার। এই বিষয় বলে দেয় যেন মানুষের চিকিৎসার দায়িত্ব এতদিন সরকারের ছিল না। এখন তার দায়িত্ব নিল এই সরকার। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে প্রায় সাড়ে আট কোটির বেশি মানুষ এই

সুবিধা পেয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প স্বাস্থ্যসেবা বেসরকারিকরণের এই প্রক্রিয়া। তবু এই প্রকল্প মানেই মানুষের কাছে যদি সুবিধা পৌঁছে যায়, তাহলে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদককে মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় আলাদা করে সেবাশ্রয় শিবির করতে হচ্ছে কেন? তৃণমূল সরকারের প্রকল্পে তৃণমূলের সেনাপতির ভরসা কি নেই? তৃণমূলের সেনাপতির ভরসা না থাকলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসাথীর ভরসা কোথায়? তাই মানুষকে ভরসা দিতে, নাকি মানুষের ভরসা পেতে এই পাঁচালি"র প্রয়োজন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

উন্নয়ন পাঁচালি সমৃদ্ধ হয়েছে সরকারের আর এক উদ্যোগে যার প্রচার পাঁচালির কথায় থাকে না। কিন্তু যার সাহায্যে পাঁচালির কথা তৈরি করতে পেরেছে এই সরকার। মদ্যপান আজ অতি আধুনিক জীবনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভাব আর স্বভাব, এই এক জায়গায় কোন পার্থক্য রাখে না। পার্থক্য তাদের শুধু মূল্যের আভিজাত্যে। উৎসব এখন মদ্যপান ছাড়া উপভোগ্য নয়। উৎসব ছাড়া পার্টি নামক সংস্কৃতির চেহারায় ঘরোয়া, অফিসিয়াল, ব্যবসায়িক নামক বিভিন্ন স্তরে মাদক ছাড়া এই সংস্কৃতির আভিজাত্য প্রমাণিত হয় না। এই সংস্কৃতির ধারক অবশ্যই আজকের দিনে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন আজ মদ্যপানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে পাড়ার অলিতে–গলিতে। এই ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রের কোষাগার ভরে উঠছে। বাংলায় রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে মদ বিক্রির উপর যা অন্য রাজ্যেকে উৎসাহিত করছে বলে খবরে প্রকাশ। আর এই পদক্ষেপ আশাতীতভাবে সফল। এভাবে রাজস্ব না এলে বাংলার সমাজকল্যাণ বা জনস্বাস্থ্য প্রকল্পগুলি হয়তো অচল হয়ে যেত। সমাজকল্যাণ আর জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের জন্য মদ বিক্রি সামাজিক কর্তব্য নাকি প্রশাসনিক কর্তব্য? আর সেই কর্তব্য তাহলে সমাজ ও জনগণের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই বলে বলা যায়। তাহলে এটাই বাংলার উন্নয়নের সংস্কৃতি। মদ–সংস্কৃতি এখন উন্নয়ন–সংস্কৃতিকে পুষ্ট করছে বলেই সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে কিনা তা নিয়ে মানুষের চর্চায় নেই। তাই রাজস্ব বাড়াবার জন্য মদের দোকান সিপিএম সরকারের আমলে যা ছিল এখন তার দ্বিগুণেরও বেশি।

পথ, আলো উন্নয়নের প্রতীক। তার জন্য রাজস্ব আদায়ে মদ–সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার সাংস্কৃতিক পরিবেশকে সমৃদ্ধ করে কিনা তা পাঁচালিতে থাকে না। মদ–সংস্কৃতিতে সরকারের চালু প্রকল্পে (কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, রূপশ্রী, খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী) আসা মানুষজন এই সমাজে সুস্থ মন আর সুস্থ দেহ নিয়ে বাঁচতে পারবে কিনা তা এই পাঁচালি বলেনি! মদ–সংস্কৃতিতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বাড়ে, পারিবারিক অশান্তি বাড়ে, নারী নির্যাতন বাড়ে। একথা এখন আর নতুন করে বলতে হয় না। যে সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মদতে বৃদ্ধি পায়, তা উন্নয়ন হলেও এই পাঁচালির গানে ঢাকা পড়ে যায় কি?

দেশ দেশান্তরে

রাশিয়া–নিয়ন্ত্রিত খেরসনে নববর্ষে ড্রোন হামলা, নিহত ২৪

ঋজু দাস : ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় খেরসন অঞ্চলে রাশিয়া–নিযুক্ত প্রশাসনের গভর্নর ভ্লাদিমির সালদো অভিযোগ করেছেন, নববর্ষ উদযাপনের সময় একটি হোটেল ও ক্যাফেতে ইউক্রেনীয় বাহিনীর চালানো ড্রোন হামলায় অন্তত ২৪ জন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে একজন শিশুও রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। ঘটনাস্থল থেকে প্রকাশিত ছবিতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত ভবন।

নাগরিকদের লক্ষ্য করে পরিচালিত সন্ত্রাসী হামলা' এবং অনেক মানুষ জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন।

রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থাগুলো জরুরি পরিস্থিতি মন্ত্রণালয়ের তথ্য উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, নিহতের সংখ্যা ২৪ এবং আহত হয়েছে আরও ২৯ জন। আহতদের মধ্যে ৫ শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে বলে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা টেলিগ্রামে বলেন। তিনি

রাশিয়াপন্থী একটি স্থানীয় সংবাদমাধ্যম হামলার পর তোলা একাধিক ছবি প্রকাশ করেছে, যেখানে ভবনের ভেতর আগুনের তীব্রতা এবং মাটিতে রক্তের দাগ স্পষ্ট দেখা যায়। সালদো টেলিগ্রামে পোস্ট করে জানান, খোরলি নামের উপকূলীয় গ্রামে নববর্ষের অনুষ্ঠানের সময় তিনটি ড্রোন হামলা চালানো হয়। তার দাবি, এটি 'ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক

হামলার জন্য দায়ি করে ইউক্রেন এবং পশ্চিমা সমর্থকদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানান। ইউক্রেনের সেনাবাহিনী এই অভিযোগের বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি। খেরসন অঞ্চলটি ২০২২ সালে রাশিয়া নিজেদের দখলে ঘোষণা করলেও কিয়েভ এবং পশ্চিমা দেশগুলো এটিকে অবৈধ দখল বলেই মনে করে।

জয়নগর ও মথুরাপুর: আত্মপ্রত্যয় বনাম ক্যালকুলেশন

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার দশম কিস্তি...

"মনে কি পড়ে প্রিয়? আমি শুধানু তোমায় বলো দেখি, হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে এসেছে, কে বলেছিলেন? কার উদ্দেশ্যে মন্তব্যটি করেছিলেন?

নির্দ্বিধায় একটিমাত্র উত্তর হলো, বামফ্রন্ট সরকার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ২০১১ সালে আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা এই মন্তব্যটি করেছিলেন তদানীন্তন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নিশানা করে। স্বঘোষিত এই স্বর্গীয় চাষার ব্যাটা ছিলেন পরপর তিনজন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলের মন্ত্রী। একদা এই আদ্যন্ত মেঠো নেতা যেমনটি ছিলেন ভাঙড়ের বিধায়ক তেমনটি ক্যানিং পূর্ব আসন থেকেও এমএলএ হয়েছেন অজস্রবার। আর এই ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের প্রসঙ্গ উঠলেই অবধারিত ভাবেই চলে আসে জয়নগর লোকসভা আসনটির নানা ইতিকথা।

এমনতর কনকনে শীতকাল। তার উপর নামটা যে জয়নগর। আরে মারো গোলি রাজনীতি। শীত আর জয়নগর মানেই তো জিভের জলে মোয়ার উপকথা। এ তো যে সে মোয়া নয়। আসলি জয়নগরের মোয়া। এটি আদতে হলো নলেন গুড়, কনকচূড় ধানের খই, গাওয়া ঘি ও বিশেষ সুগন্ধির সংমিশ্রণে তৈরি এক সুবিখ্যাত উইন্টার স্পেশাল মোয়া। যেটির প্রকৃত আঁতুরঘর হলো আমাদের রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্ভুক্ত এই জয়নগরে।

আবার তবে ফেরা যাক জয়নগরের হটকেক রাজনীতির নানা অলিন্দের বিভিন্ন খিড়কির অন্দরে। বর্তমানে ৩৬% মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ থাকেন জয়নগর লোকসভা অঞ্চলের মধ্যে। বঙ্গোপসাগর ঘেঁষা এই এলাকার কিন্তু একটা নিজস্ব পলিটিক্যাল ইতিহাস রয়েছে গেছে। অনেকটা অতি বাম দল হিসেবে সুপরিচিত আজকের এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই জয়নগরের মাটিতে অবস্থিত অরূপ হলে। শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে। একইসঙ্গে এই এলাকার ভূমিপুত্র তথা বিপ্লবী শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহার মুখোপাধ্যায়ের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভূমিকাও কিন্তু সমগ্র বাঙালির গর্বের প্রতীক।

এই লোকসভা এলাকায় দেশের প্রথম নির্বাচন থেকেই কংগ্রেস জিতে আসছিল। প্রথম ছন্দপতন ঘটে ১৯৭৭ সালে। জিতে যায় জনতা পার্টি। আবার ১৯৮০ সাল থেকে ২০০৪ পর্যন্ত এখানে আরএসপির জয়যাত্রা ছিল এক ভিন্নতর অভিনব বামশক্তির অদম্য প্রতীক। কারণ এই ভূখণ্ডেই আরএসপিকে একসময় সাংগঠনিক ভাবে লড়াইটা চালিয়ে যেতে হতো অন্য কোনও বিরোধী দলের সঙ্গে নয়। স্থানীয় ভাবে এই বাম দলটিকে দীর্ঘতর অস্তিত্বগত যুদ্ধ চালাতে হয়েছিল অপর এক বাম দল সিপিএমের বিরুদ্ধে। অথচ তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকারের সিপিএম ছিল বিগ বস্। আর আরএসপি ছিল ছোটা চেতন। তবুও সিপিএম কিন্তু এই জয়নগরের মাটিতে আরএসপির কাছে কার্যত ল্যাজে গোবরেই হয়েছিল অভ্যন্তরীণ শ্যাডো পলিটিক্সের ফ্ল্যাশিং মিডোয়।

'নদীর ধারে বাস, দুঃখ বারোমাস।' এমন উপমা যেন প্রকৃতই তৈরি হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার অপর লোকসভা আসন মথুরাপুরের জন্য। এই এলাকার বেশিরভাগই জল–জঙ্গলে ঘেরা। সাগর ও পাথরপ্রতিমা এই দুটি বিধানসভা এলাকা তো কিলবিল সাপের মতো নদীনালায় বেষ্টিত। ৯৪% মানুষ এখানে গ্রামীণ এলাকাভুক্ত। বাকি ৬% হলো শহর ভিত্তিত। সংখ্যালঘু ভোটার হলো ২৪.১%। সেই এককালের সত্তর দশক থেকে মথুরাপুর ছিল লালে লাল লালদুর্গ। এখন সময় পাল্টেছে। এই তল্লাট বর্তমানে যে সবুজ ঘাসে ভরপুর। স্থানীয় মানুষের মধ্যে ৬৬.৭৭% হলো শিক্ষিতের হার। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এখানে তফসিলি জাতির ভোটার ২৯% এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ভোটারের সংখ্যা ০.৫ % মাত্র।

এই লোকসভা আসনের মধ্যে একাধিক বিস্তীর্ণ অঞ্চলই কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অনুন্নত। বহুজন পরিযায়ী শ্রমিকের পরিচয়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন অহরহ এসব অঞ্চল থেকে। এটাই আজকের দিনে চরম সত্য, যে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, গঙ্গাসাগর, মৌসুনী আদতে পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের কাছে পরিচিত ট্যুরিস্ট স্পট হলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রকৃত মানোন্নয়ন আজও যে দিবাস্বপ্নের শীতঘুম হয়ে আছে।

আর ছয় মাসও বাকি নেই সাংবিধানিক দস্তুর অনুসারে রাজ্যে প্রশাসনিক সরকারের মেয়াদ শেষ হবে। ফলে দেশের নির্বাচন কমিশন ভোট নির্ঘন্ট জারি এখনও না করলেও ভারতের কিছু রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও এসআইআর প্রক্রিয়া চালু করে দিয়েছে। এ তো অনেকটা বাঘ আসার আগে ফেউয়ের আগমন ঘটে গেছে। ফলে আনঅফিসিয়াল ভোটের শিঙা তো বেজেই গেছে বলা চলে। তাই না দেখে রাজ্যওয়াড়ি শুরু হয়ে গেছে দুই ম"য়ের মেগা লম্ফঝম্ফ। একেবারে চাঁচাছোলা মারকাটারি মেজাজে। এসপার ওসপার বডি জেসচারে। কি খটকা লাগলো তো। তবে খুলে বলি। দুই ম"য়ের একজন হলেন নরেন্দ্র মোদী। দেশের প্রধানমন্ত্রী। তথা বিজেপির ভোট ময়দানের চিড়েতনের টেক্কা। অন্যজন হলেন জয় বাংলা প্রচারক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি তৃণমূলের একমাত্র নির্বাচনী ল্যাম্পপোস্টের ইস্কাবনের বিবি। দমদম বিমানবন্দর থেকে মাত্র দিন কয়েক আগে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলার উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে গেছে তৃণমূলের কাটমানি কালচারের জন্য। অন্যদিকে প্রায় সমসাময়িক সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারকে এক হাত নিয়ে দলীয় এক্স হ্যান্ডেলে বেনজির আক্রমণ করেন, মোদীর জন্য এই রাজ্যের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ থমকে গিয়েছে। এই দুই ম দ্বৈরথের কাজিয়া যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দেওয়ার মতো আবার অতি সম্প্রতি রাজ্যে আত্মপ্রকাশ ঘটলো এক অভিনব রাজনৈতিক দলের। জনতা উন্নয়ন পার্টি। সদ্য তৃণমূল থেকে নিলম্বিত তথা টিএমসি বিধায়ক হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, তাঁর এই নয়া দল রাজ্যের মুসলিমদের স্বপক্ষে ঐক্যবদ্ধ

হয়ে কাজ করবে। এমনতর পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে ফাটল কিন্তু ক্রমশই চওড়া হচ্ছে।

রাজ্যে শীত কিন্তু জাঁকিয়ে বসেছে ক্রমেই। এ হেন প্রকৃতিগত উত্তুরে হাওয়ার টি টোয়েন্টি ম্যাচে হঠাৎ কেমন যেন বেনো জলের রাজনীতির ভোট ভোট উষ্ণায়ণের টেস্ট খেলার উন্মাদনা বেড়ে গেছে। সুতরাং পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে"র আহ্বানে প্রত্যাশিত ভাবেই জয়নগর এবং মথুরাপুর লোকসভা অন্তর্গত চোদ্দটি বিধানসভা এলাকায় হঠাৎই কেমন যেন নির্বাচন নির্বাচন গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে এইসব রাজনৈতিক ইস্যু সংক্রমণে।

তবে আর কি এবার তাহলে পলিটিক্যাল তত্ত্বের ড্রইংরুম থেকে সোজা চলে যাওয়াই ভালো কালক্ষেপণ না করে তথ্যের বেডরুমে, কি বলুন! সেই ১৯৬৭ সাল থেকে শুরু। টানা ২০০৪ সাল পর্যন্ত সিপিএমের সাংসদ নির্বাচিত হতো মথুরাপুর থেকে। তবে ১৯৮৪ সালের ভোটে কংগ্রেসের কপালে বিজয় টিকা জুটেছিল এখান থেকে মৃত ইন্দিরা গান্ধীর সহানুভূতির হাওয়ায়। এরপর ২০০৯ থেকে ২০১৯ সাল তৃণমূলের দাপুটে জয় ছিল চোখে পড়ার মতো। গতবারের বলতে ২০২৪ সালের ভোটেও তৃণমূল হারিয়ে ছিল বিজেপিকে ২,০১,০৫৭ ভোটের পার্থক্যে। মোট ভোটার ছিল ১৮,১৭,০৬৮ জন। তারমধ্যে তৃণমূলের কপালে জোটে ৭,৫৫,৭৩১ জন স্থানীয় ভারতীয় নাগরিকের আশীর্বাদ। গাণিতিক হিসেবে টিএমসির সেই প্রাপ্তি হলো ৫০.৫২% ভোট। বিপক্ষে বিজেপি শিবিরের জন্য ইভিএমের বোতাম টেপা হয়েছিল ৫,৫৪,৬৭৪ বার। অর্থাৎ শতকরা হিসেবে গেরুয়া থলেতে ভোট পড়ে ৩৭.০৮%।

লোকসভা ভোটের মতো ২০২১ সালের রাজ্য প্রশাসনের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে এখানকার সাতটিতে সাতটি আসনেই তৃণমূলের জয়োচ্ছ্বাস ছিল সুনামীর মতো ব্যাপ্তির। পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর, কুলপি, রায়দিঘি, মন্দিরবাজার এবং মগরাহাট পশ্চিম আসনে তৃণমূল সরাসরি জিতে যায় যথাক্রমে ২২,১৩৪, ২৫,৩০২, ২৯,৮৪৬, ৩৩,৮১৮, ৩৫,৫৬৮, ২৩,৪৯২ এবং ৪৬,৯৪১টি বেশি ভোট পেয়ে।

এইসব আসনগুলোতে তৃণমূলের সাংগঠনিক প্রচার কিন্তু অব্যাহত রয়েছে অনেকটাই নিয়মিত হারে। দলগত ভাবে তারা অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে রয়েছে যে পূর্বের বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফল ছাব্বিশেও একইভাবে প্রতিফলিত হবে। উল্টোদিকে বিজেপির সংগঠন বাস্তবে অনেকটাই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে আলুথালু অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, তবেই গেরুয়া শিবির কিছুটা অনুমান করতে পারবে, এখান থেকে কতজন গেরুয়া বিধায়ক হয়ে রাজ্যপালের কাছে শপথ নেবেন। অন্যথায় বিজেপি খুব যে এখান থেকে আশার আলো দেখছে, তেমনটা কিন্তু নয়।

এত গেল মথুরাপুর কিসসা। সুমিষ্ট মোয়ার পাড়ায় এবার না হয় মনোনিবেশ করা যাক জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের হাল হকিকৎ জানার তাগিদে। রাজ্য বামেদের কাঁধে চেপে ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টি এখানে হাসলেও এই দলটিকে আর কখনই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর পরপর আটটি নির্বাচনে জয় হাসিল করে নেয় আরএসপি। এসইউসিআই ২০০৯ সালে হঠাৎই পরাজিত করে আরএসপিকে। তারপর? জোড়াফুলের জয় জয়কার অব্যাহত থাকে ২০১৪, ২০১৯ ও ২০২৪ সালের লোকসভা রণাঙ্গনে। গত নির্বাচনে এই কেন্দ্রে সর্বমোট ভোটারের সংখ্যা হলো ১৮,৪৪,৭৮০। এরমধ্যে তৃণমূল পায় ৮,৯৪,৩১২ জনের সমর্থন বা শতকরা হারে ৬০.৩২% ভোট। আর বিজেপির পাশে ছিল ৪,২৪,০৯৩ জন এলাকার মানুষ। অতএব মাত্র ২৮.৬০% ভোটারের ভালোবাসাতেই পদ্মশিবিরকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অঙ্কের হিসেবে তৃণমূল এখানে ৪,৭০,২১৯টি অতিরিক্ত ভোট পেয়েছিল কমল প্রেমীদের থেকে।

২০২১ সালের নবান্ন গমণের নির্বাচনে এই লোকসভার অন্তর্গত সাতটি আসনেই মথুরাপুরের মতো একই প্রতিচ্ছবি দেখা গেছে। যার অর্থ গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, জয়নগর, ক্যানিং পশ্চিম, ক্যানিং পূর্ব এবং মগরাহাট পূর্ব আসনগুলোতে জোড়াফুল ফুটেছিল একেবারে মসৃণ ক্যারিসমায়। ক্রমপর্যায়ে ২৩,৭০৯, ৫০,৬৪২, ৪৭,১৭৭, ৩৮,৬৮৩, ৩৫,২৪৩, ৫৩,০০৭ আর ৫৪,০৭৯ ভোটের তফাতে তৃণমূলের ঘাস বাগিচায় বিজয় উৎসব পালিত হয়েছিল খোস মেজাজে। জয়নগর লোকসভার মধ্যে থাকা এইসব কেন্দ্রে ২০২৬ সালের ভোটেও তৃণমূল যে বিজেপিকে একচুল জায়গা ছাড়তে নারাজ তা অবশ্য এখানকার টিএমসি নেতাদের হাবেভাবে এখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অপরদিকে বিজেপি এইসব এলাকায় আক্ষরিক অর্থেই যথেষ্ট ছন্নছাড়া। বিভিন্ন বুথে দলীয় এজেন্ট কিভাবে বসানো সম্ভব হবে, তা নিয়ে স্থানীয় গেরুয়া শিবির যথেষ্টই চিন্তিত রয়েছে। এখানেও কি বিজেপি কার্যত ঘুরপথে তৃণমূলকে ওয়াকওভার দিয়ে বসবে, তা নিয়ে কিন্তু এলাকার বিজেপি সমর্থকদের মধ্যেও যথেষ্ট সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। যদিও রাজ্য নেতৃত্ব কিন্তু অন্য কথা ভাবছেন। শেষমেষ জনতা উন্নয়ণ পাটি বা ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের দৌলতে সংখ্যালঘু ভোট কাটাকুটির খেলায় এখান থেকে কমসে কম তিনটে আসন গেরুয়া ব্যাগেতে উপচে পড়ার সম্ভাবনাও কিন্তু উড়িয়ে দিচ্ছেন না তাঁরা। অগত্যা এই মুহূর্তে কি আর করার? ওয়েট এন্ড সি"ই পদ্ধতিতে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ব্র্যান্ডের সবুজ আত্মপ্রত্যয় যেমন এখানে বেড়েই চলেছে, তেমন গেরুয়া ক্যালকুলেশন কিন্তু এই অঞ্চলকে ঘিরে ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরেই চলেছে। সুতরাং ফলাফল, সেতো জনান্তিকই জানেন।

বৃদ্ধাশ্রমে স্বাস্থ্যসেবা শিবির

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : স্বাস্থ্যসেবা শিবির অনুষ্ঠিত হল শিব মন্দির বিডিও অফিস মাটিগাড়া ব্লকের কাছে আশ্রয় বৃদ্ধাশ্রমে। আজমি

কেয়ারের উদ্যোগ ও পরিচালিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা অভিযানের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হল। জানা গিয়েছে, প্রত্যেক মাসে বৃদ্ধাশ্রমের মানুষজন ও প্রতিবেশীদের জন্য একবার করে এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হবে। এদিন এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত হয়েছিলেন ডাঃ শাইনা খান , ডাঃ প্রীতি অধিকারী , সুতোপা বিশ্বাস (নার্স), রজনী কুমারী (নার্স), এজাজ আলম পুরস্কারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যসেবী তরুণ সমাজকর্মী শাকিব খান।

১ জানুয়ারি বিকেলে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ দার্জিলিং জেলার কার্যকরী সভাপতি তথা রাজ্যের সহ–সভাপতি গোপাল দে জানান, ৩০ দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের তরফ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা জুড়ে বিজ্ঞান অভিযান চলবে।

বছরের প্রথম দিনে কঙ্কালীতলায় ভক্তের ঢল

বিশাল দাস, কঙ্কালীতলা : নতুন বছরের প্রথম দিনেই শান্তিনিকেতনের অন্যতম সতীপীঠ কঙ্কালীতলায় দেখা গেল এক বিশেষ ধর্মীয় উচ্ছ্বাস ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ। ভোর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ও রাজ্যের বাইরে থেকে আসা ভক্ত এবং পর্যটকদের ভিড়ে মুখর হয়ে ওঠে মন্দির চত্বর ও সংলগ্ন এলাকা। শুধু মন্দির চত্বরই নয়, কঙ্কালীতলা সংলগ্ন পিকনিক স্পটগুলিতেও এদিন ছিল উপচে পড়া ভিড়। পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে অনেকেই নতুন বছরের প্রথম দিনটি কাটাতে এসেছেন এই তীর্থস্থানে। ধর্মীয় আবহের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল উৎসবের আমেজ।

মন্দির সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার ভক্ত মা কঙ্কালীতলার দর্শন ও পুজো দিয়েছেন। বিপুল ভিড় সামলাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষকে। ঠেলাঠেলির মধ্যেও শৃঙ্খলা বজায় রেখে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ধৈর্য সহকারে ভক্তরা মায়ের দর্শন করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্রিয় ছিল স্বেচ্ছাসেবক ও প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। ধর্মীয় বিশ্বাস, নতুন বছরের প্রত্যাশা এবং মানুষের আবেগ–সব মিলিয়ে বছরের প্রথম দিনে কঙ্কালীতলা যেন এক অনন্য আধ্যাত্মিক মিলনক্ষেত্রে

পরিণত হয়। সতীপীঠের এই বিশেষ আবহ নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে ভক্তদের মনে এনে দেয় আশার আলো ও বিশ্বাসের।

শিউলিবনা গ্রামে ‘খেরওয়াল তুকৌ’

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে শিউলিবনা গ্রামে শময়িতা মঠের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী মিলন উৎসব ‘খেরওয়াল তুকৌ’। এ বছর এই উৎসব ৩০তম বর্ষে পদার্পণ

করল। বাঁকুড়া সহ আশেপাশে বেশ কয়েকটি জেলা থেকে আদিবাসী সমাজের মানুষজন সহ অন্যান্য সমাজে মানুষজনও ভিড় করে এই উৎসবে। মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও কেক কেটে উৎসবের শুভ সূচনা করেন সমাজসেবী অশোক সেন। তিনি বলেন, ‘যাদের উদ্যোগে এই উৎসব, সেই শময়িতা মঠের প্রত্যেকটি কর্মকর্তাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই। এই ধরনের উদ্যোগের মধ্য দিয়েই আদিবাসী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।’

উপস্থিত ছিলেন শময়িতা মঠের সম্পাদিকা ঋষিরিদ্ধা অনাহিতা, লোককবি ও প্রাক্তন শিক্ষক কৃষ্ণদুলাল চট্টোপাধ্যায়, ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বঙ্কিম মিশ্র, সমাজসেবী নিমাই মাঝি সহ আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উৎসব উপলক্ষে আদিবাসী সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মিলনের এক অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শময়িতা মঠের এই ধারাবাহিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

হাওড়া বইমেলার সূচনা

সুমন আদক, হাওড়া : ৩৭ তম হাওড়া জেলা বইমেলার শুভ সূচনা হল। ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ বিকেলে হাওড়ার শরৎ সদন প্রাঙ্গণে বইমেলার সূচনা করেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জেলাশাসক ড. পি দীপাপ প্রিয়া, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, সহকারি সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। আগামী ৪ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ৭ দিন ধরে চলবে এবারের বইমেলা।

সাগর মেলাকে ‘গ্রিন মডেল’ গড়তে কোমর বাঁধছে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৬ সালের গঙ্গাসাগর মেলাকে দেশের সামনে ‘মডেল গ্রিন মেলা’ হিসেবে তুলে ধরতে কোমর বেঁধে নামল রাজ্য সরকার। প্লাস্টিকমুক্ত মেলা প্রাঙ্গণ এবং স্বচ্ছ পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বছরের শেষ দিনে এক অভিনব সাফাই অভিযানে নামল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। সাধারণ পুণ্যার্থীদের মধ্যে সচেতনতা ছড়াতে এদিন খোদ সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরাকে দেখা গেল হাতে ঝাড়ু নিয়ে ময়দানে নামতে।

বুধবার সাগরদ্বীপে পরিবেশ দপ্তর ও গঙ্গাসাগর–বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সাফাই অভিযানে শামিল হয়েছিল একঝাঁক শীর্ষ নেতৃত্ব। গঙ্গাসাগর–বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সীমান্ত কুমার মালি, বিডিও কানাইয়া কুমার রাও সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি কুমার প্রধান উপপ্রধান এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নিমাই মহারাজ থেকে শুরু করে কপিল মুনির আশ্রমের পুরোহিতরা– বাদ যাননি কেউ। মন্ত্রীকে নিজে হাতে মন্দির চত্বর পরিষ্কার করতে দেখে মেলায় আসা পুণ্যার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়।

এদিনের অভিযানে নেমে মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা স্পষ্ট বার্তা দেন, ‘গঙ্গাসাগর কেবল পর্যটন কেন্দ্র নয়, এটি একটি পবিত্র তীর্থভূমি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিজে তদারকি করেন। আগামী ৫ জানুয়ারি তিনি এখানে এসে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন, যার মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর সেতুর বিষয়টিও রয়েছে।’

একইসঙ্গে মেলা প্রাঙ্গণের পবিত্রতা বজায় রাখতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন। কপিল মুনির আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী লুকিয়ে মাছ–মাংস রান্না করছেন বলে অভিযোগ আসছিল। মন্ত্রী জানান, ‘এটি ধর্মীয় স্থান, তাই মেলা

প্রাঙ্গণে আমিষ রান্না সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পুলিশ প্রশাসনকে এ বিষয়ে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’ জিবিডিএ–র চেয়ারম্যান সীমান্ত কুমার মালি জানান, ‘প্রতি বছরই বছরের শেষ দিনে এই সাফাই অভিযান কর্মসূচি নেওয়া হয়। এবছরও সেই ঐতিহ্য মেনে সাফাই অভিযান পালন করা হল। তাদের মূল লক্ষ্য হল দেশ–বিদেশ থেকে যে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে আসবেন, তারা যেন নিরাপদে পুণ্যস্নান সেরে বাড়ি ফিরতে পারেন এবং এখানকার পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার একটি ইতিবাচক বার্তা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন।’

গঙ্গাসাগর মেলাকে ‘ইন্টারন্যাশনাল মেলা’ হিসেবে ঘোষণার দাবি দীর্ঘদিনের। মন্ত্রী ফের সেই দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরেন। প্রশাসনের লক্ষ্য, ২০২৬ সালের মধ্যে গঙ্গাসাগরকে সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব বা ‘গ্রিন মেলা’ হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করা। জিবিডিএ–র ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ কুমার পাত্র জানান, ‘ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী যেন একটি পরিচ্ছন্ন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পুজো দিয়ে ফিরতে পারেন, সেটাই তাদের মূল লক্ষ্য। এই সচেতনতা অভিযানের মাধ্যমেই তাঁরা বার্তা দিতে চাইছেন যে, সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ছাড়া ‘গ্রিন মেলা’ গড়া সম্ভব নয়।’ নতুন বছরের শুরু থেকেই এই ‘গ্রিন প্রজেক্ট’–এর কাজ পুরোদমে শুরু হতে চলেছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

আশঙ্কা দূর করার চেষ্টা অমিতের

প্রথম পাতার পর

বাংলার গৌরব ফিরিয়ে আনতে বিজেপি দায়বদ্ধ। এর সঙ্গে অমিত বার্তা দিয়েছেন স্বল্প শিক্ষিত নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া বাঙালিকেও যারা মমতা ব্যানার্জির নানা জনমুখী কর্মসূচির প্রধান বেনিফিসিয়ারি এবং যারা মনে করে বিজেপি এলে মমতার দেওয়া সব সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে। এদেরই আশ্বস্ত করে অমিত জানিয়ে দিয়েছেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে চালু কোনো প্রকল্প বন্ধ হবে না। বরং কেন্দ্রের প্রকল্পগুলিরও সুবিধা পাবে বঙ্গবাসী। এটাকেই অমিতের মাস্টার স্ট্রোক বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে বাংলার মানুষের মনে চলা দোদুল্যমান দুটি আশঙ্কারই উত্তর দিয়ে গিয়েছেন অমিত।

বাংলার মানুষের মনে দুর্নীতির তদন্তে কেন্দ্রীয় এজেন্সির শিথিলতা জোরদার করেছে কলকাতা–দিল্লির সেটিং তত্ত্ব। সেটা জেনেই পার্থ, জ্যোতিপ্রিয় সহ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বিভিন্ন তৃণমূল নেতা, মন্ত্রীর নাম করে অমিত শাহ সরব হয়েছেন রাজ্যে চলা দুর্নীতির বিরুদ্ধে। তাহলে প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতির মাথাকে কেন ধরা হচ্ছে না? বাংলার মানুষের এই বহু আকাঙ্খিত প্রশ্নের উত্তরে অমিত জানিয়েছেন, গ্রেফতার করলেই তো হল না, সহজে জামিন পেয়ে গেলে তার দায় কে নেবে। অর্থাৎ আগামীতে গ্রেফতার হলে যে তা কোমর বেঁধে হবে বাংলায় সেই বার্তাই দিয়ে গেলেন তিনি। অবশ্য এই নির্বিষ উত্তরে বাঙালির মনে গেঁথে থাকা সেটিং তত্ত্বের অবসান হবার কথা নয়। এ ব্যাপারে আরও স্পষ্ট বক্তব্য রাখতে হবে অমিতদের। এবারের অমিত শাহের সফরে আরও যেটা বড় হয়ে এসেছে সেটা হল অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং শহরে তার প্রভাব। অমিত কর্মীদের অনুপ্রবেশের ভয়াবহতা বোঝাতে বলেছেন শহরের শিক্ষিত জনগণকে। কিভাবে অনুপ্রবেশকারীরা দেশের ধন, সম্পদ, মানুষের অধিকারে ভাগ বসাচ্ছে তা বাঙালিকে বোঝাতে চেয়েছেন তিনি। অনুপ্রবেশ আটকাতে সীমান্তে বেড়া দিতে রাজ্য জমি দিচ্ছে না বলে মমতা সরকারকে বিঁধেছেন অমিত। তিনি পশ্চিমবঙ্গকে অনুপ্রবেশ মুক্ত করতে সংকল্পের উল্লেখ করেছেন।

আর কিছু দিনের মধ্যে এ রাজ্যে ভোট প্রচারে নরেন্দ্র মোদি এসে পড়বেন বলে শোনা যাচ্ছে। তার আগে সাংগঠনিক রেইকি করে গেলেন অমিত শাহ। শান দিয়ে গেলেন বাংলার ইস্যুগুলো। মিটিয়ে দিয়ে গেলেন নতুন–পুরানোর বিবাদ। এখন বাংলার মানুষ তাতে কতটা সাড়া দেয় সেটাই দেখার।

বাড়তি পরিষেবার পরিকল্পনা

প্রথম পাতার পর

তার মধ্যে স্থায়ী যেটি আছে ১০টি এবং অস্থায়ী যেটি নির্মাণ হচ্ছে ১১ টি। ১৩ টি বার্জ থাকবে সেই সঙ্গে ৪৫ টি ভেসেল ও ১০০ টি কাঠের লঞ্চ থাকবে। প্রতিটি বাসেই থাকবে ‘সাগর বন্ধু’। এছাড়া প্রতি জায়গায় সিভিল ডিফেন্সের ভলেন্টিয়ার্সরা নজরদারি করবেন সেই সঙ্গে পুলিশরাও থাকবে।। অতিরিক্ত ট্রেনের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। এছাড়া গতবারের থেকেও বাড়ানো হচ্ছে সিসিটিভি, ড্রোন ক্যামেরা। প্রতি বছরের মত এবারও মেগা কন্ট্রোলরুম করা হচ্ছে। মেলার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য ১২,৩০০টি টয়লেট করা হচ্ছে। ১৫০ টি এনজিও থাকছে যাদের সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার তারা বিভিন্ন রকম তীর্থযাত্রীদের পরিষেবা দেবে। ৫ টি অস্থায়ী হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে যেখানে সব মিলিয়ে ৫৪০ শয্যার ব্যবস্থা থাকবে। সামগ্রিক মেলার নিরাপত্তার জন্য ১৫ হাজার পুলিশ নিয়োগ করা হচ্ছে। পানীয় জলের জন্য ১ কোটি জলের পাউচেরও ব্যবস্থা করা হবে। এবার মেলাতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচিও থাকবে। সমুদ্রের বীচে আলোক শয্যায় সাজিয়ে তোলা হবে। এছাড়া থাকবে সাগর আরতি,সাগর কথা, সাগর সংগ্রহালয় এবং বাংলার বিভিন্ন ঐতিহ্যশালী মন্দিরকে তুলে ধরা হবে।। অন্যান্য বছরের মত এবারও ই–দর্শন এবং ই–স্নানের ও ব্যবস্থা থাকবে।। জেলাশাসক এবং সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার বলেন যে কোন ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জেলা প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত।

প্রিয়ম গুহের সংযোজন

গঙ্গাসাগরে প্রশাসনের সবথেকে বর চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাঙন। বিগত কয়েক বছর ধরে ভাঙন রোধে সাগরতটে মাটি ফেলা হলেও তা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না। অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে পর্যটকদেরকেও। মন্দির সংলগ্ন রাস্তা সহ আশপাশের সবকটি রাস্তা বন্ধ করতে হয়েছে সাগরতটে নামবার জন্য। কারণ জল আটকাতে মাটির বাঁধ উঁচু করে দেওয়া হয়েছে। সমুদ্রের বালুকা তট হারিয়ে গিয়েছে মাটির তলায়। তাতেই মুহুরমুহু আঁছাড় খাচ্ছে সাগর স্নানে আগত পর্যটকরা। এবছর জানা গিয়েছে, পুণ্যার্থীরা রাস্তা জিরো এবং ৬ নং রাস্তা দিয়ে সাগরে স্নান করবে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে মন্দির দর্শন করতে আসবে তারা। কয়েক কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে। এই ব্যবস্থায় কী প্রতিক্রিয়া হয় তা এখন দেখবার বিষয়। এছাড়াও ৬ নং রাস্তায় সামনে সাগরতটে কোনও এক অজ্ঞাত পোঁকার দাপটও লক্ষ্য করা গিয়েছে। মেলার আগে এই দাপট আসা করা যায় প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তবে সুষ্ঠ মেলার বাঁধ ভাঙবে ধুলো। মাটি নিয়ে আসা–যাওয়ায় প্রত্যেকটি রাস্তাই প্রায় মাটি পড়ে শুকনো হয়ে হাওয়া ও গাড়ির চাকার দাপটে ছড়িয়ে চারিদিকে দম বন্ধ করা অবস্থা ও ঠিক করে পাশের লোককেও দেখা যাচ্ছে না। পর্যটকেরা বিরক্ত তবে পুণ্য স্নানের সময় প্রশাসন কী ব্যবস্থা করবে তাও লক্ষ্য করার বিষয়। ধুলোর দাপটে আমরাও ৫ নং রাস্তায় ঢুকতে পারিনি। ৬ নং রাস্তার অবস্থাও প্রায় একই। কতদিনে স্থায়ী বাঁধের ব্যবস্থা হবে তার প্রহর গুনছে স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও। রাস্তা বন্ধ হওয়ার কারণে বিক্রি বাট্টা তলানিতে ঠেকেছে, তবে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে অস্থায়ী দোকান চালু রাস্তার পাশে গড়ে তোলা হচ্ছে যা জীবিকার কিছুটা রসদ জোগাচ্ছে এমনটাই বললেন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক। তিনি সরকারের এই উন্নয়নশীল প্রগতিকে সাধুবাদ জানিয়ে দাবি করেন, খুব শীঘ্রই যাতে স্থায়ী বাঁধের ব্যবস্থা করা যায়। তবে প্রকৃতির সাথে এই লড়াইয়ে ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞরা মাঠে নেমেছে। এখন দেখার জিতবে কে?

তালিকা চুরির ফর্মুলা অভিষেকের

প্রথম পাতার পর

বাদ যাওয়া ভুয়ো ভোটারদের কাজে লাগিয়ে এতদিন বাজিমাৎ করেছে অভিষেকরা। এখন নাম বাদ যাওয়ায় তাই তারা আতঙ্কিত। ফলে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তালিকা নিয়ে। সেই যুদ্ধ যারা একেবারে নিচের তলায় লড়ছে সেই কর্মী বাহিনীর মনোবল তুঙ্গে রাখতে অভিষেকের এই সফর বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

এই সফরে একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের যে সরাসরি সংঘাত ঘটলো তা নজিরবিহীন। একদিকে নানা প্রশ্ন তুলে নির্বাচন কমিশনকে নগ্ন করার চেষ্টা করছে স্বীকৃত রাজনৈতিক দল। আর অন্যদিকে পাল্টা কড়া নির্দেশিকা জারি করে অবাধ্য রাজনৈতিক দলকে অনুশাসনের গেরোয় বাঁধতে চাইছে কমিশন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীদের সংবিধান বিরোধী কুকথা, কুআচরণকে ধারাবাহিকভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলেই এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে। এর আগে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে নেতা নেত্রীরা যে সব তথ্য প্রচার করছে, কমিশনকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, কমিশনের আধিকারিকরা যেভাবে আক্রমণের শিকার হচ্ছেন তার বিরুদ্ধে কমিশন কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে চুপ করে থেকেছে। ফলে তা লাগামছাড়া রূপ ধারণ করেছে। এই টক্কর আগামী ভোটের ময়দানে কোথায় গিয়ে পৌঁছায় সেটা নিয়েই চিন্তায় বঙ্গবাসী।

চিতাভস্ম নিয়ে তদন্তের দাবি

প্রথম পাতার পর

সংগঠনের সেক্রেটারি এসপি তেওয়ারী প্রধানমন্ত্রীর কাছে সংগঠনের তরফে ১০টি দাবি জানানো হয়েছে বলে জানান। তার মধ্যে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে বিচারপতি এম.কে. মুখার্জী কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনা করে দেখার দাবি জানানোর পাশাপাশি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও আজাদ হিন্দ সরকারকে অখণ্ড ভারতের প্রথম সরকার হিসাবে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করা, জয় হিন্দ কে সরকারি স্লোগান ঘোষণা এবং ২৩ জানুয়ারি নেতাজীর জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় ছুটি ঘোষণার দাবি অন্যতম। প্রেসক্লাবের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রিয়ম গুহ। নেতাজি চেতনা মঞ্চের সভাপতি প্রণব গুহ, শুভাশিস চৌধুরী, মৃন্ময় ব্যানার্জি, ড.গৌতম পান্ডে, তপতী চক্রবর্তী, আম্বিয়াম হোসেন, তেজেন্দ্র দাস সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রয়াত শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই

কুনাল মালিক : ৩০ ডিসেম্বর দক্ষিণ বাওয়ালি গ্রামের শিক্ষক তথা বজবজ এলাকায় নারী শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুইয়ের জীবনাবসান হল নিজ বাসভবনে। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯৩১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে বাওয়ালি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর নিরলস উদ্যোগের ফলেই ১৯৫৬ সালের ২৪ জানুয়ারি শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত, ২৯ নভেম্বর আমাদের সংবাদপত্রে ‘বজবজে নারী শিক্ষার পথিকৃৎ শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই সরকারি সম্মান থেকে বঞ্চিত’ শীর্ষক প্রতিবেদনে আমরা এই কর্মযোগী মানুষটির জন্ম থেকে বিভিন্ন ভূমিকার কর্মসূচি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম।

আশার আলো মতুয়া মহলে

প্রথম পাতার পর

এতে উদ্বাস্তু মানুষের সমস্যার সমাধান হয়েছে। কিন্তু এখনও যে অন্তরায় আছে, তা হল, সিএএ–র সার্টিফিকেট এত সংখ্যক মানুষের নেই, তারা আবেদন করেও তাড়াতাড়ি সার্টিফিকেটগুলো পাচ্ছেন না। এগুলো পূরণের ব্যাপারটা দ্রুত করতে হবে। তাহলে ভোটার তালিকায় তাদের নামগুলো যদি থাকে, তবে বিজেপির ভোট ব্যাঙ্কই বাড়বে। আগেও বলেছি, কমিশনের দেওয়া সূত্র অনুসারে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ সন্দেহজনক তালিকায় রয়েছেন, যার মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ মতুয়া আছেন। এর মধ্যে আবেদনের ভিত্তিতে প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ সিএএ–র সার্টিফিকেট পেয়েছেন। একজন মতুয়া হিসেবে আমার দাবি, এই শংসাপত্র প্রদানের ব্যাপারটা সমান্তরাল করতে হবে। তা হলে বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক একটুও কমবে না। কারণ এই মানুষগুলোই কিন্তু বিজেপির ভোটার। আমার দাবি, ২০১৪ সালের মধ্যে ভারতে আসা সমস্ত মতুয়া হিন্দু উদ্বাস্তুদের ভোটার লিস্টে যেন নামটা থাকে হিন্দু হিসেবে। এবং একটু সময় দেওয়া হোক, যে সেই সময়ের মধ্যে তারা সিএএ আবেদন করে সার্টিফিকেট বের করে নেবে। তবে অমিত শাহের বক্তব্যের পরে এখন মতুয়ারা ৮০ শতাংশ আশ্বস্ত। বলা যেতে পারে, যে কালো মেঘ ঘনিয়েছিল, তা নতুন সূর্যের আলোয় ঘুচে গিয়ে এক নব দিগন্তের সূচনা হল।’

বাংলাদেশে উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদের রাজ্য সভাপতি বিমল মজুমদার তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘কলকাতায় অমিত শাহের বক্তব্যের পর এটা পরিষ্কার হল, সবই ঠিক আছে। বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছেন, তাদের কারোরই সমস্যা নেই। মুসলমানদের সমস্যা, যারা অবৈধভাবে এসেছেন। আমি এটা বলতে পারি বাংলাদেশ থেকে আসা সমস্ত হিন্দু উদ্বাস্তু সহ খ্রীস্টান, বৌদ্ধ কারোরই কোনও সমস্যা নেই। তবে দেশের সার্ব্বিক যা অবস্থা তাতে এখনই কোনও বড় ধরনের পদক্ষেপ না নিলে আগামীদিনে সমূহ বিপদ ঘটে যাবার সম্ভাবনা প্রবল পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের। এমনকি সার্ব্বভৌমত্ব প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে।

দাঁইহাটে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেতে উঠেছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট শহর। দেড় শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী পুরশহর দাঁইহাটের পাতাইহাটে সেবা সংঘ প্রতিবার ৩০–৩১ ডিসেম্বর দুদিন ব্যাপী নানান আয়োজনের মধ্য দিয়ে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান করে থাকে। এবারও এই উপলক্ষ্যে মশাল দৌড়, রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, শীতবস্ত্র বিতরণ, নানাবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নৃত্যানুষ্ঠান, পুতুলনাচ, আতশবাজি প্রদর্শন সহ মনোরম সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। ৩১ ডিসেম্বর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ

চট্টোপাধ্যায়, দাঁইহাটের পুর চেয়ারম্যান সমর সাহা সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। সেবা সংঘের সভাপতি পরেশচন্দ্র ঘোষ অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, নতুন বছর সকলের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক।

শুরু হল বাঁকুড়া বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুরু হল ৪১ তম বাঁকুড়া জেলা বইমেলা। প্রদীপ জ্বালিয়ে বইমেলার উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভগিরথ মিশ্র।

উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া লোকসভার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী, বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা শাসক নকুল চন্দ্র মাহাতো, বড়জোড়া বিধানসভার বিধায়ক অলোক মুখার্জি, রায়পুর বিধানসভার বিধায়ক মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু, সহ বিশিষ্ট মানুষজন। এর আগে বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাঁকুড়া শহর পরিক্রমা করে, বইমেলা প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছায়।

বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার আধিকারিক মার্শাল টুডু জানান, বই মেলা চলবে আগামী ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। বইমেলা খোলা থাকবে প্রতিদিন দুপুর সাড়ে ১২ টা থেকে সন্ধ্যে সাড়ে ৭ টা পর্যন্ত। এছাড়াও প্রতিদিন থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আলোচনা সভা, মেলা প্রাঙ্গণে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। শেষ দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ থাকছে বাংলা চলচ্চিত্র খ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শামিদ ও উর্মি–র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিজেপি–আরএসএস সমন্বয় কি বাংলায় পরিবর্তন আনবে?

প্রথম পাতার পর

সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের কোথাও কি সেটিং আছে ? এই ব্যাপারটা নিয়েও কোর কমিটির বৈঠকে অমিত শাহ প্রশ্ন তোলেন বঙ্গ বিজেপি নেতাদের কাছে, এই প্রশ্ন সাংবাদিকরা করছে কেন। এই সেটিং তত্ত্ব খারিজ করতে বিজেপি নেতাদের তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অলআউট আক্রমণের নির্দেশ দেন। বর্তমানে দেখা যায় যে পূর্বে যারা পুরানো লোক ছিল বিজেপির তারা অনেকেই অভিমানে বসে আছেন, অথচ নতুন করে যারা তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসেছে তারা পদ পেয়ে বিরাজ করছে। সে প্রসঙ্গে কোর কমিটির বৈঠকে তিনি বঙ্গ বিজেপির নেতাদের বলেছেন, আদি–নব্য ভুলে যেতে হবে সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কারণ এবার জেতা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। সাংবাদিক সম্মেলনের আগে এক বিবৃতিতে অমিত শাহ জানিয়েছেন, ৩৪ বছর বাম আমলে বাংলার যা ক্ষতি হয়েছে তার থেকেও গত ১৫ বছরে তৃণমূলের শাসনে আরো বেশি ক্ষতি হয়েছে। এখানে জঙ্গল রাজ চলছে। নতুন শিল্প তো হয়নি পুরনো যে সমস্ত শিল্প বা ইন্ডাস্ট্রি ছিল সেগুলো পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুধু দুর্নীতি আর স্বজন পোষণ এর ঘটনা ঘটে চলেছে। সেই সঙ্গে বাংলায় নারীরা যে সুরক্ষিত নয় সে প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। অমিত শাহ আলাদা করে আরএসএসের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করেন। কিছুদিন আগে সঙ্ঘচালক মোহন ভগবত কলকাতায় বিশেষ সভা করে গেছেন। অনেকেই জানাচ্ছেন ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আরএসএস বিজেপি এত কাছাকাছি আসেনি বা নিজেদের মধ্যে কোন সমন্বয়ও তখন ছিল না। তাই এবার অনেক আগে থেকেই আরএসএস এবং বিজেপি সমন্বয় রেখে চলেছে বলেই খবর। এতকিছু পজিটিভ বিষয় থাকা সত্ত্বেও অনেকেই বলছেন, গোটা রাজ্য জুড়ে এমন কিছু জেলায় অযোগ্য লোক জেলা সভাপতি হয়ে আছে বিজেপি দলের তাদের কোন ক্ষমতাই নেই। মন্ডল কমিটি নিয়ে বৈঠক করারও তাদের কোন সে অর্থে মুন্সিয়ানা নেই। যেমন ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার সাতটা বিধানসভার মধ্যে দুটো তিনটে বিধানসভায় বিজেপি কোনো সভাই এখনো পর্যন্ত করতে পারছে না। তাই অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, সংগঠন আরো মজবুত না হলে, শুধুমাত্র বিজেপি–আরএসএস সেতুবন্ধন করেই কি এ রাজ্যে পরিবর্তন আনা সম্ভব ?

সিঁথিতে রক্তদান শিবির

হীরালাল চন্দ্র : ২১ ডিসেম্বর (২৫) সকালে ‘সৌমেন ঘোষ মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ক্লিনিকের’ উদ্যোগে স্বর্গীয় গঙ্গাধর ব্যানার্জীর স্মরণে ৪১তম বর্ষ ‘স্বেচ্ছায়’ রক্তদান শিবির ও ‘চক্ষু পরীক্ষা শিবির’ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। শিবিরটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন দেবাশীষ পাল, চঞ্চল ভট্টাচার্য্য, দেবপ্রসাদ দাস ও রসিকেন্দ্র সরকার। মোট ৩১ জন রক্তদাতা ও ২৮ জন ব্যক্তি চক্ষু পরীক্ষা করান। উদ্যোক্তাদের জনসেবামূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন নাগরিক সমিতির কার্য্যকরী সভাপতি রতন ব্যানার্জী, জনসেবক ডা. সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী, ডা. কল্যাণ ব্যানার্জী, বরো চেয়ারম্যান তরুণ সাহা, অনুভাতি বসু মিত্র, আশীষ কর্মকার, ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সঞ্চালনা করেন দেবপ্রসাদ দাস। জলযোগে আপ্যায়ন করেন রসিকেন্দ্র সরকার। সহযোগীতা করেন বেলা মিত্র, প্রশান্ত বিশ্বাস, বিদ্যুৎ দাস, প্রবীর ব্যানার্জী, জয়ন্ত পাল, সুশান্ত মণ্ডল, সঞ্জয় রায় চৌধুরী, সুকৃতি গুপ্তা, প্রবীর আদক, মৃণাল প্রমুখ।

বায়ুদূষণে লাগাম দিতে রাস্তায় জল

বরুণ মণ্ডল : শীতে বায়ুদূষণের প্রকোপ কমাতে দিনে দু'বার কলকাতার রাজপথে জল ছেটানো হবে। এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা। শীতের কলকাতায় শহরের রাজপথে ধুলো কিছুটা বেশি। রাজপথের ধারের টাউন ফরেস্ট্রির গাছের পাতার উপর ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। ঠিক একই অসুবিধা দেখা দিয়েছে রাজপথের ধারের

সরকারি–বেসরকারি আবাসনের ক্ষেত্রেও। এই পরিস্থিতিতে ধুলো মোকাবিলায় কলকাতার রাজপথে আবার জল ছেটানো শুরু হয়েছে বলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান। কলকাতার বড়ো রাজপথের সঙ্গে একই ভাবে জল ছেটানো হবে রাজপথের মাঝের ও দুইধারের বাগান ও বড়োগাছে। তবে শীতে বায়ুদূষণের মাত্রা বেড়ে গিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠলেও কলকাতা পৌর এলাকার পরিস্থিতি দেশের অন্যান্য মহানগরগুলির তুলনায় বেশ খানিকটা ভালো। তা সত্ত্বেও কলকাতার বাতাস নির্মল রাখতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা। দু'বেলা রাজপথে জল ছেটানো তারমধ্যে অন্যতম। এছাড়া কাঠ–কয়লার উনুনের ব্যবহার বন্ধ করতে শহরবাসীদের বিনামূল্যে পরিবেশবান্ধব ধোঁয়ামুক্ত উনুন দিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দপ্তর। শ্মশানগুলিতে পরিবেশবান্ধব চুল্লি লাগানো হয়েছে। সারাবছর ধরে সুবিধা মতে জায়গায় গাছ বসানো হচ্ছে। আবার কলকাতা শহরে বাড়ছে ইলেকট্রিক গাড়ির সংখ্যা। ইলেকট্রিক গাড়ি ব্যবহারকারীরা যাতে সহজেই গাড়ি চার্জ করতে পারেন, সেজন্য কলকাতার রাজপথের বিভিন্ন প্রান্তে চার্জিং মেশিন বসানো হয়েছে।

ফুড স্ট্রিটে হকারদের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শহরে এই প্রথমবার সরকারি উদ্যোগে 'ফুড সেফটি' সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। সম্প্রতি কলকাতার রাসেল স্ট্রিটে শহরের মধ্যে প্রথম সরকারি উদ্যোগে তৈরি 'ফুডস্ট্রিট' চালু করেছে। ইতিমধ্যেই সেখানে ৪৬ জন হকারকে দোকান দেওয়া হয়েছে। এই হকারদের কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতর প্রশিক্ষণ দিল। কী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিল? খাবারের দোকান চালাতে কী কী শংসা পত্র প্রয়োজন? সেগুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করতে হয়? সে জন্য কোথায় যোগাযোগ করতে হয়? কীভাবে স্বাস্থ্যকর ও গুণমান বজায় রেখে খাবার বানাতে হয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ফুড হকার দের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। পৌর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এর আগে বিভিন্ন সময় 'ফুডসেফটি' অভিযান বেরিয়ে দোকানদারদের বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁদের কাছে খাদ্য সুরক্ষার বিষয় নিয়ে প্রচার ও চালানো হয়। কিন্তু এভাবে সকলকে ডেকে নিয়ে এই প্রথম কলকাতায় এমন ধরনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

স্বয়ংক্রিয় পৌর মিউটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকার ক্রেতাদের ঝক্কি কমাতে উদ্যোগী হয়েছে। এখন থেকে জমি বা বাড়ি কেনার পর আর আলাদা করে পৌর মিউটেশনের আবেদন করতে হবে না। জমি বা বাড়ি রেজিস্ট্রেশনের সময়ই ক্রেতার নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌরসভার রেকর্ডে যুক্ত হবে যাবে। প্রশাসনের মতে এতে একদিকে নাগরিক পরিষেবা সহজ হবে, অন্যদিকে রাজস্ব আদায়ও দ্রুত ও স্বচ্ছ হবে। রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে খবর, বাড়ির মিউটেশন প্রক্রিয়া আরও সহজ সরল করার জন্য নয়া পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে। নতুন এই স্বয়ংক্রিয় মিউটেশন ব্যবস্থার জন্য সমন্বিতভাবে কাজ করছে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর, রাজ্যের অর্থ দপ্তরের রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প ডিউটি দপ্তর এবং রাজ্যের সবকটি পৌরসভা। যদিও ইতিমধ্যেই কলকাতা পৌরসংস্থা ও নিউ টাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পোর্টাল রেজিস্ট্রেশন ডিরেক্টরেটের

সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে সম্পত্তির নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া আরও দ্রুত ও নির্ভুল হবে।

বর্তমানে জমি বা বাড়ি কেনার পর রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলেও পৌর–মিউটেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট পৌরসভায় আলাদা করে আবেদন করতে হয়। এই প্রক্রিয়া এখন অনলাইনেও করা যায়। তবে অনেক ক্রেতা আলাদা করে আবেদন না করায় আগের মালিকের নাম সংশ্লিষ্ট পৌরসভার নথিতে থেকে যায়। এর ফলে পৌরসভার রাজস্ব আদায়ে সমস্যা দেখা দেয়। রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অধীনে আগে থেকেই জমি রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় নাম পরিবর্তনের ব্যবস্থা চালু আছে। এবার পৌর মিউটেশনে একই প্রক্রিয়া চালু হলে নাগরিকদের সুবিধা হবে এবং রাজ্যের পৌরসভাগুলির রাজস্ব আদায় আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের।

বার্তা

মাত্রাতিরিক্ত : কলকাতার মানুষদের প্রতিদিনের চেনা এক ছবি। বেশি রোজগারের আশায় অতিরিক্ত ভার বোঝাই করে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে এইরকম অনেক গাড়িচালক। জিনিসের ওজনে গাড়িটির পিছনের ঢাকাটিও বন্ধ হয়নি যার কারণে গাড়ির নম্বরও দেখা যাচ্ছে না। প্রশাসন নির্বিকার।

ছবি : প্রীতম দাস

কল্পতরু : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু সেবাশ্রমের পরিচালনায় কল্পতরু উৎসব দিবস উদযাপন হয় লুঙ্গি স্টেশন রোড কালিকা মোড় রামকৃষ্ণ পল্লী নিউল্যান্ড বাটানগরে। প্রায় ১ হাজার লোককে ভোগ খাওয়ানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক কমল মান্না, সভাপতি শ্যামলী সেন, কোষাধ্যক্ষ প্রদীপ চক্রবর্তী, প্রধান উদ্যোক্তা সোমনাথ ঘোষ সহ বিশিষ্টজনেরা। **ছবি : অরুণ লোধ**

প্রতিযোগিতা : ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও এশিয়ান যোগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে শেষ হলো ২১তম, অল বেঙ্গল যোগা কম্পিটিশন, বালিগঞ্জ এ। ছোট থেকে বড়ো সবার আগ্রহ ছিলো চোখে পড়ার মতো। **ছবি : অভিজিৎ কর**

যুব ভবিষ্যৎ : মেরা যুব ভারত উত্তর কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ পশু ও মৎসবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ২৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত আয়োজন করা হয়েছিল 'ফিউচার ইউথ বুট ক্যাম্প'। যুব–যুবারা অংশগ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানে। উপস্থিত ছিলেন যুব ভারতের রাজ্য নির্দেশক অশোক সাহা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ড. তীর্থকুমার দত্ত, যুব ভারতের উত্তর কলকাতার নির্দেশক প্রিয়াঙ্কা ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

গবেষণা : বিপ্লবী রাসবিহারী বসু স্মৃতি পুরস্কার ও চিৎপটাং দিবস পালন করা হয় রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে কলকাতা প্রেস ক্লাবে। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, কথা সাহিত্যিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য্য, প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এদিন সংস্থার পক্ষ থেকে অপরাজেয় রাসবিহারী বইয়ের লেখক তথা সাংবাদিক শমীক স্বপন ঘোষকে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। তিনি পুরস্কারের ১ লক্ষ টাকা রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের হাতে তুলে দেন গবেষণার জন্য।

পৌর চিকিৎসকদের ধৈর্য্যশীলতার প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা পৌর চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ধৈর্য্যশীল হওয়ার লক্ষ্যে তাঁদের কাউন্সেলিংয়ের আয়োজন করা হয়। সম্প্রতি মধ্য কলকাতার ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডেদীর্ঘ ছ'দিন ধরে এই কাউন্সেলিং পর্ব চলে এবং এই ট্রেনিংয়ের আয়োজন করা হয়। এই কাজে কলকাতা পৌরসংস্থাকে কলকাতাস্থিত 'সংকল্প' নামে এক সংগঠন সাহায্য করেছে। এই সংগঠনের সাহায্যে পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতর গত ১৩ বছরে আটটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছে। কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা উপদেষ্টা ডা. তপন কুমার মুখোপাধ্যায় জানান, কলকাতাকে মানবিক স্বাস্থ্য–বান্ধব শহর করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। তা–ই নিজেদের চিকিৎসক, আধিকারিক বা কর্মীদের দিয়েই এই কাজের সূচনা হল। কেন এই বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হলো? কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে প্রচুর সংখ্যক রোগী আসেন। কলকাতা পৌর এলাকার বাইরের রোগীরা আসেন এবং তাদের ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে অসুবিধা দেখা যায়। চিকিৎসা, ওষুধ বা ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পর্কে যা কিছু চিকিৎসকদের তরফ থেকে বলা হয়, রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে বোঝাতে অসুবিধা হয়। অল্প সময়ে অত্যধিক রোগী থাকায় প্রায়শই চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে ধৈর্য হারানোর অভিযোগ ওঠে। এজন্য কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের শীর্ষ কর্তাদেরও অনেক সময় জবাবদিহি করতে হয়।

সম্প্রতি 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের কাছে এ সংক্রান্ত বিষয়ে এক অভিযোগ এসেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা পৌরসংস্থা ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ধৈর্যশীল হওয়ার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, অভিনব এই ট্রেনিংয়ে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতার ১৬টি বরোর হেলথ এগজিকিউটিভ অফিসারসহ ২১৫ জন ওয়ার্ড মেডিক্যাল অফিসার। ৩০–৩৫ জনকে নিয়ে এক–একটি ব্যাচ তৈরি করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ধৈর্যশীল হওয়ার পাশাপাশি কিছু মানসিক রোগ নির্ণয়ের উপায়, ডিপ্রেশন এবং আত্মহত্যার প্রবণতা রোধ ইত্যাদি চিকিৎসার আধুনিক পদ্ধতি নিয়েও ট্রেনিংয়ে আলোচনা হয়।

মেকানিক্যাল সুইপার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার গলিপথ ও ছোটো রাস্তা পরিষ্কার রাখতে কলকাতা পৌরসংস্থা এবার ব্যাটারিচালিত অত্যাধুনিক মেকানিক্যাল সুইপার বা 'স্বয়ংক্রিয় ঝাড়ু' কিনছে। আপাতত প্রথম ধাপে ২০টি এমন স্বয়ংক্রিয় ঝাড়ু কেনা হবে। পাশাপাশি কলকাতা রাজপথ সাফাই করার জন্য পুরনো মডেলের মেকানিক্যাল সুইপার বদলে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় সুইপার কেনা হচ্ছে। এই মেশিন একদিকে যেমন রাস্তায় ঝাড়ু দিতে পারবে, একই সঙ্গে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের কাজও করবে। এরই সঙ্গে স্প্রিংকলারের মতো রাস্তায় জল দিতেও পারবে। কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দপ্তর এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দপ্তর জানাচ্ছে, কলকাতার ছোটো রাস্তায় বড়ো মেকানিক্যাল সুইপার ঢোকাতে সমস্যা হচ্ছে। তা–ই ছোটো আকারের ব্যাটারিচালিত মেকানিক্যাল সুইপার কেনা হচ্ছে। এগুলি ৬ থেকে সাড়ে ৬ ফুট চওড়া। ফলে কলকাতা পৌর এলাকার অলিগলিতে সহজেই ঢুকে কাজ করতে পারবে। আর একবার চার্জ দিলে এই গাড়ি প্রায় ৮ ঘণ্টা চলবে। এক পৌর আধিকারিক জানান, এই মেশিনের পারফরম্যান্স আশানুরূপ।

কলকাতায় গাছেদের অ্যাম্বুলেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুনতে অবাক লাগলেও ঘটনাটি সত্য। কলকাতা পৌর এলাকায় পৌরসংস্থার উদ্যান দপ্তরের মেয়র পারিষদ রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দেবাশিস কুমার চালু করলেন গাছেদের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। তাঁর বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই অ্যাম্বুলেন্সটি দিয়েছেন কলকাতা পৌর এলাকার গাছেদের পরিষেবায়। এই বিষয়ে দেবাশিস কুমার বলেন,

গাছেদের পরিচর্যায় এই অ্যাম্বুলেন্স কাজ করবে। এই ধরনের অ্যাম্বুলেন্স সারা ভারতে মাত্র ৩টি রয়েছে। পূর্ব ভারতে একমাত্র কলকাতায় এই অ্যাম্বুলেন্স চালু হল। এই উদ্যোগ সফল হলে আগামীদিনে আরও অ্যাম্বুলেন্স চালু করা হবে।

এই ট্রি–অ্যাম্বুলেন্সটি কী কাজ করবে। গাছেদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ এই ট্রি–অ্যাম্বুলেন্সে থাকবে। সঙ্গে থাকবে উদ্ভিদবিদ, গাছেদের ডাল ঝাঁটার জন্য পৌরকর্মী।

মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, কলকাতা পৌর এলাকায় কোথাও গাছ ভেঙে পড়লে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ট্রি–অ্যাম্বুলেন্স ছুটে যাবে। গাছ কেটে সরানোর কাজে সহযোগিতা করবে। সঙ্গে গাছেদের চিকিৎসার কাজও করবে। কলকাতা পৌর এলাকায় কোথাও কোনও গাছ হেলে থাকলে, তা সোজা করতে কী পদক্ষেপ করা উচিত বা কোনও মৃতপ্রায় গাছ বাঁচাতে কী করতে হবে, ইঁদুর গাছেদের শিকর কেটে দিলে কী করণীয়। এইসব কাজ এই ট্রি–অ্যাম্বুলেন্স করবে। অ্যাম্বুলেন্সে থাকবে গাছেদের পরিচর্যায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, গাছে দেওয়ার জন্য একাধিক সার। গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া হোক বা প্রয়োজনীয় জৈবিক সার ও নানান ধরনের ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন পড়লে এই অ্যাম্বুলেন্স যাবে। কলকাতা পৌর এলাকায় যে শতাধিক রোগগ্রস্ত গাছ রয়েছে, এই অ্যাম্বুলেন্স সেই সমস্ত গাছের রোগ সারাতে নেমে পড়েছে।'

এই ট্রি–অ্যাম্বুলেন্সে গাছে দেওয়ার জলের ব্যবস্থাসহ গাছেদের ডালপালা ছাঁটার জন্য পাওয়ার শ মেশিন, গাছ লাগানোর জন্য গর্ত করতে ব্রুশ কাটার মেশিন, সার ও কীটনাশক দেওয়ার জন্য স্প্রে মেশিন, সুন্দর করে গাছ শেপ করতে হেজ কার্টিং মেশিন ও এই যন্ত্রপাতিগুলি চালাতে ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের জন্য একটি জেনারেটর থাকবে। কলকাতা পৌরসংস্থার তত্ত্বাবধানে একটি সংস্থা এই ট্রি–অ্যাম্বুলেন্সটি পরিচালনা করবে। কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবনের কন্ট্রোল রুমে কলকাতা পৌর এলাকার যে কেউ শহরের গাছ সংক্রান্ত বিষয়ে ফোন করলে এই ট্রি–অ্যাম্বুলেন্স যথাস্থানে পৌঁছে যাবে এবং সেই গাছের পরিচর্যা করবে।

বিশেষ করে দুর্যোগ, ঝড়–পরবর্তী কলকাতায় এই ট্রি–অ্যাম্বুলেন্স অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এতদিন এইসব পরিকাঠামো না থাকায় ঝড়ে উপড়ে পরা গাছ কেটে ফেলা ছাড়া উপায় থাকতো না। তবে এবার থেকে গাছেদের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হবে। এখন মেট্রোরেলের লাইন তৈরির কাজের জন্য কোনও গাছ কাটার প্রয়োজন হলে, এখন কলকাতা পৌরসংস্থা সেই পূর্ণবয়স্ক গাছ অন্যত্র প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্যান দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার জানান, 'একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ পরিবেশে যে পরিমাণ অক্সিজেন দেয়, একটি ছোটও গাছের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। সেই কথা মাথায় রেখে আমরা গাছ প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করেছি। এই ব্যবস্থায় কোনও প্রয়োজনে বা ঝড়ের কারণে বড়ো গাছ কাটা পড়লে তৎক্ষণাৎ সেই গাছ অন্য জায়গায় বসাই ও সেই গাছের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করি।"

রাস্তা দখল মুক্ত রাখার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতা পৌরএলাকার রাজপথ জুড়ে দীর্ঘ দিন ধরে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত গাড়ি এবং অবাধ পার্কিং নিয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন মোড়, আবাসিক এলাকার সামনের রাস্তা এমনকী একাধিক থানার সামনে–পেছনে মাসের পর মাস গাড়ি পড়ে থাকতে দেখা যায়। পৌর জঞ্জাল অপসারণ দফতরের কর্মীরা সেই সব গাড়ির নীচে জমে থাকা আবর্জনা সাফ করতে অসুবিধায় পড়ে। ফলে অনেক সময় ঠিকভাবে আবর্জনা পরিষ্কার হয়না। এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে পৌরপ্রশাসন। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, কলকাতার বিভিন্ন থানার সামনে–পেছনে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার ধারে ফেলেরাখা পরিত্যক্ত গাড়ি সরাতে পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে কলকাতা বাসীকে বিশেষ প্রচার অভিযানের মাধ্যমে সচেতন করার কাজ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম 'টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেছেন সকাল ৭টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত কলকাতার রাস্তায় কারপার্কিং করা যাবেনা। কারণ ওই সময় পৌর কর্মীরা রাস্তা সাফাইয়ের কাজ করে থাকে। এবিষয়ে মহানাগরিক জানান, আমাদের সাফাই কর্মীরা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সকাল– দুপুর–বিকেল কাজ করেন। কিন্তু পার্কিং জোনে বা রাস্তার পাশে সারদিয়ে গাড়ি রাখার জন্য রাস্তা সাফাই হবেনা, এমনটা হতে পারেনা। তাই কলকাতার নাগরিকদের স্বার্থে ও সাফাই কর্মীদের সুবিধার্থে সকাল ৭টাথেকে ৯টা পর্যন্ত রাস্তার ধারে কোনও গাড়ি পার্কিং করা যাবেনা। নতুন নিয়ম বাস্তবায়নে কলকাতা পৌরসংস্থা লালবাজারের সহায়তা চেয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতার নগর পাল মনোজকুমার বর্মাকে চিঠি পাঠিয়েছে।

শুধুমাত্র পরিযায়ী পাখির টানেই চুপীতে পর্যটকরা

দেবাশিস রায়

পদে পদে পরিকাঠামোগত একাধিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র পরিযায়ী পাখিদের আকর্ষণে শীতের শুরুতেই প্রকৃতিপ্রেমীর ভিড় বাড়তে শুরু করেছে চুপীতে। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত চুপী এলাকায় ছাড়িগঙ্গা এই মুহূর্তে পরিযায়ী পাখিদের কলতানে মুখরিত। সুবিশাল জলাভূমিজুড়ে শত শত ভিনদেশি অতিথির ভিড়ে দেশীয় পাখিরাও স্বচ্ছন্দ্যে রয়েছে। আর এদের স্বতস্ফূর্ত জীবনযাপন এবং গতিবিধি খুব কাছ থেকে দেখতেই মাসচারেক ধরে প্রকৃতিপ্রেমী তথা পর্যটকদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে থাকে চুপী। সবমিলিয়ে প্রতিবার ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে মার্চ পর্যন্ত চুপী এলাকাটি বেশ জমজমাট হয়ে থাকে। এবারও যার অন্যথা হবে না বলেই স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিমত। প্রতিবছর

এসময় পশ্চিমবঙ্গের যে কয়টি জায়গা ভিনদেশি পরিযায়ী পাখিদের জমজমাট ভিড়ের তালিকায় ঠাঁই করে নিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত 'চুপী পাখিরালয়'। ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী তথা হাওড়া–কাটোয়া রেলপথে পূর্বস্থলী স্টেশনের অদূরেই অবস্থিত এই ছাড়িগঙ্গার সুবিশাল জলভাগটি এসময় পরিযায়ী পাখিদের(লেসার উইসলিং, পিনটেল, প্রচারড, অস্ট্রে প্রভৃতি) কার্যত বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রকৃতিপ্রেমীরা এই ভিনদেশি অতিথিদের খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতেই তাদের কাছাকাছি পৌঁছে যান। এজন্য প্রয়োজন হয় নৌকা। স্থানীয় মাঝিরা ঘণ্টা পিছু চুক্তিতে নৌকায় পর্যটকদের ঘুরিয়ে থাকেন। মূলত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পর্যটকদের চাহিদার ওপর নির্ভর করে নৌকা ভাড়া বা চুক্তি ঠিক হয়। এইসময় নৌকাভাড়ায় লাগাম থাকে না বলে ভুক্তভোগী পর্যটকদের অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাখির টানে বিগত কয়েক বছর ধরে চুপীতে দেশবিদেশের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকরাও যাতায়াত করছেন। বর্তমানে 'চুপী পাখিরালয়' নিয়ে প্রকৃতিপ্রেমীদের মধ্যে আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। তবে পর্যটকদের সুবিধার্থে যে ধরনের পরিকাঠামোগত উন্নতি সহ পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রয়োজন হয় তার অনেক ক্ষেত্রেই ঘাটতি রয়েছে বলে একাধিক মহল থেকে প্রায়শই অভিযোগ ওঠে। যেমন 'চুপী পাখিরালয়' যাওয়ার রাস্তাটির অনেকাংশ বেহাল হয়ে রয়েছে। সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য সুলভ শৌচাগারগুলি প্রায়শই অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে। পিকনিক পার্টিগুলির ওপরে প্রশাসনিক ঢিলেঢালা নজরদারির কারণে এলাকায় নোংরা আবর্জনা জমে থাকে। পাশাপাশি লাউডস্পিকারের দৌরাত্ম্যে নিরিবিলি পরিবেশও বিঘ্নিত হয়। তবে বড়োদিন, পয়লা জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবস সহ উৎসবমুখর দিনগুলিতে পর্যটকদের অতিরিক্ত চাপ থাকায় পুলিশ–প্রশাসনের বাড়তি নজরদারি থাকে। যদিও এখানে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত একাধিক সুসজ্জিত অতিথি নিবাস গড়ে উঠেছে। যেখানে পর্যটকরা নিরাপদে রাত্রিযাপনের যাবতীয় সুবিধা ভোগ করতে পারেন। তবে, এসবের জন্য অগ্রীম বুকিং করতে হবে বলে জানিয়েছেন এখানকার একটি অতিথি নিবাসের ম্যানেজার অভিজিৎ দে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, চুপী পাখিরালয়কে কেন্দ্র করে দেশ–বিদেশের পর্যটকদের মধ্যে যেরকম আগ্রহ বাড়ছে তাতে এখানকার রাস্তাঘাট সহ যাবতীয় পরিকাঠামোগত আরও উন্নয়নের প্রয়োজন এবং এবিষয়ে প্রশাসনকে গুরুত্বের সঙ্গে নজর দিতে হবে।

শীতের আমেজে জমজমাট ডায়মন্ড হারবার কেল্লার মাঠ

অরিজিৎ মণ্ডল : শীতের হালকা শীতলতা আর মনোরম রোদ—এই আবহাওয়াকে উপভোগ করতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার কেল্লার মাঠ পিকনিক স্পটে ভিড় জমাচ্ছেন অসংখ্য পর্যটক। সপ্তাহান্ত হোক কিংবা ছুটির দিন, সকাল থেকেই বিভিন্ন জেলা ও আশপাশের এলাকা থেকে পরিবার–পরিজন, বন্ধু–বান্ধব ও সহকর্মীদের নিয়ে মানুষজন ছুটে আসছেন এই জনপ্রিয় পিকনিক স্থলে।

হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত বিস্তীর্ণ কেল্লার মাঠ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা হওয়ায় শীতকালীন পিকনিকের জন্য এটি দীর্ঘদিন ধরেই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। অন্যদিকে, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় কয়েক কোটি টাকা ব্যয় নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে এই কেল্লার মাঠকে। যেখানে একদিকে যেমন বিস্তীর্ণ নদীপাড়ের ভাঙ্গন রুখতে পাকাপোক্তভাবে বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। ঠিক তেমনি এই কেল্লার মাঠ আগামী দিনে পর্যটনের অন্যতম স্থান হতে চলেছে তা বলাই যায়। খোলা মাঠে রান্নাবান্না, শিশুদের খেলাধুলা, দলবদ্ধ গান–বাজনা ও ছবি তোলার মধ্যে দিয়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে গোটা এলাকায়।

পর্যটকদের ভিড় বাড়ায় উপকৃত হচ্ছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও। খাবারের দোকান, চা–কফি, ফুচকা–চাউমিন থেকে শুরু করে খেলনার স্টল—সব ক্ষেত্রেই বেড়েছে বিক্রি। শীতের এই মরশুমকে ঘিরে বাড়তি আয়ের আশা করছেন ব্যবসায়ীরা। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে রয়েছে কঠোর নজরদারি। একদিকে যেমন ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার উদ্যোগে পিকনিক করতে আসা পর্যটকদের জন্য সুব্যবস্থাপনা করা হয়েছে ঠিক তেমনি পাশেই হুগলি নদীতে কোনভাবে নজর এড়িয়ে যাতে কেউ না নেমে যায় তার জন্য চলছে সচেতনতা মূলক মাইকিং প্রচার।

এক পিকনিকপ্রেমীর কথায়, "শীতের সময় পরিবার নিয়ে ঘুরতে আসার জন্য কেল্লার মাঠ খুব ভালো জায়গা। খোলা পরিবেশ, নদীর ধারে বসে সময় কাটানো যায়, তাই প্রতি বছরই আসি।"

এক স্থানীয় ব্যবসায়ী জানান, "পিকনিকের মরশুম শুরু হলেই আমাদের রোজগার বেড়ে যায়। এই কয়েকটা মাস আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

তবে ভিড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু সমস্যাও সামনে আসছে। পর্যটকদের একাংশের অসচেতনতার কারণে মাঠে আবর্জনা জমে যাওয়ার অভিযোগ উঠছে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা পরিচ্ছন্নতা রক্ষার ওপর জোর দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা ও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সব মিলিয়ে শীতের মরশুমে ডায়মন্ড হারবার কেল্লার মাঠ পিকনিক স্পট এখন আনন্দ ও উৎসবের কেন্দ্র। তবে আনন্দের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বও সকলের—এটাই এখন স্থানীয়দের একমাত্র প্রত্যাশা।

জাদু শিল্পীদের সম্মেলন

উজ্জ্বল সরদার : ভারতবর্ষ হল জাদুর দেশ। অতীতকাল থেকেই এদেশের জাদুকররা বিশ্বমঞ্চ দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। উল্লেখ্য বাংলা হল সেই বুদ্ধিমত্তা আর উপস্থাপন গুণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাদু শিল্পের স্থান। বাঙালি হয়েও জাদুসম্রাট পি সি সরকার সমগ্র পৃথিবীকে চমকে

দিয়েছিলেন তাঁর মঞ্চে জাদু প্রদর্শনের মাধ্যমে। জাদুসম্রাট পি সি সরকার, যার প্রকৃত নাম ছিল প্রতুল চন্দ্র সরকার। বংশ পরম্পরায় জাদু বিদ্যার সাথে জড়িয়ে থেকে তিনিই নিজেকে এই ক্ষেত্রে বিশেষ আন্তর্জাতিক পরিচিতি দিতে পেরেছিলেন সফল ভাবে। তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র প্রদীপ চন্দ্র সরকার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র নাম নিয়ে জাদুর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। বাবার বিগত বেশ কিছু বছরের মতো, এবছর ও তাঁরা আয়োজন করেছিল ২দিনের জাতীয় স্তরের আলোচনা ও জাদু প্রদর্শনের অনুষ্ঠান। ২০ ও ২১ ডিসেম্বর, কলকাতার দি ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্থনি অডিটোরিয়াম হলে হাজির হয়েছিলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত জাদুকরেরা। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশ্ব বিখ্যাত জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র। ভারতবর্ষের রাজস্থান, তামিলনাড়ু, কেরালা, ছত্তিশগড় এমন সব বিভিন্ন প্রদেশ থেকে স্বনামধন্য জাদুকররা এই দুইদিন শহরের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন। জাদু সংক্রান্ত আলোচনা, জাদু প্রদর্শন এসব নিয়ে ভরপুর ছিল দুই দিনের অনুষ্ঠান। বিশিষ্ট জাদুকর রাজামূর্তি, জুনিয়র শঙ্কর, সুরাজ, রাজকুমার প্রমুখ জাদুকরদের যোগদানে অনুষ্ঠানের অনন্য মাত্রা যোগ হয়েছিল। প্রথম দিনের সূচনার অনুষ্ঠানে এমএলএ সংগঠনের পক্ষ থেকে জাদুকর পি সি সরকারকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। তাঁর হাত দিয়ে তারা নতুন বছরের একটি ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেন, যার বিষয় ভাবনাতে তারা শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্বনামধন্য জাদুকর প্রিন্স শীলকে। সবমিলিয়ে শহরের জাদু সম্মেলন ছিল বেশ জমজমাট।

প্রাক্তন কর্মী সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮ ডিসেম্বর 'অপরাহ্নের আলো' নামে রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর–এর প্রাক্তন কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ২৪ পরগণার খড়দহের শ্যামসুন্দর মন্দির প্রাঙ্গণে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারায় একসময় যাঁরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা, স্বল্প সঞ্চয়, স্বনির্ভরতা, নারী ক্ষমতায়ন প্রভৃতি নানা প্রকল্প বাস্তবায়নে গ্রামে গ্রামে কাজ করেছেন তাঁদের সম্মিলিত উদ্যোগে অনাড়ম্বরভাবে এই সম্মেলন

অনুষ্ঠিত হয়। করোনা অতিমারির সময় কয়েকজন কর্মীর আগ্রহে অপরাহ্নের আলো নামে একটি গ্রুপের মাধ্যমে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা চলত। বর্ষীয়াণ প্রাক্তন কর্মী মিহির বসুর পৌরোহিত্যে সবাই মুখোমুখি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আহ্বায়ক জ্যোতির্ময় দাস সম্মেলনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রারম্ভিক আলোচনা করেন। এছাড়া স্মৃতিচারণা, আলোচনা, সঙ্গীত প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান হয়। অংশগ্রহণ করেন মৃণাল বিশ্বাস, নটবর মণ্ডল, ডাঃ জয়ন্ত চৌধুরী, তপনকান্তি মণ্ডল, সুকেশ ভৌমিক, তপন মিশ্র, শিউলি সাহা প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন দেবীদাস ব্যানার্জী ও অন্যান্য কর্মীরা। শুরুতে প্রয়াত প্রাক্তন কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনার মাধ্যমে স্থির হয়, প্রাক্তন কর্মীদের পারস্পরিক খোঁজ খবর রাখা বা বিপদে আপদে পাশে থাকার চেষ্টা করবেন। এদিন সমাজের দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের সেবা কাজের জন্য এদিন একটি তহবিল গঠন, কর্মী সদস্যরা কোথাও ভ্রমণ করতে চাইলে অপেক্ষাকৃত কম খরচে নির্ভরযোগ্য স্থানে যোগাযোগ করা, এলাকা ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনা প্রভৃতি নানা কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ও এই সম্মেলনে গুরুত্ব পেয়েছে। প্রতি মাসে ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মাধ্যমে সাংগঠনিক কাঠামো দৃঢ় করার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। উপস্থিত সকলে আহ্বায়ক জ্যোতির্ময় দাসকে ধন্যবাদ জানান।

ক্যানিংয়ে সংস্কৃতি চর্চার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের দিয়ে মধ্য ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ক্যানিংয়ে অনুষ্ঠিত হল সংস্কৃতি চর্চার আসর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আগুনের পরশ মণি' বিখ্যাত সঙ্গীত দিয়েই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এছাড়াও প্রখ্যাত গীতিকার, সুরকার ও সঙ্গীত শিল্পী সলিল চৌধুরী'র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়াও গিটার, তবলা, স্প্যানিস গিটার, লহরা সহ বিভিন্ন যন্ত্র সঙ্গীতের মধ্যদিয়ে প্রয়াত সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পীদের স্মরণ করা হয়। এছাড়া আধুনিক গান, ছড়া, কবিতা পাঠ, নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সুরদীপ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ১৩ তম বর্ষের সংস্কৃতি চর্চার আসর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় শতাধিক শিল্পী।

ক্যানিংয়ের বন্ধুমহল অডিটোরিয়ামের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে 'বিদ্যুৎ রায় চৌধুরী স্মৃতি' পুরষ্কার তুলে দেওয়া হয় আবৃত্তিকার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যকার গোপাল মণ্ডলকে। এছাড়াও সঙ্গীতের বিভিন্ন

বিভাগে শ্রেষ্ঠাংশু হাউলি, ঈশিতা বিশ্বাস, শুভশ্রী হালদার, অর্কীট ঘোষ, বেদাঙ্গ বাগ, তিয়াশা পালকে বিশেষ পুরষ্কারের পুরষ্কৃত করা হয়। পাশাপাশি অনুষ্ঠান মঞ্চে সুরদীপ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের কর্ণধার প্রদীপ বোস কে 'তবলা গুরু' সম্মানে ভূষিত করেন তাঁরই প্রাক্তন ছাত্ররা। এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষক সন্তোষ হালদার। সঙ্গীত চর্চার আসর প্রসঙ্গে সঙ্গীত শিল্পী প্রদীপ বোস জানিয়েছেন, 'সংস্কৃতি যাতে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে দেওয়া যায় এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম উদ্বুদ্ধ হয়, তার জন্য এমন আয়োজন।'

শিশু শিক্ষা নিকেতনের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়া ওন্দা ব্লকের বালিয়াড়া গ্রামের শিশু শিক্ষা নিকেতন স্কুলে পালিত হল তাদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী সভা। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া ভলান্টিক ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির সম্পাদক বিপ্রদাস মিদ্যা সহ এলাকার স্থানীয় বিশিষ্ট মানুষজন।

নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র–ছাত্রীদের পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার নজির দেখা গেল এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। পড়াশোনাতে ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফল তো করেই তার সঙ্গে খেলাধুলাও জ্বলে নিয়মিত এবং সাংস্কৃতিক চর্চা। তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পড়াশোনা ও খেলাধুলার পুরস্কার ছাড়াও,

অনুষ্ঠান মঞ্চ মাতালো ছাত্রছাত্রীরা নাচ, আবৃত্তি এবং জিমন্যাস্টিক এর মাধ্যমে। স্কুলের প্রতিষ্ঠা সদস্য তথা শিক্ষক অসীম নন্দী জানান, '২০১০ সাল থেকে কয়েকজন বন্ধু মিলে, এলাকার ছেলেমেয়েদের মানুষ এর মত মানুষ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায়, শুরু করেছিলাম এই স্কুল। গুটি গুটি পায়ে স্কুলের বয়স ১৫ বছর হয়ে গেল। আমাদের মূল ভাবনা আমরা শুধু পড়াই না, আমাদের লক্ষ্য চরিত্র গঠন করা।'

এই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বালিয়াড়া গ্রামের বীর সন্তান, যারা দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে। সেই সৈনিকদের সম্মান জানানো হয়, তাদের পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে।এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান দেখার জন্য, উপস্থিত ছিলেন স্কুলের অভিভাবক অভিভাবিকা সহ গ্রামের মানুষজন।

ঘরোয়া পরিবেশে গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ ডিসেম্বর বাণীপুর গৌরাঙ্গ দাসের বাসভবনে প্রায় ১৫–১৬ জন কবি–সাহিত্যিক ও গবেষকদের নিয়ে প্রকাশ হল কবি গৌরাঙ্গ দাসের গল্পগ্রন্থ 'নীল আকাশ আর মেঘেদের গল্প'। উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, সঞ্চালক অমিতাভ দাস প্রমুখ। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন কবি ও শিল্পী ধন্ত বিশ্বাস। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি বিষ্ণু সরদার, স্বপন চক্রবর্তী, শর্মিলা পাল, সুরঞ্জন টিকাদার, সুনন্দা বোস, তমালবৃক্ষ বণিক প্রমুখ। গল্পপাঠ করেন সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস। সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় '৬৫ বছরের স্বনর্গ' শোধ সম্পর্কে বলেন যে, প্রথম বিধবা বিবাহকারী শ্রীশচন্দ বিদ্যারত্ন কলেজে পড়াকালীন শিবনাথ শাস্ত্রীর বাবা হরনাথ ভট্টাচার্য্য বন্ধু শ্রীশের কাছ থেকে কয়েক দফায় ৪০ টাকা

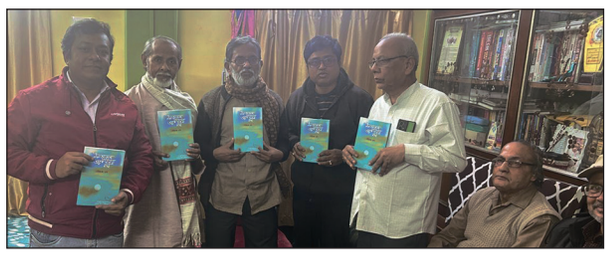

কর্জ করেছিলেন। কথা ছিল যে কাজে যোগ দিলে এই টাকা শোধ করিবেন। কিন্তু বিধবা বিবাহ আন্দোলনে সকলে এদিক ওদিক ছিটকে যান। ৬৫ বছর পরে মৃত্যুর আগে হরনাথ ভট্টাচার্য্য পুত্র শিবনাথকে বলেন, ওরে বড় ভুল হয়ে গেছে। কথা ছিল যে জীবনে কোনো ঋণ রেখে যাব না। আজ হঠাৎ মনে পড়েছে। সেই টাকা শোধ না দিলে আমি মরেও শান্তি পাব না। অবশেষে শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রীশচন্দ্রের বাড়ি গোবরডাঙা খোঁজ পেয়ে গিয়ে শ্রীশ পুত্র বঙ্কিম বেঁচে ছিলেন। তাকে দিয়ে রসিদ নিয়ে বাবাকে দেন। শ্রীশচন্দ্র সে সময় প্রয়াত ছিলেন। তাঁর পুত্র বলেন, এমনতো কোথাও শুনিনি যে ৬৫ বছর পরে বাড়ি এসে টাকা শোধ করে। এই ঘটনায় সকলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সভাপতি সুরঞ্জন প্রামাণিক গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মতামত প্রকাশ করেন। টুলু সেনের সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। স্বাগত ভাষণে গ্রন্থ প্রকাশ সম্পর্কে গৌরাঙ্গ দাস বলেন, দিনটি ছিল ১ পৌষ। তাই পাটিসাপটাসহ অন্যান্য জলযোগের আয়োজন ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

নাওয়াপাড়া নীলকমল হাইস্কুল প্রাক্তনী সংসদের পুনর্মিলন

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী : ২৫ ডিসেম্বর বর্ষ শেষের বিদায় মুহূর্তে হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নাওয়াপাড়া নীলকমল হাইস্কুল

প্রাক্তনী সংসদের বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হল। সারাদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অঙ্কন প্রতিযোগিতা, কুইজ, সঙ্গীত, নৃত্য ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা নাটক পরিবেশিত করে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। মধ্যাহ্ন বিরতির সময় মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। এই পুনর্মিলন উৎসব ঘিরে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের ও এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

পাঁচ বেলাতে গল্পের বই প্রকাশ

হীরালাল চন্দ্র : ২৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় মানিকতলার ২৯, কারবালা ট্যাঙ্ক লেনে পার্থপ্রতিম পাঠকের উদ্যোগে প্রতিভাময়ী সাহিত্যিক প্রখ্যাত বর্ষীয়ান লেখিকা অশোকা পাঠকের লেখা গল্পের বই 'সাঁঝবেলাতে' অনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হল। অনুপ্রেরণা : লেখিকা শ্যামলী বসু। বইতে মোট ১৮ টি ছোট গল্প ও ১১২ পাতা আছে। স্বর্গীয় চণ্ডীমাধব ব্যানার্জী, স্বর্গীয় উষারাণী দেবী ও পঙ্কজ পাঠকের পুন্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। বিশেষ অতিথি কবি নন্দিতা সেন ব্যানার্জী, অনিন্দ্য ঘোষ, মিত্রদীপ মল্লিক, সজল আঢ্য বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রকাশক – সনদীপ ভট্টাশালী। বইটিতে সুখ–দুঃখ, হাসি–কান্না গভীর প্রেম ভালোবাসা পাঠকদের এই বইটি বিশেষ ভাবে ভালো লাগবে। মূল্য – ২৫০ টাকা, প্রচ্ছদটিও খুব সুন্দর।

ছিন্নমস্তার মেলা

সুখেন্দু হীরা

নদিয়া জেলার মেহেরপুর থানার দারিয়াপুর গ্রাম। নদিয়া জেলায় আবার মেহেরপুর থানা কোথায়? এক কালে ছিল, বর্তমানে তা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায় অবস্থিত। ইংরেজ আমলে অবিভক্ত নদিয়া জেলা কৃষ্ণনগর সদর, রানাঘাট, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়াও মেহেরপুর, এই ৫টি মহকুমায় বিভক্ত ছিল। দেশভাগের সময় ভুলবশত গোটা নদিয়া জেলা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। দুদিন পরে নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর সদর, রানাঘাট ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কারণে ১৮ আগস্ট নদিয়া জেলার মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা উদযাপন করে, যা আজও পালিত হয়। চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর, এই তিনটি মহকুমা কুষ্টিয়া জেলা হিসেবে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়।

দারিয়াপুর গ্রামের বাইরে একটি কালি থান ছিল। তাতে বাৎসরিক কালীপূজা হত কার্তিক মাসের অমাবস্যাতে অর্থাৎ শ্যামা পূজার সময়।

১৩৪০ বঙ্গাব্দ। পূজা শুরু হল, প্রথম রাতেই কে বা কারা এসে প্রতিমা ভেঙে দিয়ে যায়। ছিটেবেড়ার মণ্ডপ গুড়িয়ে দেয়। গ্রাম জুড়ে হৈ চৈ। পুলিশ আসে। তখন মেহেরপুর থানার ও.সি. ছিলেন সতীশ মুখার্জী। অভিযোগ গ্রামের করিম মোক্তার মূর্তি ভেঙেছে বা

ভাঙ্গা করিয়েছে। থানার মামলা রুজু হয়, তিনজন গ্রেপ্তার হয়। অ্যারেস্ট না হয় হল, কিন্তু পূজা যে অসমাপ্ত থেকে গেছে, গ্রামের ঘোর অকল্যাণ হবে।

সমস্যার সমাধান দিলেন মেহেরপুর থানার বড়বাবু সতীশ মুখার্জী। একটি ছিন্নমস্তার ছবি গ্রামবাসীদের হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনারা ছিন্নমস্তার পূজা করে পূজা শেষ করুন। তাহলে আর কোনও দোষ থাকবে না।'

স্থানীয় পালকে দিয়ে প্রতিমা গড়িয়ে দারিয়াপুরে পূজা শুরু হয়। ১৯৪৯ সালে দারিয়াপুরের হিন্দুরা নদিয়া জেলার তেহট্টের মুসলিমদের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করে তেহট্টে চলে আসে। দারিয়াপুর তেহট্ট থেকে পূর্ব দিকে অবস্থিত, সোজাসুজি দূরত্ব ১০ কিলোমিটার মতো হবে।

দারিয়াপুর গ্রাম থেকে প্রায় সব হিন্দুরা চলে আসায় দারিয়াপুরে ছিন্নমস্তা পূজা বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে মন্দিরের সামনে গোরস্থান হয়েছে, কিন্তু জায়গাটার নাম কালীতলা রয়ে গেছে। বর্তমানে দাড়িয়াপুর মৌজা মেহেরপুর উপজেলায় অবস্থিত।

তেহট্টে আসার পর দারিয়াপুরের হিন্দুরা সঙ্গে সঙ্গে পূজা শুরু করতে পারেনি। প্রাথমিক ঝড়ঝাপটা সামলে, কিছুটা থিতু হলে তারপর এখানে পূর্বপুরুষদের প্রচলিত পূজা এখানে শুরু করে। এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী হন সুশীল বিশ্বাস। তিনি পাটের ব্যবসা করে কিছুটা অর্থের মুখ দেখেন। তখন ১৯৫৮ সালে তাঁর উদ্যোগে তেহট্টে ছিন্নমস্তা পূজা শুরু হয়। প্রথম বছর থেকে মেলাও শুরু হয়। সেই সঙ্গে শুরু হয় পাঠা বলি। পূর্ব পাকিস্তানে বলির প্রচলন ছিল না। পূজার বাঁধা দিন হল 'মুলা ষষ্ঠী'। দুর্গাপূজার পরের ষষ্ঠী জগদ্ধাত্রী পূজার ষষ্ঠী, তারপরের ষষ্ঠী হল মূলাষষ্ঠী। তবে মেলা চলে একমাস।

এই ছিন্নমস্তা কালীপূজা বলির জন্য বিখ্যাত। প্রথম মঙ্গলবার বলি হয় না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মঙ্গলবার বলি হয়। বাজনা বাজিয়ে সামনে খড়্গ উঁচিয়ে লোক বলি দিতে আসে। বলির মঙ্গলবার গুলোতে প্রচুর ভিড় হয়।

এক মঙ্গল সন্ধ্যার মুখে তেহট্টে পৌঁছলাম। তখনও কিছু লোক বলি দিয়ে ফিরছে। মেলা খুব বড়, কিন্তু মেলার জন্য প্রশস্ত জায়গা নেই। রাস্তার ধারে এবং কিছু 'পকেট'–এ অর্থাৎ গলিতে মেলার ব্যবস্থা। একটি চাষের মাঠে নাগরদোলা, টয়ট্রেন ইত্যাদি 'রাইড' বসেছে। মন্দিরের জন্য পুটুরানি দাসী জমি দান করেছিলেন। সেখানে একটি বড় মন্দির আছে। নির্মাণ কাজ এখনও চলছে।

মেলায় 'হরেক মাল'–এর দোকান বেশি। হরেক মালের কথা বলতে মনে পড়ে যায় ছেলেবেলার 'হরেক মাল সাড়ে ছ'টাকা–র' কথা। পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করত, এখানেও দেখি অবাক করে হরেক মাল ছ'টাকার দোকান। বেশিরভাগ হরেক মাল ১০ টাকা বা কুড়ি টাকা। গৃহস্থলী প্রয়োজনীয় বটি, কাটারি, সাবল, বড় বড় খুন্তি, কাঠের জিনিস, বেতের জিনিসের দোকানও দেখলাম। মেলার পাঁশকুড়ার চপ সহ নানা খাবার দোকান। পাপরিচাট, ভেলপুরীর দোকানে পাপড়ি ও ঝুরিভাজাগুলো হেলানো পাটাতনের ওপর সুন্দর ভাবে সাজানো। আগে এরকম দেখিনি।

যার কাছ থেকে ফুচকা খেলাম সে মেলায় মেলায় ফুচকা বিক্রি করে। স্থায়ী আস্তানা নেই। কোলাঘাট, মেদিনীপুর পর্যন্ত গেছেন ফুচকার বাক্স নিয়ে। কিভাবে যান? ৪–৫ জন মিলে গাড়ি ভাড়া করে যায়। এমেলায় ফুচকা ১০ টাকায় পাঁচটা। কাঠের জিনিসপত্রের দোকানও প্রচুর সংখ্যায়। সেখানে সারি সারি সাজানো ঠাকুরের আসন সহ, খাট, পালঙ্ক।

ছিন্নমস্তার নিত্য পূজা হয়। মন্দিরে অনেক লোক দেখলাম সন্তান কামনায় গোপাল মানত করে ভক্তরা পূজা দিয়েছেন। বর্তমান পুরোহিত লালমোহন চক্রবর্তী বংশপরম্পরায় পূজা করে আসছেন। এখন প্রতিমা গড়ে দেন কার্তিক পাল। তিনিও বংশ পরম্পরায় মূর্তি গড়ে আসছেন। প্রতিমা বিসর্জনের পর বেদীতে একটি ঘট থাকে। সেখানেই সারা বছর পূজা হয়। বিসর্জনের আগের দিন হয় নারায়ণ সেবা। পূজা ও মেলা পরিচালনার জন্য একটি কমিটি আছে।

ছিন্নমস্তা সাধারণ গৃহী দ্বারা পূজ্য নন, তান্ত্রিক দ্বারা পূজিত। সর্বজনীয় ছিন্নমস্তা পূজাও বিশেষ দেখা যায় না। দুর্গাপুর এর কাছে একটি বীরভানপুর এলাকাতে একটি ছিন্নমস্তা মন্দির এবং সেখানে পূজার খবর পাওয়া গেছে। ছিন্নমস্তা দশ মহাবিদ্যার একটি বিদ্যা। তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী ইনি প্রসন্ন হলে উপাসকরা শিবত্ব লাভ করে, অপুত্রক পুত্রবান, নির্ধন ধনী ও মূর্খ বিদ্বান হয়। ইনি ডান হাতের খড়্গ দিয়ে নিজের মস্তক ছেদন করে, সেই মস্তক বাম হস্তে ধারণ করে লোল জিহ্বা দিয়ে নিজের কণ্ঠ নিসৃত রক্তধারা পান রত। মুণ্ডমালায় বিভূষিত, রতি ও কামের ওপর দণ্ডায়মান।

তথ্য ঋণ: পৌরাণিক অভিধান –সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত (এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রা: লি:)

গরম্পরা

বাঙালির বড়দিন পালন

সুমন সরদার : বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের তালিকায় আজ 'বড়দিন' একটি অবিচ্ছেদ্য নাম। উত্তর কলকাতার বনেদি পাড়া থেকে শুরু করে পার্কস্ট্রিটের ঝলমলে আলোকসজ্জা বড়দিন এখন আর শুধুমাত্র খ্রিস্টান ধর্মের উৎসব নয়, বরং বাঙালির শীতকালীন এক সর্বজনীন সাংস্কৃতিক উৎসব।

খ্রিস্টের জন্মদিন বড়দিন নাম লিখেছিলেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৪০–৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়। অর্থাৎ এই সময় বাংলায় ২৫ ডিসেম্বরকে বড়দিন বলার চল শুরু হয়েছিল। অনেকের ধারণা যে সেই দিন দিনটি বড় হয় তবে কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। আসলে যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন, দিনটি তাদের ভক্তদের কাছে বেশ বড় এবং আন্তরিক সেই কারণেই তার ভক্তরা সেই দিনটিকে বড়দিন নামে ব্যবহার করতেন। তবে কলকাতায় বড়দিনের আনুষ্ঠানিক উদযাপনের সূচনা হয় ব্রিটিশ আমলে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ শাসন বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হলে সাহেবদের হাত ধরেই শুরু হয় ক্রিসমাস ডিনার ও পার্টির চল। প্রথমদিকে এটি ছিল ইউরোপীয়দের নিজস্ব উৎসব। ওল্ড মিশন চার্চ বা সেন্ট জনস চার্চে প্রার্থনার পর সাহেবরা মেতে উঠতেন রাজকীয় ভোজে।

তবে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণ এই চিত্র বদলে দেয়। শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত বাঙালি পরিবারগুলি ধীরে ধীরে সাহেব সমাজের সঙ্গে সৌজন্য রক্ষার খাতিরে বড়দিনের উৎসবে অংশ নিতে শুরু করে। ইউরোপীয় আভিজাত্য ঢুকে পড়ে বাঙালির অন্দরমহলে। এর সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যরসিক বাঙালির জীবনে জায়গা করে নেয় কেক, পুডিং আর কমলালেবু। নাহুমস বা ফ্লুরিসের কেক কেনা হয়ে ওঠে এক বার্ষিক প্রথা।

তবে আজকের প্রজন্মের কাছে বড়দিন মানে শুধু কেক নয়, বরং রহস্যময় সান্তা দাদু আর লাল–সাদা মোজা। বড়দিনের সবচেয়ে রঙিন চরিত্র সান্তা ক্লজ। তাঁর ইতিহাসও বেশ রোমাঞ্চকর। তাঁর মূল অনুপ্রেরণা সেন্ট নিকোলাস। তিনি তুরস্কে বসবাসকারী এক দানবীর ব্যক্তি, যিনি শিশুদের ভীষণ ভালোবাসতেন। কথিত আছে, এক দরিদ্র পিতার তিন কন্যার বিয়ের জন্য তিনি গোপনে চিমনি দিয়ে মোহর ভর্তি থলি ফেলেছিলেন, যা শুকোতে দেওয়া মোজার মধ্যে পড়ে। সেখান থেকেই মোজায় উপহার পাওয়ার প্রথার জন্ম।

সব শেষে বলা যেতে পারে আজকের কলকাতায় বড়দিন মানে গির্জার প্রার্থনা যেমন সত্য, তেমনি সত্য কেক–পেস্ট্রির দোকানে লম্বা লাইন। ধর্মের সীমানা পেরিয়ে বাঙালির বড়দিন এখন সম্প্রীতির প্রতীক। সান্তা ক্লজ এখানে কোনো বিদেশি চরিত্র নন, বরং তিনি সেই জাদুকর যিনি বড়দিনের সকালে বাঙালির মনে এক চিলতে খুশি আর উপহার নিয়ে হাজির হন।

অর্জুন পুরস্কারে ৩ বঙ্গকন্যা খেলরত্নে নাম হার্দিকের

সুমনা মণ্ডল: কোনও ক্রিকেটার বা ফুটবলার নয়, দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়া সম্মান খেলরত্ন পুরস্কার পেতে চলেছেন ভারতীয় হকি টিমের ভাইস ক্যাপ্টেন হার্দিক সিং। প্রাপক তালিকায় আর কোনও নাম না থাকায়, তিনিই নিশ্চিত। হরমনপ্রীত সিংয়ের ডেপুটি হার্দিক ২০২১ সালে টোকিও অলিম্পিক ও ২০২৫ সালের প্যারিস অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য। এশিয়া কাপ জয়ী ২৭ বছর বয়সী হার্দিক, ভারতীয় দলের জার্সিতে খেলেছেন ১৬৪ টি ম্যাচ। এই সম্মান আগে পেয়েছেন ধনরাজ পিল্লাই, সর্দার সিং, রানি রামপাল, পিআর শ্রীজেশ, মনপ্রীত সিং এবং হরমনপ্রীত সিং।

খেলরত্নের পাশাপাশি অর্জুন পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে ২৪ জন অ্যাথলিটকে। এই তালিকাতেও নেই কোনও ক্রিকেটার। নেই ফুটবলারও। চলতি বছর প্রথমবার মহিলা ক্রিকেটে বিশ্বজয় করেছে ভারতীয় দল, এরপরেও কারোর নাম না থাকায় অনেকেই বিস্মিত। ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি গগন নারাং, প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় অপর্ণা পোপট এবং প্রাক্তন হকি খেলোয়াড় এমএম সোমাইয়াকে নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচন প্যানেল নতুন দিল্লিতে এক সভায় নামগুলি সুপারিশ করেছেন। এবার বাংলার তিন ক্রীড়াবিদ রয়েছেন অর্জুন প্রাপক তালিকায়। এঁরা হলেন শুটার মেহুলি ঘোষ, নৈহাটির টেবিল টেনিস খেলোয়াড় সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ও জিমন্যাস্ট প্রণতি নায়েক। নৈহাটির মেয়ে সুতীর্থার নাম অর্জুন পুরস্কারে আসায় স্বভাবতই খুশির হাওয়া সেখানে। প্রথমবারের মতো যোগাসন থেকে কোনও ক্রীড়াবিদ অর্জুন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। আর প্রথমবার এই সম্মান পেলেন আরতি পাল।

একনজরে দেখে নেওয়া যাক সুপারিশ করা অর্জুন পুরস্কার প্রাপকদের নাম তেজস্বীন শঙ্কর (অ্যাথলেটিক্স), প্রিয়াঙ্কা (অ্যাথলেটিক্স), নরেন্দ্র (বক্সিং), ভিদিথ গুজরাতি (দাবা), দিব্যা দেশমুখ (দাবা), ধনুশ শ্রীকান্ত (ডিফ শুটিং), প্রণতি নায়েক (জিমন্যাস্টিক), রাজকুমার পাল (হকি), সুরজিৎ (কবাডি), নির্মলা ভাটি (খো খো), রুদ্রাংশ খান্ডেলওয়াল (প্যারা-শুটিং), একতা ভিয়ান (প্যারা-অ্যাথলেটিক্স), পদ্মনাভ সিং (পোলো), অরবিন্দ সিং (রোয়িং), অখিল শেওরান (শুটিং), মেহুলি ঘোষ (শুটিং), সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় (টেবিল টেনিস), সোনম মালিক (কুস্তি), আরতি পাল (যোগাসন), তৃষা জলি (ব্যাডমিন্টন), গায়ত্রী গোপীচাঁদ (ব্যাডমিন্টন), লালরেমসিয়ামি (হকি), মহম্মদ আফসল (অ্যাথলেটিক্স), পূজা (কবাডি)।

রাষ্ট্রপতির থেকে বিশেষ পুরস্কার বৈভব সূর্যবংশী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বয়স মাত্র ১৪। এরমধ্যেই ২২ গজে ঝড় তুলে পরিচিত মুখ বিহারের ছেলে বৈভব সূর্যবংশী। একের পর এক রেকর্ড তাঁর নামে। ছক্কার ফুলঝুরি ফোটাতে ওস্তাদ। বিস্ময় এই ক্রিকেটারের হাতেই উঠল রাষ্ট্রপতি পুরস্কার। দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার'এ ভূষিত হলেন বৈভব। নতুন দিল্লিতে এক জমকালো অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেন।

মূলত ২০২৫ সালে ক্রিকেটের মাঠে একের পর এক বিশ্বরেকর্ড গড়ার সুবাদে ১৪ বছর বয়সী এই কিশোরকে সর্বোচ্চ এই নাগরিক সম্মানে ভূষিত করা হল। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণত ৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য কৃতিত্বের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করে। প্রতিবছরই বীর বাল দিবসে সাহসিকতা, শিল্প ও সংস্কৃতি, পরিবেশ, উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সামাজিক কাজ ও ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। বৈভব সূর্যবংশী গত বছর মাত্র ১৩ বছর বয়সে আইপিএলের মেগা নিলামে ডাক পেয়ে বিশ্বজুড়ে আলোচনায় আসেন।

ভারতের সিনিয়র দলের জার্সি না পেলেও, অনূর্ধ্ব১৯ ও আইপিএলে দারুন পারফর্ম করেছেন বৈভব। ভারতীয় দলের হয়ে এশিয়া কাপও খেলেছে। মাত্র ১৪ বছর ১০০ দিন বয়সে যুব ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি করে বিশ্বের কনিষ্ঠতম সেঞ্চুরিয়ান বনে যান। বিজয় হাজারে ট্রফিতে মাত্র ৮৪ বলে ১৯০ রানের এক টর্নেডো ইনিংস খেলেন বৈভব। এই পথে মাত্র ৫৯ বলে ১৫০ রান পূর্ণ করে তিনি

লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে দ্রুততম দেড়শ রানের বিশ্বরেকর্ড গড়েন। মাত্র ১৪ বছর ২৭২ দিন বয়সে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করে বৈভব এখন পুরুষদের এই ফরম্যাটে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ান।

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার গ্রহণের জন্য শুক্রবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলতে পারেনি বৈভব। তবে এই পুরস্কার তাঁকে ভবিষ্যতে আরও ভাল খেলার অনুপ্রেরণা দেবে বলেই মনে করছেন অনেকে।

বড় দায়িত্ব পেলেন বৈভব, অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি : একইসঙ্গে ঘোষণা হয়ে গেল অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ ও দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ভারতীয় দল। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে আয়ুষ মাত্রের নেতৃত্বে খেলতে নামবে ভারত। অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বড় দায়িত্ব পেয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। আয়ুষ মাত্রে না খেলতে পারার জন্য তাঁকেই অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়। তবে বিশ্বকাপের স্কোয়াডেও আছেন বিহারের এই বিস্ময় ক্রিকেটার।

অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ হবে জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়াতে। নতুন বছরে ১৫ জানুয়ারি বুলাওয়েতে কুইন্স স্পোর্টস ক্লাবে যুবরা বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ দিয়ে। এরপর ১৭ জানুয়ারি একই ভেন্যুতে ভারতের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ ও ২৪ জানুয়ারি খেলা শক্তিশালী নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। বিশ্বকাপের আগে ৩, ৫ এবং ৭ জানুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিনটি ওডিআই ম্যাচ খেলবে ভারত।

চোটের কারণে আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে তিনি খেলতে পারবেন না আয়ুষ। তাই বৈভবের হাতেই নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয়। শুধু আয়ুষই নয়, বিশ্বকাপের সহ অধিনায়ক বিহান মালহোত্রাও চোটের কারণে খেলতে পারবেন না দক্ষিণ

আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে। সে কারণেই বৈভবের কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জ বিশ্বকাপের আগে। তবে মাত্র ১৪ বছর বয়সে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়ে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য ভারতীয় দল: বৈভব সূর্যবংশী (অধিনায়ক), অ্যারণ জর্জ (সহ-অধিনায়ক), বেদান্ত ত্রিবেদী, অভিজ্ঞান কুন্ডু (উইকেটকিপার), হারবংশ সিং (উইকেটকিপার), আর.এস. অম্বরীশ, কনিষ্ক চৌহান, খিলান এ. প্যাটেল, মহম্মদ ইনান, হেনিল প্যাটেল, ডি. দীপেশ, কিষাণ কুমার সিং, উদ্ধব মোহন, যুবরাজ গোহিল এবং রাহুল কুমার।

অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য ভারত দল: আয়ুষ মাত্রে (অধিনায়ক), বিহান মালহোত্রা (সহ অধিনায়ক), বৈভব সূর্যবংশী, অ্যারন জর্জ, বেদান্ত ত্রিবেদী, অভিজ্ঞান কুন্ডু (উইকেটকিপার), হারবংশ সিং (উইকেটকিপার), আর.এস. অম্বরীশ, কনিষ্ক চৌহান, খিলান এ. প্যাটেল, মহম্মদ ইনান, হেনিল প্যাটেল, ডি. দীপেশ, কিষাণ কুমার সিং এবং উদ্ধব মোহন।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়া জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের আয়োজনে ও সমগ্র শিক্ষা মিশন বাঁকুড়ার সহযোগিতায় ৪১ তম জেলা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া লোকসভার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর এর প্রতিমন্ত্রী জোৎস্না মান্ডি, রায়পুর বিধানসভার বিধায়ক মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু, অতিরিক্ত জেলা শাসক নকুল চন্দ্র মাহাতো সহ একাধিক বিশিষ্ট মানুষজন। প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ সভাপতি ডঃ শ্যামল সাঁতরা জানান, 'জেলার ৩ টি মহকুমার, শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সহ প্রায় ৫০ থেকে ৫৫ টি ইভেন্টে এই প্রতিযোগিতা হয়।

বাঁকুড়ায় লালবাজার চ্যাম্পিয়ন কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : যিশুখ্রিস্টের শুভ জন্মদিনে, বাঁকুড়ার হিন্দু হাইস্কুল ময়দানে, শুরু হল লালবাজার চ্যাম্পিয়ন কাপ ২০২৫ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া জেলার সহ মোট ১৬টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। ২৫ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে এই প্রতিযোগিতা। মোট ২৭টি খেলা হবে। এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম মুখার্জী(নটু), বাঁকুড়া পৌরসভার স্থানীয় কাউন্সিলর রেখা দাস রজক, অমৃতা গরাই কুন্ডু ও টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি অভিজিৎ দত্ত সহ বাঁকুড়ার বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।'

৩০ ডিসেম্বর সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলা হওয়ার কথা থাকলেও ওইদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা বাঁকুড়া বড়জোড়ায় থাকায় খেলা হয় ৩১ ডিসেম্বর। ফাইনাল খেলা হয় জয় মনোহর একাদশ বনাম এ টু জেড বীরভূম দলের। ফাইনালে জয়ী হয় জয় মনোহর একাদশের। বিজয়ীদের ট্রফি সহ ৩ লক্ষ টাকা নগদ এবং বিজিতদের ট্রফি এবং ২ লক্ষ টাকা নগদ মূল্যের পুরস্কার প্রদান করা হয়। ম্যান অফ দ্যা সিরিজ পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় রুপোর ব্যাট।

আন্তঃজেলা খো খো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরের বামনখালি এম.পি.পি হাই স্কুলের মাঠে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হল ৩৬ তম আন্তঃজেলা খো খো প্রতিযোগিতা ২০২৫। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খো খো সংস্থার পরিচালনায় এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা খো খো সংস্থার বিশেষ সহযোগিতায় এই ২ দিনব্যাপী প্রতিযোগিতাটি ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। ডিভিশন-এ পর্যায়ের এই লড়াইয়ে পুরুষ ও মহিলা-উভয় বিভাগেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই প্রত্যক্ষ করেন দর্শকরা।

ফাইনালে পশ্চিম মেদিনীপুরকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে নদীয়া জেলা। পশ্চিম মেদিনীপুরকে রানার্স শিরোপাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মহিলা বিভাগের হারের মধুর প্রতিশোধ নেয় পশ্চিম মেদিনীপুর। তারা নদীয়া জেলাকে পরাজিত করে পুরুষ বিভাগের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ছিনিয়ে নেয়। খেলার প্রথম দিন একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে প্রতিযোগিতার সূচনা করা হয়। স্থানীয় এলাকার ছাত্রছাত্রী ও ক্রীড়ানুরাগীদের অংশগ্রহণে এই র‍্যালিটি গোটা এলাকায় খেলাধুলার ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেয়।

প্রতিযোগিতার মূল উদ্যোক্তা হিসেবে নিরলস পরিশ্রম করেছেন সাগর জোনাল কাবাডি এন্ড খো খো অ্যাকাডেমির কর্ণধার রফিক। উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একঝাঁক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। উপস্থিত ছিলেন খো খো বিশ্বকাপের প্রথিতযশা খেলোয়াড় সুমন বর্মন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়াবিভাগের সাধারণ সম্পাদক অমর নাথ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খো খো সংস্থার সভাপতি কমলেশ চ্যাটার্জী ও সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ চ্যাটার্জি। এছাড়াও প্রশাসনিক স্তরের আধিকারিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি, মুড়িগঙ্গা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গোবিন্দ মণ্ডল এবং বামনখালি এম.পি.পি হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে জানান, খো খো-র মতো মাটির খেলাকে জনপ্রিয় করতে এই ধরনের আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে গঙ্গাসাগরের মতো প্রান্তে এমন উন্নতমানের প্রতিযোগিতার আয়োজন গ্রামীণ প্রতিভা অন্বেষণে বড় ভূমিকা নেবে। উপস্থিত প্রশাসনিক কর্তারা আশাপ্রকাশ করেন যে, এখান থেকেই আগামীদিনে জাতীয় স্তরের খেলোয়াড় উঠে আসবে।

শুরু হচ্ছে যুবভারতী সংস্কারের কাজ কিন্তু খরচ দেবে কে!

নিজস্ব প্রতিনিধি : লিওনেল মেসির কলকাতা সফর যে স্মৃতিতে ফুটবলের উন্মাদনা ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ছিল, তা শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছিল বিশাল বিশৃঙ্খলায়। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রিয় তারকাকে কাছ থেকে দেখতে না পেয়ে উত্তেজিত দর্শকদের একাংশ নিয়ন্ত্রণ হারান। মাঠে নেমে পড়ে ভাঙচুর চালানো হয় গ্যালারির সিট, প্লেয়ারদের টানেল ও ক্যানোপিতে। সেই ঘটনার পর দীর্ঘ সময় পেরোলেও অবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত যুবভারতীর সংস্কারের পথে হাঁটতে চলেছে রাজ্য সরকার।

মেসির সফর ঘিরে তৈরি হওয়া অরাজকতার তদন্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রশাসনিক স্তরে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি বিচারপতি রায়, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও ক্রীড়া সচিব রাজেশ সিনহা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন পরিদর্শন করেন।

স্টেডিয়ামের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয় পূর্ত দপ্তরকে। সূত্রের খবর, সেই দপ্তরের রিপোর্ট এরই মধ্যে নবান্নে জমা পড়েছে। রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকরা রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সংস্কারের কাজে দ্রুত হাত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছরের শুরুতেই মেরামতির কাজ শুরু হতে পারে। যেহেতু তদন্ত প্রক্রিয়া চলছিল, তাই তার আগে সংস্কারের ছাড়পত্র দেওয়া সম্ভব হয়নি।

তবে এখানেই উঠছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—এই সংস্কারের খরচ কে বহন করবেন? মেসিকে কলকাতায় আনার মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত বর্তমানে জেল হেফাজতে। তাঁর বিরুদ্ধে টিকিট বিক্রি ও সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগে প্রায় ২৩ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়মের কথা আদালতে জানিয়েছে সরকারি পক্ষ। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও ফ্রিজ করা হয়েছে। এই অবস্থায় সংস্কারের অর্থ আদায় আদৌ সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে।

ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলকে ২৫ লাখ টাকা পুরস্কার ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাফ ক্লাব কাপ জয়ী ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের ফুটবলার, কোচ অ্যান্টনি অ্যান্ড্রিউজ এবং সাপোর্টিং স্টাফদের সংবর্ধিত করলো ক্লাব। বড়দিনের সন্ধ্যায় ক্লাব প্রাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি মুরারীলাল লোহিয়া, সচিব রূপক সাহা, সহকারী সচিব ডাঃ শান্তি রঞ্জন দাশগুপ্ত, ইমামি গ্রুপের ডাইরেক্টর সন্দীপ আগারওয়াল, ফুটবল অপারেশন হেড থাংবৈ সিংটো এবং হেড কোচ অ্যান্টনি অ্যান্ড্রিউজ। ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলি, দেবব্রত সরকার, ক্লাবের কর্মসমিতির সকল সদস্য ও ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড়েরা। মহিলা ফুটবলারদের এমন আকাশচুম্বী সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ক্লাবের তরফে ২৫ লক্ষ টাকার চেক। সেইসঙ্গে

প্রত্যেককে লাল হলুদ উত্তরীয় এবং শতবার্ষিকী কয়েন।

এএফসি-র অভিযানকে ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করেন সচিব রূপক সাহা। কাঠমান্ডুতে সাফ ক্লাবের ট্রফি ক্লাবকে গর্বিত করেছে বলেও জানান তিনি। সভাপতি মুরারীলাল লোহিয়া ক্লাবের এই ফুটবলারদের কীর্তিকে উচ্চাঙ্গে তুলে ধরে বলেন, 'দিল মাঙ্গে মোর'। ইমামি কর্তা সন্দীপ আগারওয়াল বলেন, ফুটবল নিয়ে উৎসাহটা যথেষ্ট থাকলেও এ সম্পর্কে তেমন সম্যক ধারণা তাঁর ছিল না। তবে সাফল্যের সরণিতে দলের ঠিকানাকে নিশ্চিত করতে তিনি সর্বতোভাবে পাশে থাকার অঙ্গীকারকে পূর্ণ করেন বলে জানান।

অধিনায়ক ফাজিলার গলায় ছিল ট্রফি জয়ের তৃপ্তির সুর।

আতশ কাচে

দাবায় ইতিহাস

কাতারের দোহায় ফিডে দাবায় পুরুষ ও মহিলাদের বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের অর্জুন এরিগাইসি এবং কোনেরু হাম্পি পুরুষ ও মহিলাদের বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। ১০.৫ পয়েন্ট পেয়ে ম্যাগনাস কার্লসেন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। মহিলা বিভাগে আলেকজান্ড্রা গরিয়াচিকিনা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অর্জুন এরিগাইসি এবং কোনেরু হাম্পিকে ফিডে দাবা ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিড চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

নতুন রেকড

ভুটানের বাঁ হাতি স্পিনার সোনম ইয়েশে আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচে ৮ উইকেট নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। ২২ বছর বয়সী এই স্পিনার ভুটানের গেলেফুতে মায়ানমারের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-২০ ম্যাচে ৪ ওভারে ৭ রান দিয়ে ৮ উইকেট নিয়ে এই রেকর্ড করেন। প্রথমে ব্যাট করে ভুটান ১২৭ রান তোলে। ইয়েশের বোলিং দাপটে মায়ানমার ৯ ওভার ২ বলে ৪৫ রানে অলআউট হয়ে যায়।

ফিট ইন্ডিয়া

কেন্দ্রীয় সরকারের ফিট ইন্ডিয়া কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সল্টলেকের সাই কমপ্লেক্সে ফিট ইন্ডিয়া সান্ডেস অন সাইকেল শীর্ষক বিশেষ সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। প্রায় ১৫ হাজার সাধারণ মানুষ এর পাশাপাশি বিভিন্ন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা এতে অংশগ্রহণ করেন। সাইকেল র‍্যালি ছাড়াও দৌড় ও যোগাসনও অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তীরন্দাজ দীপিকা কুমারী, অতনু দাস, শুটার জয়দীপ কর্মকার, অ্যাথলিট সুস্মিতা সিংহ রায়, দ্রোণাচার্য কোচ ড. কুন্তল রায় প্রমুখ।

তিলোত্তমার সোনা

ব্যাঙ্গালুরুর শুটার তিলোত্তমা সেন জাতীয় শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে সোনা জয় করেছেন। ১৭ বছর বয়সী তিলোত্তমা যিনি দেশের কনিষ্ঠ শুটার হিসেবে প্যারিস অলিম্পিকে অংশ নিয়েছিলেন, ফাইনালে ৪৬৬.৯ পয়েন্ট স্কোর করে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। কেরলের ভিদারসাকে ভিনোদ ৪৬২.৯ পয়েন্ট স্কোর করে রুপো জিতেছেন। রেলওয়েজের অয়নিকা পাল ৪৫১.৮ স্কোর করে ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

ফ্রেন্ডশিপ কাপ

বাঘাযতীন অভিযান সংঘ কলকাতা পুলিশ আয়োজিত ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবলে বিজয়ী হয়েছে। মহামেডান স্পোর্টিং মাঠে ফাইনালে তারা ২-০ গোলে ছাত্র মিতালী ক্লাবকে হারিয়ে দিয়েছে। গোল করেছে শানু মল্লিক ও রঞ্জিত সর্দার। কলকাতার নগরপাল মনোজ বর্মা পুরস্কার বিতরণ করেন।

মেয়র্স কাপ

সিএবি পরিচালিত মেয়র্স কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইডেন গার্ডেনসে ক্যাথিড্রাল মিশন হাই স্কুল, সেন্ট জেমস স্কুলকে ৭ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ক্যাথিড্রাল মিশন টসে জিতে সেন্ট জেমসকে ব্যাট করতে পাঠায়। সেন্ট জেমস ৯ উইকেটে ১৮১ রান করে। আয়ুষ পান ৫০ ও শশাঙ্ক রাও ৪১ রান করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ক্যাথিড্রাল মিশন ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। তিয়াস দাস ৭৬ ও অধিনায়ক মহম্মদ ইমরান ৭২ রান করেন। ১ টি উইকেট নিয়ে ও ৭২ রান করে ম্যাচের সেরা হন মহম্মদ ইমরান।

সিরিজ জয়

প্রত্যাশা মতোই ঘরের মাঠে টি-২০ সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে চুনকাম করল ভারতীয় দল। বিশ্বজয়ের পরবর্তী সময়ে কুড়ি-বিশের ফরম্যাটে দারুণ শুরু উইমেন ইন ব্লু'র। ব্যাটিং ও বোলিং বিভাগের দুই তারকা স্মৃতি মান্ধানা ও রেণুকা সিং ঠাকুরকে বিশ্রামে রেখেও সিরিজের শেষ ম্যাচ ১৫ রানে জিতল ভারত।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com